নির্বাচিত হাদিসে কুদসী



রূহানী শাইখ এমামুদ্দীন মুহাম্মাদ ত্বহা

بسم الله الرحمن الرحيم

হাদীসে কুদসী

সহস্রাধিক দ্বীনী পুস্তকের লেখক, জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক
অসংখ্য মসজিদ-মাদরাসা ও খানকাহ্-এর প্রতিষ্ঠাতা
রূহানী শাইখ হযরত মাওলানা এমামুদ্দীন মুহাম্মাদ ত্বহা
এম.এম. বোর্ড ষ্ট্যান্ড-১৯৮৩ইং, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড
সহকারী অধ্যাপক-(আরবি বিভাগ)
চরমোনাই আহ্ছানাবাদ রশীদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

মাহমুদ পাবলিকেশন্স
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ০১৭১৫ ৪৪১৫৫৭, ০১৭১১ ২২৭৬৭৩
E-mail : mahmudpub_bd@yahoo.com

প্রকাশকঃ
মাওলানা মাহমুদ হোসাইন সেলিম
মাহমুদ পাবলিকেশন্স,
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশকাল
সফর–১৪৪১ হিজরী
জানুয়ারি -২০২০ ঈসায়ী।

হাদিয়াঃ
১৮০.০০ (একশত আশি) টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজঃ
শাহ্ মোঃ সেলিম
কালীবাড়ী রোড, বরিশাল।
মুঠোফোনঃ ০১৯২৫৬০৫৪৫৯

মুদ্রণে
মাহমুদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা নং

* তাওহীদ বা একাত্মবাদ / ৫
* শিরক ও নাস্তিকতা / ৯
* ছোট শিরক অর্থাৎ রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) / ১৮
* তকদীর প্রসঙ্গ / ২২
* আল্লাহ্ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ / ২৬
* আল্লাহ্ তা'আলার যিকির / ৩২
* আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও মাগফিরাত / ৩৯
* রুগ্ন ব্যক্তির সেবাযত্ন ও বিপদে ধৈর্যধারণ করা/ ৫২
* ভালবাসা ও ঘৃণা উভয়ই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে / ৫৮
* কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত / ৬০
* মসজিদ, আযান ও সালাত / ৬৩
* শাবান, রমযান ও দুই ঈদের ফযীলত / ৭২
* যাকাত, দান-খয়রাত ও সদকার ফযীলত / ৮১
* তাস্বীহ, তাহ্মীদ, তাহ্লীল, তাকবীর, তাকদীস্, হাইলুলাহ ইস্তিগ্ফার ও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম- এর উপর দরূদ পাঠের ফযীলত/ ৮৫
* হজ্জ প্রসঙ্গ / ৮৭
* জিহাদ, শাহাদত ও হিজরত / ৯০
* পারস্পরিক আদান-প্রদান / ৯৩
* ইল্ম (জ্ঞান) ও ইহ্সান / ৯৪
* শিষ্টাচার / ৯৫
* বিনয়, মহত্ত্ব, অত্যাচার ও আত্মীয়তার বন্ধন / ৯৭
* নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁর পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন, তাঁর সাহাবাগণ এবং তাঁর উম্মতের ফযীলত / ১০৪
* নবী (আঃ)-দের বর্ণনা / ১০৫
* আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত সম্পর্কে জবাবদিহী / ১১৩
* মাকরূহ (অপছন্দনীয়) ও হারাম বিষয়সমূহ / ১১৭

বিষয় পৃষ্ঠা নং

* কিয়ামত ও উহার নিদর্শন / ১১৮
* শাফা'আত প্রসঙ্গ / ১২০
* বেহেশত ও দোযখের বর্ণনা / ১২৪
* আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন / ১২৫
* মৃত্যু ও কবরের জীবন / ১২৭
* আল্লাহ্ ও মানব সমাজের পক্ষ হতে পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি সম্বোধন ও তাঁদের উত্তর / ১২৮
* পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণ / ১৩০
* গীবত (পরনিন্দা) / ১৩৪
* তাকওয়া বা সংযম / ১৩৪
* মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব / ১৩৬
* গরীব মুসলমানদের মর্যাদা / ১৩৭
* বিবিধ প্রসঙ্গ / ১৩৯

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

👇

https://t.me/islaMic_fdf

তাওহীদ বা একাত্মবাদ

(١) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ حِصْنِىْ مَنْ دَخَلَهَا اَمِنَ عَذَابِىْ - اَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ اَنَسٍ -

হাদীস নং-১। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আমার দুর্গ। যে ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করেছে, সে আমার শাস্তি হতে নিরাপদ হয়েছে। ইবনুন নাজ্জার হযরত আনাস (রদি.)- এর সূত্রে ইহা বর্ণনা করেছেন।

(٢) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا كَلِمَتِىْ مَنْ قَالَ اَدْخَلْتُهُ جَنَّتِىْ وَ مَنْ اَدْخَلْتُهُ جَنَّتِىْ فَقَدْ اَمِنَ عَذَابِىْ - وَالْقُرْاٰنُ كَلَامِىْ وَمِنِّىْ خَرَجَ - اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -

হাদীস নং-২। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, এ উক্তি আমার; যে উহা মেনে লয় আমি তাকে আমার জান্নাতে প্রবেশ করাই, আর যাকে আমি আমার জান্নাতে প্রবেশ করাই, সে নিশ্চয় আমার আযাব হতে নিরাপদ হয়। কুরআন আমার বাণী। আর আমার নিকট হতে উহা অবতীর্ণ হয়েছে। খাতীব ইহা ইবনে আব্বাস (রদি.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٣) اِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ خَرَقَتِ السَّمٰوَاتِ حَتّٰى تَقِفَ بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ اُسْكُنِىْ فَتَقُوْلُ كَيْفَ اَسْكُنْ وَلَمْ يُغْفَرْ لِقَائِلِىْ فَيَقُوْلُ مَا اَجْرَيْتُكَ عَلٰى لِسَانِهٖ اِلاَّ وَ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَنَسٍ -

হাদীস নং-৩। যখন মুসলমান বান্দা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, তখন উহা আকাশসমূহ ভেদ করে যায়, এমনকি উহা আল্লাহর সম্মুখে গিয়ে থাকে। তখন আল্লাহ বলেন, "তুমি স্থির হও", তখন উহা বলে, "আমি কিরূপে স্থির হব–আমি যার দ্বারা উচ্চারিত হয়েছি এখন পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হয়নি।"

তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাকে সেই ব্যক্তির জিহ্বার দ্বারা চালিত করিনি যাকে তার পূর্ব মুহূর্তেই ক্ষমা করে দেইনি। দায়লামী ইহা আনাস (রদি.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٤) قَالَ رَبُّكُمْ اَنَا اَهْلٌ اَنْ اُتَّقَى فَلاَ يُجْعَلُ مَعِىْ اِلٰهٌ فَمَنِ اتَّقَى اَنْ يَّجْعَلَ مَعِىْ اِلٰهًا فَاَنَا اَهْلٌ اَنْ اَغْفِرَ لَهُ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَنَسٍ -

হাদীস নং-৪। তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকেই সকলে ভয় করবে। কারণ, আমিই ইহার উপযুক্ত; অতএব আমার সহিত অন্য কাউকেও যেন উপাস্য স্থির করা না হয়। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার সহিত অন্য কাউকেও উপাস্য করবে না-আমি তাকে ক্ষমা করে দেয়া কর্তব্য মনে করি (অনুগ্রহবশত)। আহমদ ও তিরমিযী, হযরত আনাস (রদিঃ) হতে ইহা বর্ণনা করেছেন।

(٥) سَاَلَ مُوْسٰى رَبَّهُ تَعَالٰى حِيْنَ اَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ اَنْ يُّعَلِّمَهُ دَعْوَةً يَّدْعُوْ بِهَا فَاَمَرَهُ اَنْ يَّدْعُوْ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ مُوْسٰى يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَدْعُوْ بِهَا وَ اَنَا اُرِيْدُ اَنْ تَخُصَّنِىْ بِدَعْوَةٍ اَدْعُوْكَ بِهَا فَقَالَ تَعَالٰى يَا مُوْسٰى لَوْ اَنَّ السَّمٰوَاتِ وَ سَاكِنِيْهَا وَ الاَرْضِيْنَ وَ سَاكِنِيْهَا وَ الْبَحَارَ وَ مَا فِيْهَا وُضِعُوْا فِىْ كَفَّةٍ وُضِعَتْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فِىْ كَفَّةٍ لَوَزَنَتْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ يَعْلٰى عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ -

হাদীস নং-৫। যে সময় মূসা (আ)-কে তাওরাত দান করা হয় তখন মূসা (আ) তাঁর মহান প্রভূকে অনুরোধ করলেন যে, তাঁকে যেন এরূপ একটি দু'আ শিক্ষা দেয়া হয় যা দ্বারা আল্লাহকে তিনি ডাকতে পারেন। তারপর আল্লাহ তাঁকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' দ্বারা ডাকতে আদেশ করলেন। তখন মূসা (আ) বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! তোমার প্রত্যেক বান্দাই এই বলে তোমাকে ডাকতে থাকে। আমি চাই যে, তুমি আমাকে একটি বিশেষ দু'আ

শিক্ষা দাও যা দ্বারা তোমাকে আমি ডাকতে পারি।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা, যদি সমুদয় আকাশ ও উহার অধিবাসীগণ, সমুদয় পৃথিবী ও উহার অধিবাসিগণ এবং সমস্ত সাগর ও উহাতে যা কিছু আছে সব দাঁড়ির এক পাল্লায় রাখা হয়, আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দাঁড়ির অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ওজন বেশি হবে। আবূ ইয়ালা উহা আবূ সাঈদ (রদি.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٦) قَالَ رَبُّكُمْ لَوْ اَنَّ عِبَادِىْ اَطَاعُوْنِىْ لَاَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَ لَاَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَ لَا اَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ – اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الْحَاكِمُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ –

হাদীস নং-৬। তোমাদের প্রভু বলেছেন, যদি আমার বান্দাগণ আমার আদেশ পূর্ণমাত্রায় পালন করত তা হলে আমি নিশ্চয়ই রাত্রিতে তাদেরকে বৃষ্টিদান করতাম, দিনে তাদের জন্য রৌদ্র উঠাতাম এবং তাদেরকে বজ্রের ধ্বনি শুনতাম না। আহমদ ও হাকেম হযরত আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে ইহা বর্ণনা করেছেন।

(٧) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَاُقَطِّعَنَّ اَمَلَ كُلِّ مُؤَمِّلٍ اَصَّلَ دُوْنِىْ بِالْيَاسِ وَ لَاُلْبِسَنَّهُ ثَوْبَ الْمَذَلَّةِ بَيْنَ النَّاسِ وَ لَاُنْحِيَنَّهُ مِنْ قُرْبِىْ وَ لَاُبْعِدَنَّهُ مِنْ وَصْلِىْ اَيُؤَمِّلُ عَبْدِىْ غَيْرِىْ فِى الشَّدَائِدِ وَ الشَّدَائِدُ بِيَدِىْ وَ اَنَا الْحَىُّ الْكَرِيْمُ وَ يَرْجُوْ غَيْرِىْ وَبِيَدِىْ مَفَاتِيْحُ الْاَبْوَابِ وَبَابِىْ مُفَتَّحٌ لِمَنْ دَعَانِىْ مَنْ ذَا الَّذِىْ اَمَّلَنِىْ بِعَظِيْمِ نَوَائِبِهِ فَقَطَعْتُ بِهِ دُوْنَهَا اَمْ مَّنْ ذَا الَّذِىْ رَجَانِىْ لِعَظِيْمِ جُرْمِهِ قَطَعْتُ رَجَاءَهُ مِنِّىْ جَعَلْتُ اَمَالَ عِبَادِىْ مُتَّصِلَةً بِىْ وَمَلَأْتُ السَّمٰوَاتِ مَنْ لَا يَمَلُّ عَنْ تَسْبِيْحِىْ فَيَايُؤْسًا لِّلْقَانِطِيْنَ مِنْ رَّحْمَتِىْ وَ يَا شَقْوَةً لِّمَنْ عَصَانِىْ وَ لَمْ يُرَاقِبْنِىْ – اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ –

হাদীস নং-৭। মহান মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে তার আশার কেন্দ্র স্থির করে, আমি নিশ্চয় তার আশা কর্তন করে নিরাশায় পরিবর্তিত করি, তাকে লোকদের মধ্যে অপমানের পোশাক পরিধান করাই, আমার সান্নিধ্য হতে দূরে সরিয়ে দেই এবং আমার মিলন হতে দূরে রাখি। আমার বান্দা কি বিপদ- আপদে আমাকে ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা স্থাপন করে? অথচ বিপদসমূহ আমারই হাতে, আর আমি চিরঞ্জীব, করুণাময় ও দয়াশীল। সে কী আমাকে ছাড়া অন্যের নিকট আশা পোষণ করে? আর আমারই হাতে সকল দরজার চাবিসমূহ। আর যে ব্যক্তি আমাকে ডাকে তার জন্য আমার দরজা খোলা রয়েছে। এমন ব্যক্তি কে আছে যে বৃহৎ হতে বৃহত্তর বিপদে আমার নিকট আশা পোষণ করেছে এবং আমাকে ডেকেছে? তারপর আমি তার সম্মুখে তার আশা কর্তন করে দিয়েছি? অথবা এমন কে আছে যে তার বৃহৎ পাপের (মার্জনা) সম্বন্ধে আমার উপন আশা স্থাপন করেছে, তারপর আমি তার আশা কর্তন করে দিয়েছি? আমি বান্দাদের আশা আমার সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছি। আর যে সম্প্রদায় আমার পবিত্রতা বর্ণনায় ক্লান্তি বোধ করেনা তাদের দ্বারা আকাশসমূহ পূর্ণ করে রেখেছি। অতএব আমার রহমত হতে নিরাশ ব্যক্তিদের জন্য বড়ই আক্ষেপ। আর যারা আমার আদেশ অমান্য করে এবং আমাকে ভয় করে না, তাদের বড়ই দুর্ভাগ্য। দায়লামী ইহা আবু যর (রদি.)- এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٨) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَرِّبُوْا اَهْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِنْ ظِلِّ عَرْشِىْ فَاِنِّىْ اُحِبُّهُمْ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَنَسٍ -

হাদীস নং-৮। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সম্প্রদায়কে আমার আরশের ছায়ায় স্থান দাও। কারণ, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে ভালবাসি দায়লামী ইহা হযরত আনাস (রদিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

(٩) يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَ اَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدِاسْوَدُّوْا فَيُلْقَوْنَ فِىْ نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيُنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِىْ جَانِبِ السَّيْلِ اَلَمْ تَرَ اَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً - اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

হাদীস নং-৯। জান্নাতের অধিবাসিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং দোযখের অধিবাসিগণ দোযখে প্রবেশ করবে। অতঃপর মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেন, যার অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমান ঈমান রয়েছে তাকেও বের করে নিয়ে আস (দোযখ হতে) । তৎপর তাদেরকে উহা হতে বের করে আনা হবে। তারা তাখন কৃষ্ণকায় হয়ে যাবে। তখন তাদেরকে আবেহায়াতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা এইভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠিবে যেভাবে জলার ধারে বীজ গজাইয়া উঠে। তুমি কি দেখ নেই যে, উহা কেমন হলুদ বর্ণ হয়ে গজাইয়া উঠে। শায়খাইন (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) ইহা আবূ সাঈদ খুদরী (রদি.)- এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

শিরক ও নাস্তিকতা

(١٠) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكَ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىْ غَيْرِىْ تَرَكْتُهُ وَ شِرْكَهُ – اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ –

হাদীস নং-১০। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, যাদেরকে আমার শরীক স্থির করা হয় তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যে ব্যক্তি কোন আমল এবং উহাতে আমার সহিত (কাউকেও বা কোন কিছুকে) শরীক করে আমি তাকে পরিত্যাগ করি এবং সে যা আমার সহিত শরীক করে উহাকেও আমি অগ্রাহ্য করি। মুসলিম ও ইবনে মাজা হযরত আবূ হুরায়রা (রদিঃ) হতে ইহা বর্ণনা করেছেন।

(١١) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَلِمَ اَنِّىْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلٰى مَغْفِرَةِ الذُّنُوْبِ غَفَرْتُ لَهُ وَ لاَ اُبَالِىْ مَا لَمْ يُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا – اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ وَ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ–

হাদীস নং-১১। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞাত হয়েছে যে, আমি যাবতীয় পাপ মার্জনা করার অধিকারী। আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। আর আমি কোন দোষ ধরি না, যে পর্যন্ত সে আমার সহিত কোন কিছুকে অংশীদার না করে। তিবরানী ও হাকেম ইহা হযরত ইবনে আব্বাস (রদিঃ) হতে উল্লেখ করেছেন।

(١٢) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَهْمَا عَبَدْتَنِىْ وَ رَجَوْتَنِىْ وَلَمْ تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكَ وَاِنِ اِسْتَقْبَلْتَنِىْ بِمِلَاءِ السَّمٰوَاتِ خَطَايَا وَ ذُنُوْبًا اِسْتَقْبَلْتُكَ بِمِلْئِهِنَّ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ اَغْفِرُ لَكَ وَ لَا اُبَالِىْ - اَخْرَجَهُ الشِّيْرَازِىُّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ -

হাদীস নং-১২। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, হে আদমের সন্তান! যে পর্যন্ত তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার কাছে আশা পোষণ কর, আর আমার সহিত কোন অংশীদার না কর, সে পর্যন্ত তোমার সকল গুনাহ্ আমি ক্ষমা করে দেই। আর যদি তুমি সমুদয় আকাশ ভরা অপরাধ ও গুনাহ্ নিয়ে আমার দিকে অগ্রসর হও, আমি তদনুরূপ ক্ষমা নিয়ে তোমার দিকে আগাইয়া আসি এবং তোমাকে মার্জনা করি। আর আমি সকলের পরিণামের ঊর্ধ্বে। শীরাযী, ইহা আবুদ্ দারদা (রদিঃ) হতে উল্লেখ করেছেন।

(١٣) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِىْ وَ رَجَوْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَاكَانَ مِنْكَ وَ لَا اُبَالِىْ - يَاابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عِنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ وَ لَا اُبَالِىْ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ اَنَّكَ اَتَيْتَنِىْ بِقِرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَا تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَةً - اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ وَ الْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ -

হাদীস নং-১৩। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, হে আদমের সন্তান! তুমি যে পর্যন্ত আমাকে ডাকতে থাক এবং আমার আশা পোষণ করতে থাক সে পর্যন্ত আমি তোমাকে ক্ষমা করতে থাকি, তোমার গুনাহ্ যে পরিমাণই হউক না কেন। আর আমি কোন পরোয়া করি না। হে বনি আদম! যদি তোমার গুনাহসমূহ আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে, তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেই এবং আমি সকল পরিণামের ঊর্ধ্বে।

হে বনি আদম! যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ্ নিয়ে আমার নিকট আস আর আমার কোন শরীক না করে আমার সহিত সাক্ষাত কর, নিশ্চয়ই আমি উহার সম পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট আসিব। তিরমিযী, তিবরানী ও বায়হাকী আবূ যর (রদিঃ) হতে ইহা বর্ণনা করেছেন। (গুনাহ দুই প্রকারঃ কবিরাহ ও সগীরাহ। কবীরাহ গুনাহের জন্য ইসতিগফার অর্থাৎ তওবা করা অত্যাবশ্যক। সগীরা গুনাহ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে মাফ করে দিবেন। তবে কবীরাহ গুনাহও হককুল ইবাদ সংক্রান্ত না হলে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে মাফ করতে পারেন।)

(١٤) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ اُمَّتَكَ لاَ يَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا كَذَا مَا كَذَا حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهُ - اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَنَسٍ -

হাদীস নং-১৪। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের উম্মতগণ (তর্কচ্ছলে) সর্বদা বলিতে থাকবে ইহা কিরূপে হলো? এমনকি 'শেষে বলবে, (আচ্ছা) "আল্লাহ্ এই সৃষ্টকুলকে সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছে?" ইমাম মুসলিম ও আবূ আওয়ানা হযরত আনাস (রদিঃ) হতে ইহা বর্ণনা করেছেন। ('আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছে।' এ ধরনের প্রশ্ন করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে অবশেষে স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছে প্রশ্নের এরূপ ধারাকে তাসালসুল (ধারাবাহিকতা) বলে। ইহা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, এরূপ চিন্তায় মগ্ন হলে মানুষ নিজের সীমিত শক্তির দ্বারা স্রষ্টার সত্তা সম্পর্কে সকল রহস্য উদঘাটন করতে সমর্থ হয় না। ফলে সে নাস্তিকতাবাদে দীক্ষিত হয়ে চিরতরে পথভ্রষ্ট হয় সুতরাং এরূপ প্রশ্ন-কল্পনায় উদিত হওয়ামাত্র আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা খাঁটি মুসলমানের কর্তব্য।)

(١٥) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ يُؤْذِيْنِى ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ اَنَا الدَّهْرُ بِيَدِى الاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الشَّيْخَانِ وَ اَبُوْ دَاوُدُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ -

হাদীস নং-১৫। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, আদম সন্তান, কালকে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ আমিই কাল, আমারই হাতে

কর্তৃত্ব, আমিই রাত্রি-দিন পরিবর্তন করে থাকি। আহমদ, আবূ দাউদ ও শায়খাইন ইহা হযরত আবূ হুরায়রা (রদিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (কালকে গালি দেয়ার অর্থ ইহাকে স্বাধীন ও সক্রিয় সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া এবং ইহার ভাল-মন্দ করার ক্ষমতার বিশ্বাস করা। অথচ ভাল-মন্দ করা আল্লাহরই কাজ। আল্লাহ্‌র কাজে অন্যের হাত আছে, এরূপ বিশ্বাস করাও শিরক। ইহাকে আল্লাহ্‌র সামনে অংশীদারিত্ব আরোপ করা বলা হয়।)

(١٦) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِسْتَقْرَضْتُ عَبْدِىْ فَلَمْ يُقْرِضْنِىْ وَشَتَمَنِىْ عَبْدِىْ وَ هُوَ لاَ يَدْرِىْ يَقُوْلُ وَ ادْهَرَاهُ وَ ادْهَرَاهُ وَ اَنَا الدَّهْرُ - اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ -

হাদীস নং-১৬। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দার নিকট ধার চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমাকে ধার দেয়নি আর আমার বান্দা আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ সে বোঝে না। সে বলে, হায়রে সময়, হায়রে সময়! অথচ আমিই সময়। হাকেম ইহা হযরত আবূ হুরায়রা (রদিঃ) হতে সংগ্রহ করেছেন। (আমি তোমার নিকট ধার চেয়েছিলাম'- অর্থাৎ আমার অভাবগ্রস্ত বান্দা তোমার দারস্থ হয়েছিল কিন্তু তুমি তার অভাব দূর করার কাজে তোমার অর্থ ব্যয় করনি।)

(١٧) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَابْنَ اٰدَمَ وَاحِدَةٌ لَكَ وَوَاحِدَةٌ لِىْ وَوَاحِدَةٌ فِيْمَا بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ فَاَمَّا الَّتِىْ لِىْ فَتَعْبُدُنِىْ - لاَ تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا وَ اَمَّا الَّتِىْ لَكَ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ شَىْءٍ اَوْ مِنْ عَمَلٍ وَفَيْتُكَهُ وَ اَمَّا الَّتِىْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَ عَلَىَّ الاِجَابَةُ - اَخْرَجَهُ النَّسَائِىُّ عَنْ اَنَسٍ وَ ضَعَّفَ -

হাদীস নং-১৭। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে বনি আদম! একটি তোমার জন্য, একটি আমার জন্য এবং একটি আমার ও তোমার জন্য। অতঃপর আমার জন্য যা রয়েছে তা এই যে, তুমি আমার ইবাদত করবে, আমার সহিত কোন কিছু শরীক করবে না। আর যা তোমার জন্য তা এই তুমি কিছু করিলে বা কোন আমল করিলে আমি তোমাকে উহার পূর্ণ প্রতিদান দেব।

আর যা কিছু আমার ও তোমার জন্য তা এই যে, তুমি দু'আ করবে আর আমি তা কবূল করব। নাসায়ী ইহা আনাস (রদিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ইহাকে দুর্বল হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন।

(١٨) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَرْبَعُ خِصَالٍ وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ لِىْ وَ وَاحِدَةٌ لَكَ وَوَاحِدَةٌ فِيْمَا بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ وَوَاحِدَةٌ فِيْمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ عِبَادِىْ فَاَمَّا الَّتِىْ لِىْ فَتَعْبُدُ لِىْ لَا تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا وَ اَمَّا الَّتِىْ لَكَ عَلَىَّ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ جَزَيْتُكَ بِهٖ وَاَمَّا الَّتِىْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَ عَلَىَّ الاِجَابَةُ وَ اَمَّا الَّتِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ عِبَادِىْ فَارْضَ لَهُمْ مَا تَرْضٰى لِنَفْسِكَ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ يَعْلَى الْمُوْصِلِى وَاَ بُوْ نَعِيْمٍ عَنْ اَنَسٍ وَ ضَعَّفَ -

হাদীস নং-১৮। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ গুণ চার প্রকার; উহার একটি আমার সাঙ্গে সম্পর্কিত। একটি তোমার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং একটি আমার ও তোমার উভয়ের সাথে সম্পর্কিত। একটি তোমার ও আমার অন্যান্য বান্দাদের সাথে সম্পর্কিত। অতঃপর যাহা আমার সাথে সম্পর্কিত তা এই যে, তুমি আমার ইবাদত করবে, আমার সহিত কোন কিছু শরিক করবেনা। আর যা তোমার অনুকূলে, তা এই যে, তুমি কোন সৎ কাজ করিলে আমি তার প্রতিদান দেব। আর যা আমার ও তোমার উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত তা এই যে, তুমি প্রার্থনা করবে। আর আমার কর্তব্য হবে উহা মঞ্জুর করা, আর যাহা আমার অন্যান্য বান্দা ও তোমার সাথে সম্পর্কিত উহা এই যে, তাদের জন্য উহাই পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ কর। আবূ ইয়ালা মুসলী ইহা হযরত আনাস (রদি.) হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ নায়ীম ইহাকে দূর্বল হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন।

(١٩) اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَىَّ كَلِمَاتٍ دَخَلْنَ فِىْ اُذُنِىْ وَ قَرَنَ فِىْ قَلْبِىْ اُمِرْتُ اَنْ لَّا اَسْتَغْفِرَ لِمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا وَمَنْ اَعْطٰى فَضْلَ مَالِهٖ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَمَنْ اَمْسَكَ فَهُوَ شَرٌّ لَّهُ وَ لَا يَلُوْمُ اللّٰهُ عَلٰى كَفَافٍ - اَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا -

হাদীস নং-১৯। আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি এরূপ কতগুলো কথা ওহী করেছেন যা, আমার কানে প্রবেশ করেছে এবং আমার অন্তরে বসিয়া গেছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন সেই ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করি যে মুশরিক অবস্থায় মরিয়াছে। আর যে ব্যক্তি তার অতিরিক্ত মাল অপরের জন্য খরচ করে ফেলে উহা তার জন্য ভাল। আর যে ব্যক্তি উহা ধরিয়া রাখে তা তার জন্য মন্দ। আর জীবিকার পরিমাণ সম্পদ মওজুদ রাখার জন্য আল্লাহ্ কাউকেও অভিশাপ দেন না। ইবনে জারীর ইহা হযরত কাতাদা (রদিঃ)-এর সূত্রে মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। (এই হাদীসে আল্লাহ্ তা'আলা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-কে মুশরিকদের জন্য প্রার্থনা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ আরও বলেছেন, নিজের জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য মওজুদ করা দূষণীয় নহে।)

(٢٠) قَالَ رَبُّكُمْ مَنْ اَظْلَمَ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْا بَعُوْضَةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا ذَرَّةً – اَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ –

হাদীস নং-২০। তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে আছে? শক্তি থাকিলে তাদেরকে একটি মশা সৃষ্টি করতে বল, অথবা একটি কণা পয়দা করতে বল। ইবনুন নাজ্জার ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (মূর্তি প্রস্তুতকারী পুতুল পূজারী মুশরিকদিগকে মহান আল্লাহ্ এই বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছেন যে, তাদের ক্ষমতা থাকিলে তারা যেন একটি মশা অথবা একটি কণা সৃষ্টি করে উপস্থিত করে।)

(٢١) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَ اَزِيْدُ وَ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَجَزَاءُهَا مِثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ وَمَنْ عَمِلَ قِرَابَ الْاَرْضِ خَطِيْئَةً ثُمَّ لَقِيَنِىْ لَا يُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً وَمَنِ اقْتَرَبَ اِلَىَّ شِبْرًا اِقْتَرَبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَ مَنِ اقْتَرَبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا اِقْتَرَبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً – اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ وَ ابْنِ مَاجَةَ وَ اَبُوْا عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ –

হাদীস নং-২১। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করে তার জন্য উহার দশগুণ ও ততোধিক পুরস্কার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করে, উহার প্রতিদান উহার সমতুল্য অথবা আমি উহা ক্ষমা করে দেই। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে কোন কিছু শরীক না করে পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ করে তারপর আমার সাথে সাক্ষাত করে, আমি তাকে উহার সমপরিমাণ ক্ষমা প্রদান করে থাকি। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে একহাত যাই। যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একগজ অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তাঁর দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হই। আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজা ও আবূ আওয়ানা ইহা আবূ যর (রদিঃ) হতে উল্লেখ করেছেন।

(٢٢) اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ بِمَا حَدَّثَنِى اللّٰهُ فِى الْكِتَابِ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ وَ بَنِيْهِ حُنَفَاءَ مُسْلِمِيْنَ وَ اَعْطَاهُمُ الْمَالَ حَلاَلاً لاَ حَرَامٌ فِيْهِ فَمَنْ شَاءَ اقْتَنَى وَمَنْ شَاءَ احْتَرَثَ فَجَعَلُوْا مِمَّا اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَلاَلاً وَحَرَامًا وَ عَبَدُوا الطَّوَاغِيْتَ فَاَمَرَنِيَ اللّٰهُ اَنْ اُتِيَهُمْ فَاُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِىْ جَبَلَهُمْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِرَبِّىْ اُخَاطِبُهُ اِنِّىْ اِنْ اَتَيْتُهُمْ اِذَنْ تُثْلَغُ قُرَيْشٌ رَأْسِىْ كَمَا تُثْلَغُ الْخُبْزَةُ فَقَالَ اَمْضِهِ اُمْضِهِ وَ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ وَ قَاتِلْ بِمَنْ اَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ وَ اِنِّىْ سَاَجْعَلُ مَعَ كُلِّ جَيْشٍ بَعَثْتَهُ عَشَرَةَ اَمْثَالِهِمْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَ نَافِخٌ فِىْ صَدْرِ عَدُوِّكَ الرُّعْبَ وَ مُعْطِيْكَ كِتَابِىْ لاَيَمْحُوْهُ الْمَاءُ اُذْكُرْ لَهُ نَائِمًا وَ يَقْظَانًا فَاَبْصِرُوْنِىْ وَ قُرَيْشًا هٰذِهِ فَاِنَّهُمْ قَدْ دَمُوْا وَجْهِىْ وَ سَلَبُوْنِىْ اَهْلِىْ وَ اَنَا مُنَادِيْهِمْ فَاِنْ اَغْلِبْهُمْ يَاتُوْا مَا دَعَوْتُهُمْ اِلَيْهِ طَائِعِيْنَ اَوْ كَارِهِيْنَ وَ اِنْ يَّقْلِبُوْنِىْ فَاعْلَمُوْا اَنِّىْ لَسْتُ عَلَى شَىْءٍ وَ لاَ اَدْعُوْكُمْ اِلٰى شَىْءٍ –

اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ وَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِىِّ –

হাদীস নং-২২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদেরকে উহা বলব না যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে আমাকে বলেছেন? নিশ্চয় আল্লাহ্ আদম ও তার সন্তান- সন্ততিকে খাঁটি মুসলমান করে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ্ তাদেরকে হালাল মাল দিয়েছেন, উহাতে কোন হারাম নেই। অতঃপর যে চায় সে উহা নিজের জন্য সঞ্চয় করতে পারে, আর যে চায় সে উহা কাজে খাটাইয়া বৃদ্ধি করতে পারে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যা কিছু হালাল জিনিস দিয়েছিলেন উহার কিয়দাংশ তারা হারাম করে ফেলল এবং তারা মূর্তি পূজা করতে লাগল। তৎপর আল্লাহ আমাকে আদেশ করলেন যেন আমি তাদের নিকট আসি এবং তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন উহা তাদের নিকট ব্যাখ্যা করি। তখন আমি আমার প্রভুকে সম্বোধন করে বললাম, যদি আমি তাদের নিকট আসি তখন কুরাইশগণ আমার মাথা চূর্ণ করে ফেলবে, যেভাবে রুপি ভেঙ্গে গুঁড়া করা হয়। তখন আল্লাহ্ বললেন, তুমি আদেশ পালন কর, আমি আদেশ পালন করাব, তুমি ব্যয় কর, আমি তোমার জন্য ব্যয় করব। আর যারা তোমার বাধ্য, তাদের সহায়তায় যারা তোমার অবাধ্য তাদের বিরুদ্ধে তুমি জিহাদ কর। আর তুমি যে সৈন্যদল প্রেরণ করবে উহার প্রত্যেকটির সঙ্গে আমি দশগুণ ফেরেশতা যোগ করব। আর আমি তোমার শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চার করব এবং তোমাকে আমার কিতাব দেব যা পানিতে মুছতে পারবে না। তুমি উহা শয়ণে ও জাগরণে যিকির কর। অতঃপর (আমার রসূল বললেন), তোমরা আমার ও এই কুরাইশদের প্রতি লক্ষ্য কর তারা আমার চেহারা রক্তাক্ত করল, আমাকে আমার পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন করল যখন আমি তাদেরকে ডাক দিলাম। অতঃপর যদি আমি তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারি, তবে তারা ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, আমি যার দিকে আহব্বান করি তার দিকে আসবে। আর যদি তারা আমার উপর বিজয়ী হয়, তবে মনে রাখিও আমার কোন ভিত্তি নেই, আর আমি তোমাদেরকে সত্য কিছুর প্রতি আহব্বান করছি না। তিবরানী ও ইবনে আসাকির ইহা আইয়াজ ইবনে হিমার মুজাশী (রদি.) হতে গ্রহণ করেছেন।

(২৩) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا ابْنَ اٰدَمَ اَمَرْتُكَ فَتَوَلَّيْتَ وَ نَهَيْتُكَ فَتَمَادَيْتَ وَ سَتَرْتُكَ عَلَيْكَ فَتَجَرَّأْتَ وَ اَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ يَا مَنْ اِذَا مَرِضَ شَكَا وَ بَكٰى وَ اِذَا عُوْفِىَ تَمَرَّدَ وَ عَصَا يَامَنْ اِذَا دَعَاهُ الْعَبِيْدُ عَدَا وَ لَبَّى وَ اِذَا دَعَاهُ الْجَلِيْلُ اَعْرَضَ وَنَاى – اِنْ سَأَلْتَنِىْ اَعْطَيْتُكَ وَ اِنْ دَعَوْتَنِىْ اَجَبْتُكَ وَ اِنْ مَرِضْتَ شَفَيْتُكَ وَ اِنْ سَلِمْتَ رَزَقْتُكَ وَ اِنْ اَقْبَلْتَ قَبِلْتُكَ وَ اِنْ تُبْتَ غَفَرْتُكَ وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ – اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –

হাদীস নং-২৩। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, হে বনি আদম! আমি তোমাকে হুকুম করলাম আর তুমি মুখ ফিরিয়ে রইলে। আমি তোমাকে নিষেধ করলাম আর তুমি দীর্ঘকাল অবাধ্য হয়ে থাকলে। আমি তোমাকে ঢেকে রাখলাম, তারপর তুমি দুঃসাহসী হয়ে এগিয়ে রইলে। আমি তোমার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে রইলাম আর তুমি ভ্রূক্ষেপও করলে না। যখন সেই ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হলো তখন সে অভিযোগ করল এবং কান্নাকাটি করল, আর যখন তাকে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেয়া হলো তখন সে বিদ্রোহী এবং অবাধ্য হয়ে পড়ল। তাকে যখন মানুষ ডাকল তখন সে দৌড়ে গেল এবং ডাকের উত্তর দিল, আর যখন তাকে পরাক্রমশালী আল্লাহ ডাকলেন তখন সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং দূরে চলে গেল। যদি তুমি আমার নিকট চাও, আমি তোমাকে দেই। যদি তুমি আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাক শুনি। যদি তুমি রোগাক্রান্ত হও আমিই তোমাকে রোগমুক্ত করি। যদি তুমি নিরাপদ থাক, আমি তোমাকে জীবিকা দান করি। আর যদি তুমি আমার দিকে অগ্রসর হও, আমিও তোমার দিকে অগ্রসর হই। যদি তুমি তওবা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করি। আমি দয়ালু, তওবা মঞ্জুরকারী। দায়লামী ইহা ইবনে আব্বাস (রদিঃ) হতে সংগ্রহ করেছেন। (আল্লাহর ডাকে সাড়া না দিয়ে বান্দার ডাকে সাড়া দেয়া যেমন অকৃতজ্ঞতা, তেমনি শিরকও বটে। আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে বান্দার আনুগত্য স্বীকার করার অর্থ আল্লাহর ক্ষমতা ও মর্যাদা বান্দার প্রতি আরোপ করা। ইহা শিরক, আর এই জাতীয় কাজে লিপ্ত ব্যক্তিগণ মুশরিক বলে গণ্য। যদি কেহ অভ্যাসের বশে অজ্ঞাতসারে এরূপ করে, তবে তার এই কাজ অভ্যাসগত শিরক।)

ছোট শিরক অর্থাৎ রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা)

(٢٤) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادٌ لِیْ یَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ مُسُوْكَ الضَّانِ وَ قُلُوْبُهُمْ اَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ وَ اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰی مِنَ الْعَسَلِ یُخَلِّلُوْنَ النَّاسَ بِدِیْنِهِمْ اَبِیْ یَغْتَرُّوْنَ اَمْ لِیْ یَجْتَرِءُوْنَ فَبِیْ اَقْسَمْتُ لَاَلْبِسَنَّهُمْ فِتْنَةً تَذَرُ الْحَلِیْمَ فِیْهَا حَیْرَانَ - اَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) -

হাদীস নং-২৪। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন,- আমার এরূপ কতক বান্দা আছে, যারা মানুষকে দেখাবার জন্য ভেড়ার চামড়া পরিধান করে, তাদের অন্তর মুসাব্বরের কাঠ হতেও অধিকতর তিক্ত, আর তাদের কথা মধু হতেও মিষ্ট। তারা মানুষের নিকট নিজের দীন সম্বন্ধে গর্ব প্রকাশ করে। তারা কি আমার দেয়া অবকাশ দ্বারা প্রতারিত হয়েছে? না আমার সাথে সমকক্ষতার সাহস লাভ করতে চলছে? কিন্তু আমি আমার স্বত্ত্বার শপথ করে বলছি, আমি তাদের উপর এমন বিপর্যয় আনয়ন করব যে, উহাতে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ব্যক্তিরাও হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। ইবনু আসাকির ইহা হযরত আয়েশা (রদিঃ) হতে গ্রহণ করেছেন। (এই হাদীসে কপট ও লোক দেখানো বক ধার্মিকদের সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি করা হয়েছে।)

(٢٥) اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِیْ بَعْضِ كُتُبِهٖ وَ اَوْحٰی اِلٰی بَعْضِ اَنْبِیَائِهٖ قُلْ لِلَّذِیْنَ یَتَفَقَّهُوْنَ لِغَیْرِ الدِّیْنِ وَ یَتَعَلَّمُوْنَ لِغَیْرِ الْعَمَلِ وَ یَطْلُبُوْنَ الدُّنْیَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ وَ یَلْبَسُوْنَ لِبَاسَ مُسُوْكِ الْكِبَاشِ وَ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّیَابِ وَ اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰی مِنَ الْعَسَلِ وَ قُلُوْبُهُمْ اَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ اِیَّایَ یَخْدَعُوْنَ اَوْ بِیْ لَا یَسْتَهْزِءُوْنَ فَبِیْ حَلَفْتُ لَاُتِیْحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَذَرُ الْحَلِیْمَ فِیْهِمْ حَیْرَانَ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ سَعِیْدِ النَّقَّاشُ وَ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ اَبِی الدَّرْدَاءِ

হাদীস নং-২৫। মহান আল্লাহ তাঁর কোন গ্রন্থে নাযিল করেছেন এবং তাঁর কোন নবীর প্রতি ওহী পাঠিয়েছেন, ঐ সকল লোকদেরকে বল, যারা দীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে শিক্ষা লাভ করে এবং আমলের ইচ্ছা না করে বিদ্যা অর্জন করে, আর পরকালের আমলের বদলে দুনিয়া তালাশ করে, আর ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরিধান করে, আর তাদের অন্তর নেকড়ে বাঘের ন্যায় এবং তাদের ভাষা মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং ধার্মিকের বেশে দুনিয়া হাসিল করার কাজে আত্মনিয়োগকারী এই কপট প্রতারকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা কঠোর হুঁশিয়ারী জ্ঞাপন করেছেন। আল্লাহ তাদের সম্মুখে এমন কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত করবেন বলে শপথ করেছেন যে, উহা অতি সুচতুর ব্যক্তিকেও হতবুদ্ধি করে দিবে। তাদের অন্তর মুসাব্বর গাছের চেয়ে অধিক তিক্ত; তারা কি আমাকে প্রতারিত করছে, না আমার প্রতি বিদ্রুপ করছে? অতএব আমি নিজের নামে শপথ করলাম, আমি তাদের জন্য এমন ফিতনা নাযিল করব যাতে তাদের মধ্যকার অতিশয় স্থিরচিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। আবূ সাঈদ নুক্কাশ ও ইবনু নাজ্জার ইহা আবু দারদা (রদি.) হতে গ্রহণ করেছেন।

(٢٦) اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ – اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَ لٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ جَرِىٌّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَ رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ عَلَّمَهٗ وَ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَّفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَ عَلَّمْتُهٗ وَ قَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ – قَالَ كَذَبْتَ وَ لٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَ قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ – ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ –

اَخْرَجَهٗ اَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ وَ النَّسَائِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ –

হাদীস নং-২৬। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়েছে। অতঃপর সেই ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাঁর প্রতি তার যাবতীয় অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করবেন এবং বলবেন, "তুমি এই সকল নিয়ামতের বদলে কি আমল করেছ? সে আবেদন

করবে, "আমি তোমার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছি, এমনকি আমি শহীদ হয়েছি।" তখন আল্লাহ বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলেছ, বরং তুমি যুদ্ধ করেছ, যেন তোমাকে সাহসী বীর বলা হয়। অতঃপর তোমাকে সাহসী বীর বলা হয়েছে।" তৎপর তাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করছে, উহা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে তাকে আনা হবে। তারপর তার প্রতি আল্লাহ্ নিজের নিয়ামতসমূহ প্রকাশ করবেন। সেও উহা স্বীকার করবে। তখন (আল্লাহ) বলবেন; "ইহার প্রতি কি আমল করেছ?" সে বলবে, "জ্ঞান অর্জন করছি, উহা শিখেছি এবং তোমার উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেছি।" আল্লাহ বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি বিদ্যা শিখেছ এই উদ্দেশ্যে যেন তোমাকে বিদ্বান বলা হয়। আর কুরআন এজন্য পাঠ করেছ । যেন তোমাকে 'ক্বারী' বলা হয় । অতএব তোমাকে উহাই বলা হয়েছে।" তারপর তার সম্বন্ধে আদেশ দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আহমদ, নাসায়ী ও মুসলিম ইহা আবূ হুরায়রা (রদি.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٢٧) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ اِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَ كُلُّ اُمَّةٍ جَائِيَةٌ فَاَوَّلُ مَنْ يَّدْعُوْ بِهٖ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ وَ رَجُلٌ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ رَجُلٌ كَثِيْرُ الْمَالِ - فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْقَارِئِ اَلَمْ اُعَلِّمْكَ مَا اَنْزَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِيْ ؟ قَالَ بَلٰى يَا رَبِّ ؟ قَالَ فَمَا ذَا عَمِلْتَ بِمَا عَلَّمْتُ ؟ قَالَ كُنْتُ اَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَ اٰنَاءَ النَّهَارِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ كَذِبْتَ وَ تَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ كَذِبْتَ وَ يَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ بَلْ اَرَدْتَ اَنْ يُّقَالَ فُلَانٌ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ذَالِكَ وَ يُؤْتٰى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اَلَمْ اُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتّٰى لَمْ اَدَعْكَ تَحْتَاجُ وَاَحَدٍ قَالَ بَلٰى يَا رَبِّ قَالَ مِنْ مَا ذَا عَمِلْتَ فِيْمَا اٰتَيْتُكَ كُنْتُ اَصِلُ الرَّحِمَ وَ اَتَصَدَّقُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ كَذِبْتَ وَ تَقُوْلُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذِبْتَ وَ يَقُوْلُ اللّٰهُ بَلْ اَرَدْتَ اَنْ يُّقَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ذَالِكَ وَيُؤْتٰى بِالَّذِيْ قُتِلَ فِيْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ فِيْمَا قُتِلْتَ فَيَقُوْلُ اُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتّٰى قُتِلْتُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ كَذِبْتَ وَتَقُوْلُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذِبْتَ وَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ بَلْ اَرَدْتَ اَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَرِىٌّ فَقَدْ قِيْلَ ذَالِكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اُولٰئِكَ الثَّلَاثَةُ اَوَّلُ خَلْقِ اللّٰهِ تَسْعَرُ بِهِمِ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ –

হাদীস নং-২৭। নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের নিকট তাদের বিষয় মীমাংসা করার জন্য অবতরন করবেন। আর প্রত্যেক ব্যক্তি সে দিন হাটু গেড়ে বসবে। তৎপর সর্বপ্রথম যাকে ডাকা হবে সে ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন (স্বীয় অন্তরে) জমা করছিল; অতঃপর সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে নিহত হয়ে ছিল, তারপর সেই ব্যক্তি, যে প্রচুর ধনের অধিকারী ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ কুরআনের পাঠককে জিজ্ঞেস করবেন, "আমি কি তোমাকে উহা শিক্ষা দেইনি, যা আমার রাসূলের উপর নাযিল করেছিলাম?" সে বলবে, "আমি দিবা- রাত্রি উহার উপর কায়েম রয়েছি।" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলেছ।" ফেরেশতাগণও বলবে, "তুমি মিথ্যা বলেছ।" আল্লাহ্ তাকে বলবেন, "বরং তুমি চেয়েছিলে যেন বলা হয় অমুক ব্যক্তি একজন ক্বারী। অতএব ইহা তোমাকে বলা হয়েছে"।

অতঃপর ধনের অধিকারী ব্যক্তিকে আনা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে বলবেন, "আমি কি তোমাকে প্রচুর ধন দেইনি?" এমন কি তোমাকে কারো মুখাপেক্ষী পর্যন্ত করিনি।" সে বলবে, "হ্যাঁ, হে আমার প্রভু! আল্লাহ্ বলবেন, "তা হলে আমি তোমাকে যা দিয়েছিলাম উহা দ্বারা তুমি কি আমল করেছ?" সে বলিব, "আমি আত্মীয়তা বজায় রেখেছি। এবং দান-খয়রাত করেছি।" তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ।" আর ফেরেশতা গণও তাকে বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছ।" আর আল্লাহ্ তাকে বলবেন, -"বরং তুমি চেয়েছিলে যেন বলা হয়,-অমুক ব্যক্তি দানশীল। অতঃপর তোমাকে ইহা বলা হয়েছে।"

অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাকে আনা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাস করবেন, "তুমি কিসে নিহত হয়েছিলে?" সে বলবে, "আমাকে তোমার রাস্তায় জিহাদ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিল, তারপর আমি লড়াই করতে করতে নিহত হয়েছিলাম।" তখন আল্লাহ্ তাকে বলবেন "তুমি মিথ্যা বলেছ"। আর ফেরেশতাগণ তাকে বলবে, "তুমি মিথ্যা বলেছ"। আর আল্লাহ্ তাকে বলবেন, "বরং তুমি চেয়েছিলে যেন বলা হয় অমুক ব্যক্তি একজন সাহসী লোক। অতএব তোমাকে ইহা বলা হয়েছে।" হুযূর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "হে আবূ হুরায়রা! এই তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র সর্বপ্রথম সৃষ্টি, যাহাদিগকে জাহান্নামের আগুনে কিয়ামতের দিন দগ্ধ করবে।" ইবনুল মুবারাক ইহা আবূ হুরায়রা (রদি.)- এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٢٨) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنِّىْ لَسْتُ عَلٰى كُلِّ كَلاَمِ الْحَكِيْمِ اَقْبَلُ وَ لٰكِنْ اَقْبَلُ عَلٰى هَمِّهٖ وَ هَوَاهُ فَاِنْ كَانَ هَمُّهُ وَ هَوَاهُ فِيْمَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَ يَرْضٰى جَعَلْتُ هَمَّهُ حَمْدَ اللّٰهِ وَوَقَارًا وَ اِنْ لَّمْ يَتَكَلَّمْ - اَخْرَجَهُ هَمْزَةُ السَّهْمِىُّ عَنِ الْمُهَاجِرِبْنِ حَبِيْبٍ -

হাদীস নং-২৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি তো কোন জ্ঞানী ব্যক্তির কথাই কবূল করি না; বরং আমি তার উদ্দেশ্য ও কামনা কবূল করি। অতঃপর যদি তার অভিলাষ ও কামনা আল্লাহ্ যা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন তাই হয়; তবে তার উদ্দেশ্যকে আমি আমার প্রশংসা ও মর্যাদায় পরিবর্তিত করি, যদি সে কথা সে না-ও বলে। হামযাহ্ সাহ্সী ইহা মুহাজির ইবনে হাবীব (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (এই হাদীস ইহাই বুঝায় যে, আল্লাহ্র নিকট কোন বাগ্মীর বাক পটুতার বিশেষ কোন মূল্য নেই। রিযা দ্বারা তাঁকে প্রতারিত করা যাবে না। কারণ কারো অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তাঁর পছন্দসই হলে তিনি সেই ব্যক্তিকেও পুরস্কার লাভের উপযোগী করে তোলেন।)

তকদীর প্রসঙ্গ

(٢٩) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَخَذَ ذُرِّيَّةَ اٰدَمَ مِنْ ظَهْرِهٖ ثُمَّ اَشْهَدَ هُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى ثُمَّ اَفَاضَ بِهِمْ فِىْ كَفَّيْهِ فَقَالَ هٰؤُلاَءِ فِى الْجَنَّةِ وَ هٰؤُلاَءِ فِى النَّارِ فَاَهْلُ الْجَنَّةِ مُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ اَهْلُ النَّارِ مُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ - اَخْرَجَهُ الْبَزَّازُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ -

হাদীস নং-২৯। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আদমের সন্তান-সন্ততিকে তাঁর পিঠ হতে বের করলেন, তৎপর তাদেরকেই তাদের নিজের ব্যাপারে সাক্ষী করে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?" তারা বলল, "হ্যাঁ" তৎপর তিনি তাদেরকে তাঁর দুই হাতের তালুতে সঞ্চালিত করলেন এবং বললেন, "ইহারা জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর ইহারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তৎপর জান্নাতবাসীদের জন্য তাদের আমল সহজ করে দেয়া হবে।" বাযযাজ ইহা হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(৩০) خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى الْخَلْقَ وَ قَضَى الْقَضِيَّةَ وَ اَخَذَ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ وَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ فَاَخَذَ اَهْلَ الْيَمِيْنِ بِيَمِيْنِهِ وَ اَخَذَ اَهْلَ الشِّمَالِ بِيَدِهِ الْاُخْرٰى وَ كِلْتَا يَدَيِ الرَّحْمَانِ عَزَّ وَ جَلَّ يَمِيْنٌ فَقَالَ يَا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ فَاسْتَجَابُوْا لَهُ فَقَالُوْا لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ قَالَ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوْا بَلٰى فَقَالُوْا لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ فَخَلَطَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ رَبِّ لِمَا خَلَطْتَ بَيْنَنَا قَالَ لَهُمْ اَعْمَالٌ مِنْ دُوْنِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُوْنَ اَنْ يَّقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ ثُمَّ رَدَّهُمْ فِيْ صُلْبِ اٰدَمَ فَاَهْلُ الْجَنَّةِ اَهْلُهَا وَ اَهْلُ النَّارِ اَهْلُهَا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الْاَعْمَالُ قَالَ يَعْمَلُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ - اَخْرَجَهُ عَبْدُبْنُ حَمِيْدٍ وَ الْحَاكِمُ وَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

হাদীস নং-৩০। আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকে পয়দা করলেন এবং প্রত্যেকের বিষয় মীমাংসা করে দিলেন, আর নবীদের নিকট হতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি লইলেন। তখন আল্লাহ্র আরশ পানির উপর ছিল। তৎপর যারা ডানদিকের উপযোগী তাদেরকে ডান হাতে এবং যারা বাম হাতের উপযোগী তাদেরকে তাঁর অন্য হাতে লইলেন, আর মহান ও প্রতাপশালী করুণাময়ের উভয় হাতই ডান হাত; তারপর তিনি বললেন, "হে ডানহাতে অবস্থিত ব্যক্তিগণ!" তখন তারা উত্তর দিল ও বলল, "আমরা উপস্থিত আছি, হে আমাদের প্রভু এবং আপনার (প্রদত্ত) মঙ্গল কামনা করি।" তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদের প্রভু নহি?" তারা বলল, "হ্যাঁ"। তিনি বললেন, "হে বাম হাতে অবস্থিত ব্যক্তিগণ!" তারা উত্তর দিল ও বলল, "আমারা উপস্থিত আছি হে আমাদের প্রভু, আপনার (প্রদত্ত) মঙ্গল হউক"" তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদের প্রভু নহি?" তারা বলল, "হ্যাঁ" তৎপর তিনি তাদের একদলকে

অন্যের সাথে একত্রে মিলিত করে দিলেন। তৎপর তাদের মধ্য হতে জনৈক প্রশ্নকারী বলল, "হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে কেন মিলাইয়া দিলেন?" তখন তিনি বললেন, "তাদের এই আমল ছাড়া আরো আমল আছে যা তারা করছে। (ইহা ছাড়া)- কিয়ামতের দিন যেন উহারা বলিতে না পারে, আমরা এসম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলাম। তৎপর, তিনি তাদেরকে পুনরায় আদমের পিঠে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর বেহেশতের অধিবাসিগণ বেহেশতের উপযোগী হলো এবং জাহান্নামের অধিবাসিগণ জাহান্নামের উপযোগী হলো। (তখন) প্রশ্ন করা হলো, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা হলে আমলের অর্থ কি? তিনি বললেন, "প্রত্যেক সম্প্রদায় স্বীয় অবস্থা অনুসারে আমল করবে।" আবদ ইবনে হামিদ, হাকেম ও তিরমিযী আবূ উমামাহ (রদি.)-এর সূত্রে উহা বর্ণনা করেছেন।

(٣١) اِنَّ اَوَّلَ شَئْىٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا لاَ شَرِيْكَ لِىْ اِنَّهُ

مَنِ اسْتَسْلَمَ لِقَضَائِىْ وَ صَبَرَ عَلٰى بِلاَئِىْ وَ رَضِىَ بِحُكْمِىْ كَتَبْتُهُ

صِدِّيْقًا وَ بَعَثْتُهُ مَعَ الصِّدِّيْقِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - اَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ

عَنْ عَلِىٍّ -

হাদীস নং-৩১। নিশ্চয়ই, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া ত'আলা লাওহে মাহফুজে যা কিছু লিখিয়াছেন উহা, "পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করতেছি, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আমার কোন অংশীদার নেই, যে ব্যক্তি আমার মীমাংসার নিকট আত্মসর্পণ করেছে, আমার কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করেছে এবং আমার শাসনে তুষ্ট রয়েছে, আমি তাকে সত্যবাদীরূপে লিপিবদ্ধ করেছি; এবং তাকে কিয়ামতের দিন সত্যবাদীদের সঙ্গে পুনর্জীবিত করব।" ইবনুন নাজ্জার ইহা আলী (রদি.)- এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٣٢) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّابُّ الْمُؤْمِنُ بِقَدْرِى الرَّاضِىْ بِكِتَابِى

الْقَانِعُ بِرِزْقِى التَّارِكُ لِشَهْوَتِهِ مِنْ اَجْلِىْ هُوَ عِنْدِىْ كَبَعْضِ مَلاَئِكَتِىْ

- اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -

হাদীস নং-৩২। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, "যে তরুণ আমার নির্ধারিত তকদীরে বিশ্বাসী আর আমার নির্ধারিত লেখনীতে সন্তুষ্ট, আমার দেয়া জীবনোপকরণে তৃপ্ত এবং আমার খাতিরে প্রবৃত্তির কামনা পরিত্যাগী, সে আমার নিকট কোনো কোনো ফেরেশতার মত।" দায়লামী ইহা ইবনে উমর (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (এই হাদীসে তকদীরে বিশ্বাসের সঙ্গে উত্তম আমলকে যেভাবে একত্রে গ্রথিত করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তকদীরের নিয়ন্ত্রণে আমলের বিস্তর প্রভাব রয়েছে। উপরন্তু কাজ করা হবে অথচ উহার ফল আসবে না, ইহা অস্বাভাবিক।)

(٣٣) اَتَانِىْ جِبْرَائِيْلُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّ رَبَّكَ يَقْرَؤُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ لَكَ اِنَّ مِنْ عِبَادِىْ مَنْ لاَ يَصْلُحُ اِيْمَانُهُ اِلاَّ بِالْغِنٰى وَ لَوْ اَفْقَرْتُهُ لَكَفَرَ وَ اِنَّ مِنْ عِبَادِىْ مَنْ لاَّ يَصْلُحُ اِيْمَانُهُ اِلاَّ بِالْفَقْرِ وَلَوْ اَغْنَيْتُهُ لَكَفَرَ وَ اِنَّ مِنْ عِبَادِىْ مَنْ لاَّ يَصْلُحُ اِيْمَانُهُ اِلاَّ بِالسُّقْمِ وَ لَوْ اَصْحَحْتُهُ لَكَفَرَ وَ اِنَّ مِنْ عِبَادِىْ مَنْ لاَّ يَصْلُحُ اِيْمَانُهُ اِلاَّ بِالصِّحَّةِ وَ لَوْ اَسْقَمْتُهُ لَكَفَرَ - اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ عَنْ عُمَرَ -

হাদীস নং-৩৩। জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসিলেন এবং বললেন, "হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের মধ্যে এরূপ বান্দাও আছে, ঐশ্বর্য ব্যতীত যার ঈমান ঠিক থাকে না । যদি তাকে গরীব করে দেই, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর নিশ্চয় আমার বান্দাদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি আছে, দারিদ্র ভিন্ন যার ঈমান ঠিক থাকে না। যদি আমি তাকে ধনী করে দেই, তবে নিশ্চয়ই সে কাফির হয়ে যাবে। আর আমার বান্দাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ ব্যক্তি আছে, পীড়া ব্যতীত যার ঈমান ঠিক থাকে না। তাকে যদি সুস্থতা দান করি তবে নিশ্চয়ই সে কাফির হয়ে যাবে। আর নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি আছে, স্বাস্থ্য ব্যতীত যার ঈমান ঠিক থাকে না। যদি তাকে রুগ্ন বানিয়ে দেই, তবে নিশ্চয় সে কাফির হবে। খতীব ইহা উমর (রদি.)- এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٣٤) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ لَّمْ يَرْضَ بِقَضَائِىْ وَ لَمْ يَصْبِرْ عَلٰى بَلَائِىْ فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَائِىْ - اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنْ سَعِيْدِبْنِ زِيَادٍ -

হাদীস নং-৩৪। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার নির্ধারিত ভাগ্যে সন্তুষ্ট নয়, আর আমার অগ্নি পরীক্ষায় ধৈর্য ধরিতে পারে না, তার উচিত সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য প্রতিপালক অনুসন্ধান করে লয়।" তিবরানী ইহা সাঈদ ইবনে যিয়াদ (রদিঃ)-এর সূত্র বর্ণনা করেছেন। (এই হাদীসে যারা ভাগ্যলিপিতে বিশ্বাস করে না, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ কঠোর সতর্কবানী উচ্চারণ করেছেন।)

(٣٥) قَالَ لِىْ جِبْرَائِيْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا مُحَمَّدُ مَنْ اٰمَنَ بِىْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا غَيْرِىْ - اَخْرَجَهُ الشِّيْرَازِىُّ عَنْ عَلِيٍّ -

হাদীস নং-৩৫। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনিয়াছে, অথচ আমার দ্বারা ভাল-মন্দ নিয়ন্ত্রণে (তকদীরে) বিশ্বাস করে না, সে যেন আমাকে ব্যতীত অন্য একজন প্রভু তালাশ করে লয়।" শিরাযী ইহা আলী (রদিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ

(٣٦) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ اِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهٗ وَ اِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهٗ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ -

হাদীস নং-৩৬। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার সাথে আছি। যদি সে আমার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে উহা তারই সঙ্গে থাকবে।" আহমদ ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٣٧) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ اِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَ اِنْ ظَنَّ شَرًّا فَشَرٌّ - اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنْ وَاثِلَةَ -

হাদীস নং-৩৭। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমার সম্পর্কে বান্দাদের ধারণার সঙ্গে আমি আছি। যদি কেহ ভাল ধারণা পোষণ করে, তবে উহা তার জন্য ভাল। আর যদি সে মন্দ ধারণা পোষণ করে, তবে উহা তার মন্দ।" তিবরানী ইহা ওয়াসিল (রদিঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٣٨) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَبْدِىْ اَنَا عِنْدَ ظَنِّكَ بِىْ اَنَا مَعَكَ اِذَا دَعَوْتَنِىْ - اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَنَسٍ -

হাদীস নং-৩৮। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে আমার বান্দা! আমি আমার প্রতি তোমার ধারণার সাথে আছি। তুমি যখন আমাকে ডাক, তখন আমি তোমার সঙ্গে অবস্থান করি।" হাকেম ইহা আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٣٩) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَ اَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَ اِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَ اِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَ اِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ -

হাদীস নং-৩৯। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, "আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার সঙ্গে আছি। আর যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তারই সঙ্গে থাকি। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে যদি আমাকে কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্মরণ করে, আমি তাকে উহার চেয়ে অধিকতর উত্তম সম্প্রদায়ের মধ্যে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হয়, তবে আমি তার দিকে এক গজ নিকটবর্তী হই। আর সে যদি আমার দিকে হাঁটিয়া আসে, তবে আমি তার দিকে দৌঁড়াইয়া অগ্রসর হই।" আহমদ ও শায়খাইন ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (অধিকতর উত্তম সম্প্রদায় অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় ফেরেশতামন্ডলী। এই হাদীস থেকে

ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বান্দা আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে যেরূপ উদ্যোগী, মহান আল্লাহ্‌ও তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ততোধিক উদ্যোগী।)

(٤٠) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِبْنُ اٰدَمَ قُمْ اِلَيَّ اَمْشِيْ اِلَيْكَ وَامْشِ اِلَيَّ اُهَرْوِلُ اِلَيْكَ اِبْنَ اٰدَمَ اِنْ دَنَوْتُ مِنِّيْ شِبْرًا دَنَوْتُ مِنْكَ ذِرَاعًا وَ اِنْ دَنَوْتُ مِنِّيْ ذِرَاعًا دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعًا – اِبْنَ اٰدَمَ اِنْ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ تَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَكَ حَسَنَةً وَ اِنْ عَمِلْتَهَا كَتَبْتُهَا لَكَ عَشْرًا وَ اِنْ هَمَمْتَ بِسَيِّئَةٍ فَحَجَزَكَ عَنْهَا هَيْبَتِيْ كَتَبْتُهَا لَكَ حَسَنَةً وَ اِنْ عَمِلْتَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً – اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ –

হাদীস নং-৪০। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার নিকট আসার জন্য দাঁড়াও, যেন আমি তোমার নিকট আসার জন্য হাঁটতে শুরু করি। আর তুমি আমার নিকট আসার জন্য হাঁটো যেন আমি তোমার নিকট তাড়াতাড়ি আসতে পারি। হে আদম সন্তান!যদি তুমি আমার এক বিঘত নিকটবর্তী হও, তবে আমি তোমার একহাত নিকটবর্তী হই, আর তুমি যদি আমার দিকে একহাত পরিমাণ এগিয়ে আস, আমি তোমার দিকে একগজ এগিয়ে আসি। হে আদমের সন্তান! তুমি যখন মনে মনে কোন ভাল কাজ করার কথা বল, কিন্তু তখনও তুমি উহা করনি, আমি তোমার স্বপক্ষে একটি সওয়াব লিখি। আর যখন তুমি উহা করে ফেল, তখন উহার বদলে আমি তোমার জন্য দশটি সওয়াব লিখি। যখন তুমি কোন গুনাহ করার ইচ্ছা পোষণ কর, তারপর আমার ভয় তোমাকে উহা হতে বিরত রাখে, তখন আমি উহার বদলে তোমার জন্য একটি সওয়াব লিখি। আর যখন তুমি উহা কার্যে পরিণত কর, আমি উহার বদলে তোমার জন্য একটি গুনাহ লিখি।" হাকেম ইহা আবূ যর (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٤١) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَسْتُ بِنَاظِرٍ فِيْ حَقِّ عَبْدِيْ حَتّٰى يَنْظُرَ عَبْدِيْ حَقِّيْ – اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –

হাদীস নং-৪১। মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেন, "আমি আমার বান্দার কোন অধিকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করি না– যে পর্যন্ত আমার বান্দা আমার অধিকার রক্ষণে তৎপর না হয়।" তিবরানী ইহা ইবনে আব্বাস (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٤٢) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِذَا اَحَبَّ عَبْدِیْ لِقَائِیْ اَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَ اِذَا كَرِهَ لِقَائِیْ كَرِهْتُ لِقَاءَهُ – اَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَ الْبُخَارِیُّ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ –

হাদীস নং-৪২। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "যখন আমার বান্দা আমার সাক্ষাত ভালবাসে, আমিও তার সাক্ষাত ভালবাসি। আর যখন সে আমার সাক্ষাত ঘৃণা করে, আমিও তার সাক্ষাত ঘৃণা করি।" মালিক ও বুখারী উহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (যার সম্বন্ধে উত্তম অভিমত পোষণ করা হয় তার সাক্ষাত মানুষ লাভ করতে চায়। অতএব যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করে, সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাত ভাল করতে চাইবে।)

(٤٣) اِنْ شِئْتُكُمْ اَنْبَأْتُكُمْ مَا اَنَّ مَا یَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ اَوَّلُ مَا یَقُوْلُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ یَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِیْنَ هَلْ اَحْبَبْتُمْ لِقَائِیْ فَیَقُوْلُوْنَ نَعَمْ یَا رَبَّنَا فَیَقُوْلُوْنَ لِمَ فَیَقُوْلُوْنَ رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَ مَغْفِرَتَكَ فَیَقُوْلُ فَقَدْ اَوْجَبْتُ لَكُمْ عَفْوِیْ وَ مَغْفِرَتِیْ – اَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُعَاذٍ –

হাদীস নং-৪৩। যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদিগকে বলতে পারি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের সঙ্গে সর্বপ্রথম কি কথা বলবেন এবং মু'মিনগণ সর্বপ্রথম কি বলবে? অতঃপর আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মু'মিনদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "তোমরা কি আমার সাক্ষাত লাভ করার কামনা করছ?" তারা উত্তর দিবে, "হ্যাঁ" হে আমাদের প্রভু!" আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন, "কি জন্য?" তারা বলবে, "আমরা আপনার ক্ষমা ও মাগফিরাত আশা করছিলাম।" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া আমার উপর ওয়াজিব করলাম।" ইবনুল মুবারক ইহা মুয়ায (রদি.)- এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٤٤) اَسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰى نَفْسِهٖ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصٰى بَنِيْهِ فَقَالَ اِذَا اَنَا مِتُّ فَاَحْرِقُوْنِىْ ثُمَّ اَمْحِقُوْنِىْ ثُمَّ ذَرُوْنِىْ فِى الْبَحْرِ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَىَّ رَبِّىْ لَيُعَذِّبَنِىْ عَذَابًا عَذَّبَ اَحَدًا فَفَعَلُوْا ذَالِكَ بِهٖ فَقَالَ اللّٰهُ لِلاَرْضِ اَدِّىْ مَا اَخَذْتِ فَاِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ فَغَفَرَ لَه بِذَالِكَ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الْبُخَارِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ -

হাদীস নং-৪৪। কোন এক ব্যক্তি তার নিজের উপর অমিতাচার করছিল। অতঃপর যখন তার নিকট মৃত্যু উপস্থিত হলো, সে তার ছেলেদেরকে উপদেশ দিয়ে বলল, "আমি যখন মরে যাব, তখন আমাকে তোমরা পুড়ে ফেলবে। অতঃপর আমাকে মিহি গুঁড়ায় পরিণত করবে। তারপর আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্‌র শপথ। যদি আমার প্রভু, আমাকে কাবুতে পান (ধরিতে পারেন), তবে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে এরূপ শাস্তি দিবেন, যা তিনি অন্য কাউকেও দেননি।" অতএব তারা তার ব্যাপারে উহাই করল। তারপর আল্লাহ্ যমীনকে আদেশ করলেন,"তুমি যা গ্রহণ করেছ উহা ফিরিয়ে দাও।' তৎক্ষনাৎ সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখে এসে দাঁড়াল। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যা করেছ, উহা কিসের তাড়নায় করলে?" সে বলল, "তোমার ভয়ে, হে আমার প্রভু!" আল্লাহ্ উহাতে তাকে ক্ষমা করলেন। আহমদ ও বুখারী ইহা হুরায়রা (রদি.)- এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٤٥) اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ فَرَغَ اللّٰهُ مِنْ قَضَاءِ الْخَلْقِ فَيَبْقَى رَجُلاَنِ فَيُؤْمَرُ بِهِمَا اِلَى النَّارِ فَيَلْتَفِتُ اَحَدُهُمَا فَيَقُوْلُ الْجَبَّارُ تَعَالٰى رُدُّوْهُ فَيَرُدُّوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَهُ لِمَ الْتَفَتَّ فَيَقُوْلُ كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ تُدْخِلَنِىَ الْجَنَّةَ فَيُؤْمَرُ بِهٖ اِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ لَقَدْ اَعْطَانِىَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ حَتّٰى لَوْ اَطْعَمْتُ اَهْلَ الْجَنَّةِ مَا نَقَصَ مَا عِنْدِىْ شَيْئًا - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -

হাদীস নং-৪৫। যখন কিয়ামতের দিন আসবে এবং আল্লাহ্ সমুদয় সৃষ্টির মীমাংসা শেষ করবেন, তখন শুধু দুই ব্যক্তি অবশিষ্ট থেকে যাবে। এই দুইজনকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে। তাদের একজন বারবার পিছনে ফিরিয়া তাকাইবে। তখন মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, "তাকে ফিরাইয়া আন।" তার ফেরেশতাগণ) তাকে ফিরিয়ে আনবেন। তখন আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন "কেন তুমি ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলে?" সে উত্তরে বলবে, "আমি আশা করছিলাম, আপনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" অতএব তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবার আদেশ দেয়া হবে। তখন সে বলবে, মহান প্রতাপশালী আল্লাহ্ আমাকে এত ঐশ্বর্য দান করেছেন যে, আমি যদি সমুদয় জান্নাতবাসীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াই তবুও আমার নিকট যে সম্পদ আছে উহাতে কোন ঘাটতি পড়িবে না।" আহমদ উবাদাহ ইবনে সামিত (রদি.)-এর সূত্রে নকল করেছেন।

(٤٦) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَمْ يَتَقَرَّبِ الْمُتَقَرِّبُوْنَ اِلَيَّ بِمِثْلِ الْوَرْعِ -

اَخْرَجَهُ اَبُو الشَّيْخِ -

হাদীস নং-৪৬। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমার নৈকট্য লাভকারিগণ ধর্ম নিষ্ঠার মত অন্য কিছুর সাহায্যে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না।" আবুশ শায়খ ইহা নকল করেছেন।

(٤٧) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَ اَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِيْ وَ اللّٰهِ لِلّٰهِ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَ مَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَ مَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَ اِذَا اَقْبَلَ اِلَيَّ يَمْشِيْ اَقْبَلْتُ اِلَيْهِ اُهَرْوِلُ -

اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ -

হাদীস নং-৪৭। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমার সম্পর্কে বান্দার যে ধারণা রয়েছে, আমি তার সঙ্গেই অবস্থান করি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গেই থাকি।" রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্র শপথ, তোমাদের তওবাতে আল্লাহ্ তদ্রূপ আনন্দিত হন, তোমরা

মরুভূমিতে হারাইয়া যাওয়া তোমাদের কোন প্রাণী ফিরিয়া পাইলে যেরূপ আনন্দিত হও। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একগজ অগ্রসর হই; আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, তখন আমি দ্রুতগতিতে তার দিকে অগ্রসর হই। মুসলিম ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

(٤٨) اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ اَحَبَّ عِبَادَةِ عَبْدِىْ اِلَىَّ النَّصِيْحَةُ – اَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ –

হাদীস নং-৪৮। নিশ্চয়ই মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, "আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ইবাদত আমার বান্দার অকৃত্রিম অনুতাপ।" ইবনু আসাকির আবূ উমামাহ (রদিঃ) সূত্রে ইহা নকল করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার যিকির

(٤٩) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اُذْكُرُوْنِىْ بِطَاعَتِىْ اَذْكُرُكُمْ بِمَغْفِرَتِىْ فَمَنْ ذَكَرَنِىْ وَ هُوَ مُطِيْعٌ لِّىْ فَحَقٌّ عَلَىَّ اَنْ اَذْكُرَهُ مِنِّىْ بِمَغْفِرَتِىْ وَ مَنْ ذَكَرَنِىْ وَ هُوَ بِىْ عَاصٍ فَحَقٌّ عَلَىَّ اَنْ اَذْكُرَهُ بِمَقْتٍ – اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَبِىْ هِنْدِ الدَّارِىِّ – ٠

হাদীস নং-৪৯। মহান ও ক্ষমতাবান আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা আমাকে আনুগত্যের সঙ্গে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা সহকারে স্মরণ করব। যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে সেই সঙ্গে যদি আমার আদেশ পালনকারী হয়, তবে আমার উপর কর্তব্য হয়ে পড়ে, আমি যেন তাকে ক্ষমা সহকারে স্মরণ করি। আর যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে- অথচ সে আমার অবাধ্য, আমার উপর কর্তব্য হয়ে পড়ে, যেন আমি তাকে ঘৃণার সহিত স্মরণ করি।" দায়লামী ইহা আবী হিন্দ দওয়ারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٥٠) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْنَ اٰدَمَ اُذْكُرْنِىْ بَعْدَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً اَكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا – اَخْرَجَهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ –

হাদীস নং-৫০। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে আদম সন্তান! ফজর ও আসরের নামাযের পর কিছুক্ষণের জন্য আমাকে স্মরণ করো। তা হলে উভয় নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে আমি তোমার সহায়তা করব।" আবূ নুয়াইম আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে ইহা বর্ণনা করেছেন।

(٥١) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِىْ مَا ذَكَرَنِىْ وَ تَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ -

হাদীস নং-৫১। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি আমার বান্দার সঙ্গে থাকি। যতক্ষণ সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার যিকিরের মধ্যে তার উভয় ঠোঁট নড়াচড়া করে।" আহমদ উহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (এই মর্মের হাদীস আবুদ্ দারদা (রদিঃ) হতেও বর্ণিত হয়েছে)।

(٥٢) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِىْ عَنْ مَسْئَلَتِىْ اُعْطِيْهِ قَبْلَ اَنْ يَّسْأَلَنِىْ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ -

হাদীস নং-৫২। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমার যিকির যাকে এভাবে মশগুল রাখে যে, সে আমার নিকট তার কাম্যবস্তু চাহিবারও অবকাশ পায় না, আমি তার প্রয়োজন যাঞ্চা করার পূর্বেই তাকে দিয়ে থাকি।" আবূ নুয়াইম ইহা হুযাইফা (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٥٣) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا ذَكَرَنِىْ عَبْدِىْ خَالِيًا ذَكَرْتُهُ خَالِيًا وَ اِذَا ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنَ الْمَلَاءِ الَّذِىْ ذَكَرَنِىْ فِيْهِ اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -

হাদীস নং-৫৩। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "যখন আমার বান্দা আমাকে নির্জনে স্মরণ করে, আমিও তাকে নির্জনে স্মরণ করি। আর যখন সে আমাকে কোন জামাতের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাকে এমন এক জামাতের মধ্যে স্মরণ করি, যা তার সেই জামাতের চেয়ে উত্তম- যার মধ্যে সে আমাকে স্মরণ করেছিল।" তিবরানী ইহা ইবনে আব্বাস (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٥٤) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا ذَكَرْتَنِىْ شَكَرْتَنِىْ وَ مَا نَسِيْتَنِىْ كَفَرْتَنِىْ - اَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِيْنٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ -

হাদীস নং-৫৪। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমার যিকির কর ততক্ষণ তুমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যতক্ষণ তুমি আমাকে ভুলিয়া থাক ততক্ষণ তুমি আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ থাক।" ইবনে শাহীন ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে নকল করেছেন।

(٥٥) قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ مَنْ ذَكَرَنِىْ حِيْنَ يَغْضَبُ ذَكَرْتُهُ حِيْنَ اَغْضَبُ وَ لَا اَمْحَقُهُ فِيْمَنْ اَمْحَقُ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَنَسٍ -

হাদীস নং-৫৫। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাগান্বিত হওয়ার মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে রাগান্বিত হওয়ার সময় স্মরণ করব এবং যাদেরকে আমি ধ্বংস করব, তাকে তাদের পর্যায়ভুক্ত করব না।" দায়লামী ইহা আনাস (রদিঃ) হতে নকল করেছেন। (মানুষ আল্লাহর মহত্ত্বের কথা স্মরণ করে ক্রোধ সংবরণ করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ স্বীয় ক্রোধ সংবরণ করে তার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করবেন এবং তাকে জাহান্নামের ধ্বংস হতে রক্ষা করবেন। অনুরূপ অর্থের হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রদিঃ) হতেও ইবনে শাহীন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।)

(٥٦) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِىْ عَنْ مَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ - اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ جَابِرٍ -

হাদীস নং-৫৬। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমার যিকির যাকে এরূপভাবে মশগুল রাখে যে, সে আমার নিকট কিছু চাইবার অবকাশ পায় না, তাকে আমি এমন বস্তু দান করব, যা যাচ্ঞাকারীদের প্রাপ্য বস্তু হতেও উত্তম।" বুখারী ইহা জাবির (রদিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

(৫৭) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ فَضْلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِكُمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْاَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَ هُوَ اَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَ يُكَبِّرُوْنَكَ وَ يُحَمِّدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَاَوْنِىْ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ وَ اللّٰهِ مَا رَاَوْكَ فَيَقُوْلُ كَيْفَ لَوْ رَاَوْنِىْ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْكَ كَانُوْا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَ اَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَ اَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا فَيَقُوْلُ فَمَا ذَا يَسْاَلُوْنِىْ فَيَقُوْلُوْنَ يَسْاَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لاَ وَ اللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْهَا فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَ اَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَ اَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هَلْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لاَ وَ اللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْهَا فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَ اَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً فَيَقُوْلُ فَاُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُوْلُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فِيْهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُ هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ – اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ –

হাদীস নং-৫৭। নিশ্চয় পৃথিবীতে বিচরণকারী আল্লাহ্ তা'আলার একদল ফেরেশতা আছে, যারা মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধ করে এবং তারা পথে পথে আল্লাহ্র যিকিরকারীদেরকেও অনুসন্ধান করে ফিরে। অতঃপর যখন তারা কোন সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র যিকিরে নিয়োজিত পায়, তখন উচ্চস্বরে একে অন্যকে ডেকে বলে, - "আস, তোমরা যা অনুসন্ধান করছে তা এখানে আছে।" তারপর তারা তাদের পাখাদ্বারা তাদেরকে নিকটতম আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত বেষ্টন করে লয়। তখন তাদের প্রভু তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, - অথচ তিনি তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞাত, - "আমার বান্দাগণ কি বলে?" তখন তারা বলে, "(হে প্রভু!) তারা তোমার পবিত্রতা, তোমার মহত্ত্ব, তোমার প্রশংসা ও তোমার মর্যাদা বর্ণনা করছে।" তখন আল্লাহ্ বলেন, "তারা কি আমাকে দেখেছে?" তারা নিবেদন করে, "না" আল্লাহ্ শপথ, তারা তোমাকে দেখেনি।" আল্লাহ্ বলেন, "যদি তারা আমাকে দেখত, তবে কি অবস্থা হত?" ফেরেশতারা বলে, "যদি তারা আমাাকে দেখত তবে তোমার উপাসনা করতো, তোমার মর্যাদা বর্ণনা ও তোমার পবিত্রতার ঘোষণা আরও বেশি করে করত।" তখন আল্লাহ্ বলেন, "তারা আমার নিকট কি চায়?" ফেরেশতাগণ আরয করে, "তারা তোমার নিকট জান্নাত কামনা করে।" তখন আল্লাহ্ বলেন, "তারা কি উহা দেখেছে." ফেরেশতাগণ আরয করে, 'না' আল্লাহ্র শপথ, হে প্রভু! তারা উহা দেখেনি। তখন আল্লাহ্ বলেন, "যদি তারা উহা দেখত তবে তারা বেহেশতকে আরো কামনা করত, উহার অধিক খোঁজ করত এবং উহাতে আরো বেশি আগ্রহান্বিত হত।" আল্লাহ্ বলেন, "এই বান্দাগণ কি বস্তু হতে আশ্রয় চাচ্ছে." তারা বলে, "জাহান্নাম হতে ।" মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তখন বলেন, "তারা কি উহা দেখেছে?" তারা বলে, 'না' আল্লাহ্র শপথ, হে প্রভু! তারা উহা দেখেনি।" আল্লাহ্ বলেন, "তাদের কিরূপ অবস্থা হত যদি তারা উহা দেখত." তখন তারা আরয করে, "যদি তারা উহা দেখত তবে উহা হতে আরও অধিক দূরে পালায়ন করত এবং উহাকে আরও বেশি ভয় করত।" তখন আল্লাহ্ বলেন, "আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের মধ্য হতে এক ফেরেশতা বলে, "তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের (যিকিরকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়।' সে কোন প্রয়োজনে তাদের নিকট এসেছিল।" তখন আল্লাহ্ বলেন, "তারা এরূপ এক সম্প্রদায় যে, তাদের সঙ্গে উপবেশনকারীও হতভাগ্য হয় না।" আহমদ ও শায়খাইন আবূ হুরায়রা (রদি.) হতে ইহা নকল করেছেন।

(٥٨) قَالَ مُوْسٰى يَا رَبِّ اَقَرِيْبٌ اَنْتَ فَاُنَاجِيْكَ اَمْ بَعِيْدٌ فَاُنَادِيْكَ فَاِنِّىْ اُحِسُّ حُسْنَ صَوْتِكَ وَ لاَ اَرَاكَ فَاَيْنَ اَنْتَ فَقَالَ اللّٰهُ اَنَا خَلْفَكَ وَاَمَامَكَ وَ عَنْ يَمِيْنِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ يَا مُوْسٰى اَنَا جَلِيْسُ عَبْدِىْ حِيْنَ يَذْكُرُنِىْ وَ اَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِىْ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ ثَوْبَانَ -

হাদীস নং-৫৮। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন, "হে আমার প্রভু! আপনি কি আমার খুব নিকটবর্তী যে, আমি আপনাকে অনুচ্চস্বরে ডাকব, নাকি আমা হতে দূরে যে, উচ্চস্বরে আহ্বান করব? কারণ আমি তো আপনার সুরের মাধুরী অবশ্যই অনুভব করি। কিন্তু আমি আপনাকে দেখি না। তাহলে আপনি কোথায় অবস্থান করেন?" আল্লাহ্ বললেন, "আমি তোমার পেছনে, তোমার সম্মুখে, তোমার ডানে এবং তোমার বামে অবস্থান করি। হে মূসা! আমি আমার বান্দার সঙ্গে উপবিষ্ট থাকি–যখন সে আমার যিকির করে। আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে ডাকে।" দায়লামী উহা সাওবান (রদি.) হতে বর্ণনা করেছেন।

(٥٩) قَالَ مُوْسٰى يَا رَبِّ وُدِدْتُ اَنِّىْ اَعْلَمُ مَنْ تُحِبُّ مِنْ عِبَادِكَ فَاُحِبُّهُ قَالَ اِذَا رَأَيْتَ عَبْدِىْ يُكْثِرُ ذِكْرِىْ فَاَنَا اَنْتُ لَهُ فِىْ ذَالِكَ وَ اَنَا اُحِبُّهُ وَ اِذَا رَأَيْتَ عَبْدِىْ لاَ يَذْكُرُنِىْ فَاَنَا حَجَبْتُهُ عَنْ ذَالِكَ وَ اَنَا اُبْغِضُهُ - اَخْرَجَهُ الدَّارُ قُطْنِىْ عَنْ عُمَرَ (رضى) -

হাদীস নং-৫৯। মূসা (আ) বললেন, "হে আমার প্রভু! আমি চাই যে, তুমি তোমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ভালবাস আমিও যেন তাকে ভালবাসতে পারি।" আল্লাহ্ বললেন, "(হে মূসা), যখন তুমি দেখ যে, আমার কোন বান্দা আমার অত্যাধিক যিকির করছে (তখন বুঝিও) আমি তাকে ইহার তাওফিক দান করছি এবং আমার অনুমতিক্রমেই সে আমার যিকির করছে এবং আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন দেখ যে, আমার কোন বান্দা আমার যিকির করে না, তখন মনে করো আমি তাকে ইহা (আল্লাহ্র যিকির) হতে নিবৃত্ত রেখেছি এবং আমি তার উপর রুষ্ট।" দারু কুতনী ইহা উমর (রদি.) হতে নকল করেছেন।

(٦٠) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِىْ يَوْمًا اَوْ خَافَنِىْ فِىْ مَقَامٍ - اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رَضِىَ)

হাদীস নং-৬০। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমাকে কোন একদিন স্মরণ করছে বা আমাকে কোন এক স্থলে ভয় করছে, তাকে জাহান্নামের আগুন হতে বের কর।" তিরমিযী ইহা আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٦١) يَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيَعْلَمُ اَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مَنْ اَهْلُ الْكَرَمِ قِيْلَ وَ مَنْ اَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَهْلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ فِى الْمَسَاجِدِ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ يَعْلٰى عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) -

হাদীস নং-৬১। কিয়ামতের দিন মহান ও প্রতাপশালী প্রভু বলবেন, "অদ্য অতি সত্বর হাশরের ময়দানের লোকগণ জানতে পারবে কে উচ্চমনা ব্যক্তি।" বলা হলো, "কে উচ্চমনা ব্যক্তি হে আল্লাহ্র রাসূল?" তিনি বললেন, "মসজিদসমূহে আল্লাহ্র যিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণকারিগণ।" আহমদ ও আবূ ইয়ালা ইহা আবূ সাঈদ (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٦٢) اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى يَا مُوْسٰى تُحِبُّ اَنْ اَسْكُنَ مَعَكَ بَيْتَكَ فَخَرَّ لِلّٰهِ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ يَارَبِّ وَ كَيْفَ تَسْكُنُ مَعِىْ بَيْتِىْ فَقَالَ يَا مُوْسٰى اَمَا عَلِمْتَ اَنِّىْ جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِىْ وَ حَيْثُمَا الْتَمَسَنِىْ عَبْدِىْ وَجَدَنِىْ - اَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِيْنَ عَنْ جَابِرٍ (رضى)

হাদীস নং-৬২। আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করলেন, "হে মূসা! তুমি কি চাও যে, আমি তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে বসবাস করি?" ইহা শোনার পর মূসা (আঃ) আল্লাহ্ র উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে গেলেন এবং পরক্ষেণে নিবেদন করলেন, "হে আমার প্রভু!তুমি কিরুপে আমার ঘরে বসবাস করবে?" তৎপর আল্লাহ বললেন, হে, মূসা! তুমি কি জান না, যে ব্যক্তি আমার যিকির করে আমি তার সঙ্গী হই? আর আমার বান্দা যেখানে আমাকে তালাশ করে, সেখানেই সে আমাকে পায়।" ইবনে শাহীন ইহা জাবের (রদি.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও মাগফিরাত

(٦٣) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا هَمَّ عَبْدِىْ بِحَسَنَةٍ وَ لَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَ اِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَ لَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ اَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَّاحِدَةً – اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَ التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) –

হাদীস নং-৬৩। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, "যখন আমার বান্দা কোন একটি নেক কাজ করার সংকল্প করে, কিন্তু তখনও সে তা করেনি, আমি তার জন্য একটি সওয়াব লিখি। আর যদি সে উহা সম্পাদন করে তবে আমি দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব লিখে থাকি। যখন সে কোন গুনাহের কাজ করার সংকল্প করে, কিন্তু তখনও উহা করেনি, আমি তার বিরুদ্ধে কিছুই লিখি না। অতঃপর যদি সে উহা করে তবে আমি উহাতে একটি মাত্র গুনাহ লিপিবদ্ধ করি।" শায়খাইন ও তিরমিযী ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٦٤) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِذَا هَمَّ عَبْدِىْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ سَيِّئَةً فَاِنْ تَابَ مِنْهَا فَامْحُوْهَا عَنْهُ وَ اِذَا هَمَّ عَبْدِىْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِعَشَرَةِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ – اَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) –

হাদীস নং-৬৪। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "হে ফেরেশতাগণ! যখন আমার বান্দা কোন গুনাহ্ করতে মনস্থ করে, কিন্তু তখনও উহা করেনি, তার স্বপক্ষে একটি সওয়াব লিখ। তারপর যদি সে উহা করে বসে তবে তার জন্য একটি গুনাহ লিখ। তারপর যদি সে উহা

হতে তওবা করে, তবে উহা মুছে দাও। আর যখন আমার বান্দা কোন সওয়াবের কাজ করতে মনস্থ করে কিন্তু এখনও উহা করেনি তবে তার জন্য একটি সওয়াব লিখ, অতঃপর যদি সে উহা সম্পাদন করে তবে তার জন্য দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব লিখ।" ইবনে হাব্বান আবূ হুরায়রা (রদিঃ) হতে ইহা বর্ণনা করেছেন।

(٦٥) قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ اَلْحَسَنَةُ بِعَشَرٍ وَ السَّيِّئَةُ بِوَاحِدَةٍ اَوْ اَغْفِرُهَا وَ مَنْ لَقِيْنِىْ بِقِرَابِ الْاَرْضِ ذُنُوْبًا لَقَيْتُهُ بِقِرَابِ الْاَرْضِ مَغْفِرَةً وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ شَئْىٌ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا – اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى)

হাদীস নং-৬৫। তোমাদের মহান ও পরাক্রমশালী প্রভু বলেছেন, "একটি নেক কাজ করলে দশটি সওয়াব লেখা হয় এবং একটি গুনাহের কাজের জন্য একটি গুনাহ্ লিখা হয়। অথবা আমি উহা মাফ করে দেই। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ্ নিয়ে সাক্ষাত করে আমি তাকে পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাত দান করি। আর যে ব্যক্তি কোন একটি নেক কাজ করার সংকল্প করে, কিন্তু তখনও উহা সম্পাদন করেনি, আমি তার জন্য একটি নেকী লিখি। আর যে ব্যক্তি আমার এক বিঘত নিকটবর্তী হয়, আমি তার একহাত নিকটবর্তী হই, আর যে ব্যক্তি আমার একহাত নিকটবর্তী হয়, আমি তার একগজ নিকটে আগাইয়া আসি।" আবূ দাউদ ইহা আবূ যর (রদিঃ)-এর সূত্রে নকল করেছেন। (ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শনজনিত গুনাহে নিমগ্ন থেকেও ঈমানের কারণে আল্লাহ্র রহমত ও মাগফিরাত পাইতে পারে, কিন্তু সৃষ্টির অধিকার খর্ব বা নষ্ট করে যে গুনাহ করা হয় আল্লাহ্ কখনও তা মাফ করেন না।)

(٦٦) قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى يَا عِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَ جَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوْا يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِىْ اَهْدِكُمْ - يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ - يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسِكُمْ يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ اَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِىْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضُرِّىْ فَتَضُرُّوْنِىْ وَ لَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِىْ فَتَنْفَعُوْنِىْ يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَ اٰخِرَكُمْ وَ اِنْسَكُمْ وَ جِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا زَادَ ذَالِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَ اٰخِرَكُمْ وَ اِنْسَكُمْ وَ جِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَا حِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَالِكَ مِنْ مُّلْكِىْ شَيْئًا - يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَ اٰخِرَكُمْ وَ اِنْسَكُمْ وَ جِنَّكُمْ قَامُوْا فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَتَسْاَلُوْنِىْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْئَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَالِكَ مِمَّا عِنْدِىْ اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اِذَا دَخَلَ فِى الْبَحْرِ يَا عِبَادِىْ اِنَّمَا هِىَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَ مَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَالِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ - اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ اَبُوْ عُوَانَةَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) -

হাদীস নং-৬৬। মহত্ত্ব ও কল্যাণের উছীলায় আল্লাহ্ বলেছেন, "হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আমি আমার জন্য যুলুম হারাম করেছি এবার উহা তোমাদের জন্যও হারাম করেছি। অতএব তোমরাও একে অন্যের উপর

যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই ভ্রষ্ট; শুধু সেই ব্যক্তি ছাড়া, যাকে আমি পথ দেখিয়েছি। অতঃপর তোমরা আমার নিকট সৎপথ প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত; শুধু সেই ব্যক্তি ছাড়া যাকে আমি খাওয়ায়েছি। অতএব, তোমরা আমার নিকট খাদ্য প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে খাওয়াব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই উলঙ্গ; শুধু সেই ব্যক্তি ছাড়া যাকে আমি কাপড় পরিধান করাই। অতএব, তোমরা আমার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করব। হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয়ই তোমরা রাতদিন গুনাহ করে থাক, আর আমি যাবতীয় গুনাহ মাফ করতে থাকি। অতএব, তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব। হে আমার বান্দাগণ! আমার ক্ষতি করবে এমন ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং আমার উপকার করার ক্ষমতাও তোমাদের নেই। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল মানব ও জিন তোমাদের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মনিষ্ঠ লোকটির অন্তরের ন্যায় অন্তরবিশিষ্ট হয়ে যায় তাতেও আমার রাজ্যের কিছুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি হবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী তোমাদের মধ্যকার সকল মানব এবং জিন তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে গুনাহগার ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় অন্তরবিশিষ্ট হয়ে যায়, তাতেও আমার রাজ্যের সৌন্দর্য কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও তোমাদের পরবর্তী তোমরা মানব ও জিন সকলে একস্থানে সমবেত হও এবং আমার নিকট নিজ নিজ প্রয়োজন ভিক্ষা কর এবং আমি প্রত্যেকের কাম্য পরিমাণ দান করি, তাতেও আমার নিকট যা আছে তা হতে কিছুই কমবে না; বরং যে পরিমাণ ঘাটতি একটি সুই সমুদ্রে ডুবাইয়া উহা উঠাইলে বাকি থাকে ততটুকু ব্যতীত। হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের আমল যা আমি তোমাদের জন্য হিসাব করে রাখি। আর আমি তোমাদেরকে উহার প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দেব। অতঃপর যে ব্যক্তি প্রতিদানের ফলে উহা প্রাপ্ত হয় তার উচিত সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি উহার ব্যতিক্রম পায়, সে যেন তার নিজেকে ব্যতীত অন্য কাউকেও অভিশাপ না দেয়।" মুসলিম ও আবি উয়ায়না ইহা আবূ যর (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٦٧) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتَ فَسَلُوْنِى الْهُدٰى اَهْدِكُمْ وَ كُلُّكُمْ فَقِيْرٌ اِلاَّ مَنْ اَغْنَيْتُ فَسَلُوْنِيْ اَرْزُقُكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ اِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ اَنِّىْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِىْ غَفَرْتُ لَهُ وَ لاَ اُبَالِىْ وَ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَ اٰخِرَكُمْ وَ حَيَّكُمْ وَ مَيِّتَكُمْ وَ رُطْبَكُمْ وَ يَابِسَكُمْ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِىْ مَا زَادَ ذَالِكَ فِىْ مُلْكِىْ جُنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَ اٰخِرَكُمْ وَ حَيَّكُمْ وَ مَيِّتَكُمْ وَ رُطْبَكُمْ وَ يَابِسَكُمْ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى اَشْقٰى قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِىْ مَا نَقَصَ ذَالِكَ مِنْ مُلْكِىْ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَ حَيَّكُمْ وَ مَيِّتَكُمْ وَ رُطْبَكُمْ وَ يَابِسَكُمْ اِجْتَمَعُوْا فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَاَلَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْكُمْ مَا بَلَغَتْ اُمْنِيَّتُهُ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَالِكَ مِنْ مُلْكِىْ اِلاَّ كَمَا لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيْهِ اِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا اِلَيْهِ ذَالِكَ بِاَنِّىْ جَوَادٌ وَاحِدٌ مَاجِدٌ اَفْعَلُ مَا اُرِيْدُ عَطَائِىْ كَلاَمٌ وَ عَذَابِىْ كَلاَمٌ اِنَّمَا اَمْرِىْ لِشَىْءٍ اِذَا اَرَدْتُهُ اَنْ اَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ - اَخْرَجَهُ هَنَّادٌ وَ التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) -

হাদীস নং-৬৭। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া যাকে আমি পথ দেখিয়েছি। অতএব তোমরা আমারই নিকট সৎপথ প্রার্থনা কর। আমি তোমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করব। আর তোমরা সকলেই দরিদ্র, শুধু সেই ব্যক্তি ছাড়া যাকে আমি ঐশ্বর্যশালী করেছি। অতএব আমার নিকট

প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দান করব, আর তোমরা সকলেই গুনাহ্গার শুধু সেই ব্যক্তি ছাড়া যাকে আমি ক্ষমা করেছি। অতঃপর যে ইহা জানে যে, আমি ক্ষমা করতে সক্ষম এবং তারপর আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিই এবং আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আর যদি তোমাদের পুর্ববর্তীগণ, তোমাদের পরবর্তীগণ, তোমাদের জীবিতগণ, তোমাদের মৃতগণ, তোমাদের সজীবগণ ও তোমাদের শুষ্কগণ সকলে একত্র হয়ে আমার বান্দাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠতম ধর্মভীরু তার অনুরূপ দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায় তবে ইহাতে আমার রাজ্যে একটি মাছির পাখা পরিমাণও শ্রীবৃদ্ধি হবে না। আর যদি তোমাদের পূর্ববর্তীগণ, তোমাদের পরবর্তীগণ, তোমাদের জীবিতগণ, তোমাদের মৃতগণ, তোমাদের সজীবগণ, তোমাদের শুষ্কগণ সকলে একত্র হয়ে আমার বান্দাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি গুণাহগার তার মতো কঠোর গুণাহগার হয়ে যায়, তবে তাতে আমার রাজ্যে একটি মাছির পাখা পরিমাণ হ্রাস হবে না। আর যদি তোমাদের পূর্ববর্তিগণ তোমাদের পরবর্তিগণ, তোমাদের জীবিতগণ, তোমাদের মৃতগণ, তোমাদের তরুণগণ ও তোমাদের বৃদ্ধগণ কোন একস্থানে একত্রিত হয়, তৎপর তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার চরম কাম্য পরিমাণ বস্তু প্রার্থনা করে, আর আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রার্থীকে দান করি, ইহাতে আমার রাজ্যে বিন্দু মাত্রও ঘাটতি দেখা দিবে না। যেমন (সমুদ্রের পানি) হ্রাস পাবেনা যদি তোমাদের কেহ সমুদ্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তারপর উহাতে সুচ ডুবাইয়া উহা উঠাইয়া লয়। কারণ, আমি একক দাতা ও মর্যাদাশালী; আমি যা ইচ্ছা করি তাই করে থাকি। আমার দান আমার আদেশমাত্র এবং আমার শাস্তিও আমারই আদেশ মাত্র। যখন আমি কোন কাজ করতে ইচ্ছা করি, তখন উহার সম্বন্ধে শুধু এই উক্তিই করা হয়- 'হয়ে যাও' আর তক্ষুণি উহা হয়ে যায়। হান্নাদ ও তিরমিযী ইহা আবূ যর (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٦٨) اِنَّ رَجُلاً قَالَ وَ اللّٰهِ لاَ يَغْفِرُ اللّٰهُ بِفُلاَنٍ قَالَ اللّٰهُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَتَاَلَّى عَلَىٰ اَنْ لاَّ اَغْفِرَ لِفُلاَنٍ فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ وَاَحْبَطْتُ عَمَلَكَ –

اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جُنْدُبٍ (رضى) –

হাদীস নং-৬৮। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র শপথ, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে মাফ করবেন না। আল্লাহ্ বললেন, কোন ব্যক্তি আমার নামে শপথ করে যে, আমি অমুক কে ক্ষমা করবনা? আমি নিশ্চয় অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার আমল নষ্ট করে দিয়েছি।" মুসলিম ইহা জুনদুব (রদি.)- এর সূত্রে নকল করেছেন।

(٦٩) اِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَزَالُ كَذَالِكَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا جِبْرَائِيْلُ اِنَّ عَبْدِىْ فُلاَنًا الْتَمَسَ اَنْ يَّرْضِيْنِىْ اَلاَ وَاِنَّ رَحْمَتِىْ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ جِبْرَائِيْلُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى فُلاَنٍ وَ تَقُوْلُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَ يَقُوْلُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتّٰى يَقُوْلُهَا اَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ثُمَّ يَهْبِطُ اِلَى الاَرْضِ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ ثَوْبَانَ (رضى) -

হাদীস নং-৬৯। কোন বান্দা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসন্ধান করতে থাকে। অতঃপর সে উহাতে লাগিয়া থাকে। তখন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, "হে জিবরাঈল! আমার অমুক বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছে। (তুমি জানিয়া রাখ যে,) নিশ্চয়ই তার উপর আমার রহমত রয়েছে"- তখন জিবরাঈল ঘোষণা করে বললেন, "অমুকের উপর আল্লাহর রহমত রয়েছে" । তখন সেই উক্তি আরশের বহনকারিগণ ও তাদের পার্শ্ববর্তী ফেরেশতাগণ আওড়াইতে থাকে, এমন কি সপ্তম আকাশের অধিবাসিগণ এই কথাগুলো ঘোষণা করে। তারপর সে (জিবরাইল) পৃথিবীতে নামিয়া আসে। আহমদ ইহা সাওবান (রদি.)- এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٧٠) فَاِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مُتَحَابَّيْنِ اَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ وَ الاَخَرُ مُذْنِبٌ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اَقْصِرْ عَمَّا اَنْتَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ الاَخَرُ خَلِّنِىْ وَ رَبِّىْ حَتّٰى وَجَدَهُ يَوْمًا عَلٰى ذَنْبٍ اِسْتَعْظَمَهُ فَقَالَ اَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِىْ وَ رَبِّىْ اَبُعِثْتَ عَلَىَّ رَقِيْبًا فَقَالَ وَ اللّٰهِ لاَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ اَبَدًا وَ لاَ يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ فَبَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ اَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِىْ وَ قَالَ لِلاَخَرِ اَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تَحْظُرَ عَلٰى عَبْدِىْ رَحْمَتِىْ فَقَالَ لاَ يَا رَبِّ قَالَ اِذْهَبُوْا بِهِ اِلَى النَّارِ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)-

হাদীস নং-৭০। বনী ইসরাঈলদের দুই ব্যক্তি পরস্পর বন্ধু ছিল, একজন সাধারণ এবং অপর ব্যক্তি গুনাহ্গার। সদুদ্দেশ্য সাধনকারী ব্যক্তি গুনাহগার ব্যক্তিকে বলত, "তুমি উহা হতে বিরত হও।" সে উত্তরে বলত, "তুমি আমাকে আমার প্রভুর হাতে ছেড়ে দাও।" এমনকি একদিন সেই সৎ সাধক সেই পাপীকে এমন কোন পাপে লিপ্ত দেখল, যা তার কাছে অত্যন্ত মারাত্মক বলে বোধ হলো। আবার সে বলল, "তুমি পাপ হতে বিরত হও।" তখন সে বলল, তুমি আমাকে আমার প্রভুর হাতে ছেড়ে দাও, তোমাকে কি আমার উপর দারোগা করে পাঠান হয়েছে?" জবাবে সে বলল, "আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তোমাকে কখনও ক্ষমা করবেন না এবং তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।" অতঃপর আল্লাহ তাদের নিকট ফেরেশতা পাঠালেন, তিনি উভয়ের প্রাণ বের করে নিলেন। তারপর এই দুই ব্যক্তি আল্লহ্র নিকট একত্রিত হলো। তখন আল্লাহ পাপীকে বললেন, "তুমি আমার রহমতের বলে জান্নাতে প্রবেশ কর।" আর অপর বান্দাকে বললেন, "তুমি কি আমার বান্দা হতে আমার রহমত বাধা দেবার ক্ষমতা রাখ?" সে বলল, "না" হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলেন তাকে দোযখে নিয়ে যাও।" আহমদ ও আবূ দাউদ আবূ হুরায়রা (রদি.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (এই হাদিশটি সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে উক্ত ইমামদ্বয় অন্য সনদেও বর্ণনা করেছেন।

(٧١) اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ اَحَدُهُمَا يَسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ وَ كَانَ الاٰخَرُ يَرَاهُ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ اَنَّهُ اَفْضَلُهُمْ فِى الدِّيْنِ وَ الْعِلْمِ وَ الْخُلُقِ فَذُكِرَ عِنْدَهُ صَاحِبُهُ فَقَالَ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُ فَقَالَ اللّٰهُ لِلْمَلاَئِكَةِ اَلَمْ يَعْلَمْ اَنِّىْ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ فَاِنِّىْ اَوْجَبْتُ لِهٰذَا الرَّحْمَةَ وَ اَوْجَبْتُ عَلَى هٰذَا الْعَذَابَ فَلاَ تَتَأَلَّوْا عَلَى اللّٰهِ – اَخْرَجَهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ وَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ قَتَادَةَ (رضى) –

হাদীস নং-৭১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ওহে, আমি কি তোমাদের নিকট বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ভুক্ত দুই ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করব না? তাদের একজন নিজের আত্মার বিরুদ্ধে অমিতাচার করত।

আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এরূপ ছিল যে, বনী ইসরাঈল তাকে ধর্ম - কর্ম , বিদ্যায় ও চরিত্র- গুণে তাদের শ্রেষ্টতম ব্যক্তি বলে জানতো। অতঃপর তার নিকট তার সাথীর বিষয় উল্লেখ করে সে বলল, "আল্লাহ্ কখনও তাকে ক্ষমা করবেন না।" আল্লাহ তখন ফেরেশতাগণকে বললেন, "সে কি জানেনা যে, আমি দয়ালুদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ? সে জানেনা আমার রহমত আমার ক্রোধের সীমা অতিক্রম করে গেছে? অতএব আমি এ ব্যক্তির জন্য রহমত ওয়াজিব করলাম, আর (উক্তিকারী) ব্যক্তির উপর শাস্তি।" অতএব আল্লাহ্ সম্বন্ধে শপথ করো না। আবূ নুয়াইম ও ইবনু আসাকির ইহা কাতাদা (রদি.)-এর সুত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٧٢) اَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلٰى دَاوُدَ وَ عِزَّتِىْ وَ جَلَالِىْ مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْتَصِمُ بِىْ دُوْنَ خَلْقِىْ اَعْرِفُ ذَالِكَ مِنْ نِيَّتِهٖ فَتَكِيْدُهُ السَّمٰوَاتِ بِمَنْ فِيْهَا وَ الْاَرْضُ بِمَنْ فِيْهَا اِلاَّ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ بَيْنِ ذَالِكَ مَخْرَجًا وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْتَصِمُ بِمَخْلُوْقٍ دُوْنِىْ اَعْرِفُ ذَالِكَ مِنْ نِيَّتِهٖ اِلاَّ قَطَعْتُ اَسْبَابَ السَّمَاءِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَرْسَخْتُ الْهَوٰى مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُطِيْعُنِىْ اِلاَّ وَ اَنَا مُعْطِيْهِ قَبْلَ اَنْ يَسْأَلَنِىْ وَ مُسْتَجِيْبٌ لَهُ قَبْلَ اَنْ يَدْعُوْنِىْ وَ غَافِرٌ لَهُ قَبْلَ اَنْ يَسْتَغْفِرَنِىْ - اَخْرَجَهُ تَمَّامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَلِكٍ عَنْ اَبِيْهِ -

হাদীস নং-৭২। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ দাউদ (আঃ)-এর উপর অহী পাঠালেন, - "আমার ইযযত ও মর্যাদার শপথ! আমার এরূপ কোন বান্দা নেই যে, সে আমার সৃষ্টজীবকে ছেড়ে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমার আশ্রয় অবলম্বন করে। বরং আমি তার নিয়ত হতে তা জানতে পারি, তখন আকাশসমূহ ও উহাতে যা কিছু আছে সকলে মিলিয়া তাকে প্রতারনার জালে আবদ্ধ করে ফেলে। কিন্তু ইহার ভিতর হতে আমি তার মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দেই। আর এরূপ কোন বান্দা নেই যে, সে আমাকে ত্যাগ করে কোন সৃষ্টির আশ্রয় নেয়, আমি তার নিয়ত (নিগূঢ় অভিপ্রায়) হতে জানতে পারি, বরং আকাশের যাবতীয় পন্থা তার সম্মুখে কর্তন করে দেই। আর তার

কামনাকে তার পদতলে মজবুত করে বেধে রাখে। আর এরূপ কোন বান্দা নেই , যে আমার আদেশের পূর্বেই তাকে অনুগত করা না হয়। যা করার পূর্বেই আমি তাকে দান করি। আর আমার নিকট মাগফিরাত চহিবার পূর্বেই আমি তাকে ক্ষমা করে দেই।" তাম্মাম ইহা হযরত আবদুর রহমান ইবনে মালিক এর সূত্রে এবং তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٧٣) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَكْرَمُ وَ اَعْظَمُ عَفْوًا مَنْ اَنْ اَسْتَتِرَ عَلٰى عَبْدٍ مُّسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اُفْضِحَهُ بَعْدَ اِذْ سَتَرْتُهُ وَ لَا اَزَالُ اَغْفِرُ لِعَبْدِىْ مَا اَسْتَغْفِرَنِىْ - اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَ التِّرْمِذِىُّ -

হাদীস নং-৭৩। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমি অত্যন্ত করুনাময় ও মহান মার্জনাকারী । ইহা অসম্ভব যে, আমি একজন মুসলমান বান্দার (অন্যায় কাজসমূহ) দুনিয়াতে গোপন রাখব, তারপর তার সেই সব অন্যায় আচরণ প্রকাশ করে দিয়ে তাকে অপমানিত করব। আমি আমার বান্দার গুনাহ ক্ষমা করতে থাকি যে পর্যন্ত সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" হাকেম ও তিরমিযী ইহা বর্ণনা করেছেন।

(٧٤) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنِّىْ لَاَجِدُ نِىْ اَسْتَحْيِىْ مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَىَّ ثُمَّ اَرُدَّ هُمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اِلٰهَنَا لَيْسَ لِذَالِكَ بِاَهْلٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لٰكِنِّىْ اَهْلُ التَّقْوٰى وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ - اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ - اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَ التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى) -

হাদীস নং-৭৪। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমার যে বান্দা আমার দিকে দুই হাত উঠায় তাকে শূন্য হাতে ফিরাইয়া দিতে আমি লজ্জা অনুভব করি। ফেরেশতাগণ নিবেদন করে, "হে আমাদের প্রভু! সে উহার যোগ্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "কিন্তু আমি তো তাকওয়া ও ক্ষমার অধিকারী। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। হাকেম ও তিরমিযী আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে ইহা বর্ণনা করেছেন।

(٧٥) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا مُوْسٰى اِرْحَمْ تُرْحَمْ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ

হাদীস নং-৭৫। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে মূসা! তুমি রহম কর, তোমার প্রতি রহম করা হবে।" দায়লামী ইহা বর্ণনা করেছেন।

(٧٦) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ رَحْمَتِىْ فَارْحَمُوْا خَلْقِىْ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ الشَّيْخِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ (رضى) -

হাদীস নং-৭৬। মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেন, "যদি তোমরা আমার রহমত কামনা কর, তবে আমার সৃষ্টির প্রতি রহম কর।" আবূ শায়খ ইহা আবূবকর (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٧٧) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِىْ وَ جَلَالِىْ لَا اَجْمَعُ لِعَبْدِىْ اَمْنَيْنِ وَ لَا خَوْفَيْنِ اِنْ هُوَ اَمَنَنِىْ فِى الدُّنْيَا اَخَفْتُهُ يَوْمَ اَجْمَعُ عِبَادِىْ اِنْ هُوَ خَافَنَنِىْ فِىْ الدُّنْيَا اَمَنْتُهُ يَوْمَ اَجْمَعُ عِبَادِىْ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ شَدَّادِ ابْنِ اَعْوْسٍ -

হাদীস নং-৭৭। মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেছেন,- "আমার ইজ্জত ও মহত্ত্বের শপথ! আমি আমার বান্দার জন্য দুইটি নিরাপত্তা ও দুইটি ভয় একত্র করব না। যদি সে পৃথিবীতে আমা হতে নির্ভয় হয়ে যায় তবে আমি তাকে সেইদিন ভীত করব, যে দিন আমি আমার বান্দাগণকে একত্র করব। আর যদি সে দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে, তবে সেই দিন তাকে নিরাপত্তা দান করব- যেদিন আমার বান্দাগণকে সম্মিলিত করা হবে।" আবূ নুয়াইম ইহা শাদ্দাদ ইবনে আওস (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٧٨) اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُدْنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَتِفَهُ وَ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ وَ يُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ فَيَقُوْلُ اَ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ يَا رَبِّ حَتّٰى اِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَ رَاٰى فِىْ نَفْسِهِ اَنَّهُ قَدْ هَلَكَ قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَ اَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ثُمَّ يُعْطٰى كِتَابُ حَسَنَاتِهِ بِيَمِيْنِهَا وَ اَمَّا الْكَافِرُ وَ الْمُنَافِقُ فَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) -

হাদীস নং-৭৮। নিশ্চয় মহান ও ক্ষমতাবান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন মুমিনকে নিকটবর্তী করবেন তার উপর স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন করবেন এবং তাকে লোকদের নিকট হতে ঢেকে রাখবেন। তারপর তার দ্বারা তার পাপগুলো স্বীকার কারাবেন এবং বলবেন, "তুমি এই পাপের কথা স্বরণ করতে পার? তুমি কি ঐ পাপ স্বীকার কর?" সে তখন বলবে, " "হ্যাঁ" আমার প্রতিপালক!" এমন কি যখন এরূপে যে পাপ স্বীকার করবে এবং মনে মনে ভাববে যে, সে ধংস হয়ে গেছে, তখন আল্লাহ বলবেন, আমি নিশ্চয় দুনিয়াতে তোমার জন্য এগুলো ঢেকে রেখেছি, আর আমি এইগুলো তোমাকে আজ মাফ করে দিলাম। তৎপর তার ডানহাতে তার নেকির আমলনামা দেয়া হবে। অন্যপক্ষে কাফির ও মুনাফিকদের সম্বন্ধে সাক্ষিগণ বলবে, "ইহারা সেই সকল লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলছিল। সাবধান, অত্যাচারীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ । আহমদ ও শায়খাইন ইহা ইবনে উমর (রদি.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٧٩) اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَا لَكَ اِذَا رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ فَلَمْ تُنْكِرْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيُلْقِيْ حُجَّتَهُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ خِفْتُ النَّاسَ وَ رَجَوْتُكَ - اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

হাদীস নং-৭৯। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ কিয়ামতের দিন বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, এবং বলবেন, "যখন তুমি মন্দ ঘটতে দেখেছিলে তখন উহাতে বাধা দাওনি কেন?" রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ সেই প্রশ্নের উত্তর বান্দার মনে উদিত করিয়ে দেবেন। সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক! আমি লোকদেরকে ভয় করেছিলাম এবং তোমার রহমতের আশা পোষণ করেছিলাম।" বায়হাকী উহা আবু সাঈদ (রদি.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٨٠) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَ مَا لَنَا لاَ نَرْضٰى وَ قَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلاَ اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ وَ اىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) -

হাদীস নং-৮০। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের অধিবাসিগণকে সম্বোধন করবেন। তারা তখন বলবে, "তোমার খিদমতে আমরা উপস্থিত আছি, হে প্রভু! আমরা তোমার প্রশংসা করি।" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?" তারা বলবে, "আমরা কেন সন্তুষ্ট হইব না।' আপনি আমাদেরকে এরূপ দান করেছেন যা আর কাউকেও দেন নেই।" আল্লাহ বলবেন, "আমি কি তোমাদেরকে ইহার চেয়ে উত্তম বস্তু দেব না?" তারা জিজ্ঞেস করবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আর কি বস্তু আছে ইহা অপেক্ষা উত্তম?" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "আমি আমার সন্তুষ্টি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করব, অতএব ইহার পর কোন কড়াকড়ি করা হবে না।" আহমদ ও শায়খাইন ইহা আবূ সাঈদ (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٨١) قَالَ مُوْسٰى ابْنِ عِمْرَانَ يَا رَبِّ مَنْ اَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ قَالَ مَنْ اِذَا قَدَرَ غَفَرَ - اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) -

হাদীস নং-৮১। মূসা ইবনে ইমরান (আ) আরয করলেন, " হে প্রভু! তোমার বান্দাদের মধ্যে কে তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়? আল্লাহ্ বললেন, "সেই ব্যক্তি, যে প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।" বায়হাকী ইহা আবূ হুরায়রা (রদি.)- এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٨٢) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ لاَسْتَحْيِىْ مِنْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ يَشِيْبَانِ فِى الاِسْلاَمِ فَيَشِيْبُ فَيَشِيْبُ لِحْيَةُ عَبْدِىْ وَ رَأْسُ اَمَتِىْ فِى الاِسْلاَمِ اَنْ اُعَذِّبَهُمَا فِى النَّارِ بَعْدَ ذَالِكَ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ يَعْلٰى عَنْ اَنَسٍ (رضى

হাদীস নং-৮২। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আমি সেই বান্দা ও বাঁদী হতে লজ্জিত- যারা ইসলামে থেকে বড় হয়েছে। অর্থাৎ যে বান্দার দাড়ি ইসলামে থেকে সাদা হয়েছে এবং যে বাঁদীর চুল ইসলামে থেকে পাকিয়াছে। ইহার পরও কি করে আমি তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেব।" আবূ ইয়ালা ইহা আনাস (রদিঃ)- এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٨٣) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ غَضَبِىْ - اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) -

হাদীস নং-৮৩। মহামহিম আল্লাহ্ বলেন, "আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী হয়েছে।" ইমাম মুসলিম এই হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রদিঃ)- এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

রুগ্ন ব্যক্তির সেবাযত্ন ও বিপদে ধৈর্যধারণ করা

(٨٤) اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا مَرِضَ اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى مَلَائِكَتِهٖ اَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِىْ بِقَيْدٍ مِّنْ قُيُوْدِىْ فَاِنْ اَقْبَضْهُ اَغْفِرُ لَهُ وَ اِنْ اُعَافِيْهِ فَحِيْنَئِذٍ يَقْعُدُ لَا ذَنْبَ لَهُ - اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) -

হাদীস নং-৮৪। নিশ্চয়ই যখন কোন বান্দা পীড়িত হয় তখন আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন, "আমি আমার বান্দাকে আমার জিন্দানসমূহের একটিতে বন্দী করেছি। অতঃপর যদি আমি তার প্রাণ হরণ করি, আমি তাকে ক্ষমা করব। আর যদি তাকে সুস্থতা দান করি, তবে সে এমন অবস্থায় উঠে বসবে যেন তার কোন গুনাহ নেই।" হাকেম ও তিবরানী উহা আবূ উমামা (রদি.)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٨٥) مَا اَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِىْ جَسَدِهٖ اِلَّا اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ فَقَالَ اُكْتُبُوْا لِعَبْدِىْ هٰذَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ فِى الصِحَّةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا دَامَ مَحْبُوْسًا فِىْ وِثَاقِىْ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضى) -

হাদীস নং-৮৫। মুসলমানদের মধ্যে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে শারীরিক বিপদের মাধ্যমে বিপদগ্রস্থ করা হয় তার সম্পর্কে মহান ও ক্ষমতাবান আল্লাহ্ বান্দার আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাকে ডেকে বলেন, প্রতিদিন ও প্রতিরাতে এই বান্দার আমলনামায় সেই পরিমাণ নেকী লিখ যা সে সুস্থ অবস্থায় অর্জন করত এবং ততদিন এমন করে যাও, যতদিন সে আমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। আহমদ ইহা ইবনে উমর (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٨٦) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ اِذَا اَخَذْتُ كَرِيْمَتَىْ عَبْدِىْ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ اَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ - اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ وَ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) -

হাদীস নং-৮৬। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি যখন আমার কোন বান্দার সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু দুইটি চক্ষু হরণ করি, তারপর সে ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশা পোষণ করে, তাকে আমি জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার দিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারি না।" তিবরানী ও হাকেম ইহা ইবনে আব্বাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন। (কিছু সংখ্যক হাদীসে অন্ধ মু'মিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ সহানুভূতির উল্লেখ আছে। অন্ধ মু'মিনকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত দান করবেন বলে স্পষ্ট আভাস দিয়েছেন।)

(٨٧) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِذَا اَخَذْتُ كَرِيْمَتَىْ عَبْدِىْ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِىْ اِلَّا الْجَنَّةَ - اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-৮৭। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যখন আমি আমার বান্দার দৃষ্টিশক্তি দুনিয়াতে হরণ করে লই, তখন উহার বদলা আমার নিকট জান্নাত ব্যতিত অন্য কিছুই নহে।" তিরমিযী ইহা আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٨٨) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا لِعَبْدِىْ الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَ اِلَّا الْجَنَّةَ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الْبُخَارِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)

হাদীস নং-৮৮। মহান ও শক্তিশালী আল্লাহ্ বলেন, "আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান নেই যখন আমি দুনিয়া-বাসীদের মধ্য হতে তার প্রিয়তম বন্ধুকে ছিনিয়ে লই এবং তারপরও সে আমার প্রতি আস্থাবান থাকে।" আহমদ ও বুখারী ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٨٩) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا اَذْهَبُ بِصَفِيِّ عَبْدِيْ فَارْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-৮৯। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি আমার কোন বান্দার প্রিয়তম বস্তু কেড়ে নেই না। (কেড়ে নিলে) তার প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছুই আমার পছন্দনীয় নয়।" আবূ নুয়াইম ইহা আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٩٠) قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى اِذَا وَجَّهْتُ اِلٰى عَبْدٍ مِّنْ عَبِيْدِيْ مُصِيْبَةً فِيْ بَدَنِهٖ اَوْ وَلَدِهٖ اَوْ فِيْ مَالِهٖ فَاسْتَقْبَلَهَا بِصَبْرٍ جَمِيْلٍ اِسْتَحْيَيْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ اُنْصِبَ لَهُ مِيْزَانًا وَ اُنْشِرَ لَهُ دِيْوَانًا - اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ اَنَسٍ -

হাদীস নং-৯০। আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতা'আলা বলেছেন, যখন আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে কোন বান্দার প্রতি কোন বিপদ পাঠাই তার শরীরের উপর অথবা তার সন্তানের উপর অথবা তার ধনের উপর, তারপরও সে উত্তম ধৈর্যের সাথে সেই বিপদকে গ্রহণ করে, কিয়ামতের দিন আমি লজ্জা অনুভব করি যে, কিরূপে তার জন্য দাড়ি-পাল্লা স্থাপন করব এবং তার আমলনামা তার সামনে খুলে ধরব।" হাকেম ও তিরমিযী ইহা আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٩١) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ فَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ - يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ قَالَ يَا رَبِّ وَ كَيْفَ اُطْعِمُكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَالِكَ عِنْدِىْ - يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ قَالَ يَارَبِّ وَ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَسْقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَالِكَ عِنْدِىْ - اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)-

হাদীস নং-৯১। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন বলবেন, "হে আদমের সন্তান! আমি পীড়িত হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা করনি।" বান্দা আরয করবে, "হে আমার প্রভু! আমি কিরূপে আপনার রোগে সেবা করব, অথচ আপনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক"? তিনি বলবেন, "তুমি জানিতে না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত হয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জান না, যদি তুমি তার সেবা করতে তা হলে তুমি আমাকে তার কাছেই পেতে।"

"হে আদমের সন্তান! আমি তোমার নিকট খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাওনি।" বান্দা আরয করবে, "হে আমার প্রতিপালক! কিরূপে আমি তোমাকে আহার করাব? তুমি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।" তিনি বলবেন, তোমার কি জানা নেই যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি? তুমি কি অবগত ছিলে না যে, তুমি যদি তাকে খাওয়াতে তবে তুমি উহা আজ আমার নিকট পেতে?"

'হে আদমের সন্তান! আমি তোমার নিকট পানীয় চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানীয় দাওনি। "বান্দা আরয করবে, "হে আমার প্রতিপালক! আমি কিরূপে তোমাকে পান করাব, তুমি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।' তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানীয় চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তবে আজ নিশ্চয়ই উহা আমার নিকট পেতে।" মুসলিম ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٩٢) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَرِّبُوْا اَهْلَ الْبَلَاءِ مِنْ عَرْشِىْ فَاِنِّىْ اُحِبُّهُمْ

اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ -

হাদীস নং-৯২। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "বিপদগ্রস্তদিগকে আমার আরশের নিকটবর্তী কর। নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে ভালোবাসি।" দায়লামী ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(٩٣) اِذَا اَمَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ

عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ

فَيَقُوْلُ مَا ذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ

ابْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَ سَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ

التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضى) -

হাদীস নং-৯৩। যখন কোন বান্দার সন্তান মরে যায়, তখন আল্লাহ্ তার ফেরেশতাগণকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানদের প্রাণ নিয়েছ?" তারা বলেন, "হ্যাঁ"। তখন আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি তার হৃদয়ের ফুল ছিনিয়ে নিয়েছ ?" তারা বলে, "হ্যাঁ" তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দা কি বলেছিল?" তারা বলে, সে তোমার প্রসংশা করেছিল (আলহামদু লিল্লাহ ও ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন) তখন আল্লাহ বলেন, "আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর তৈয়ার কর এবং উহার নাম রাখ-'বাইতুল হামদ' (প্রশংসার ঘর) । তিরমিযী ইহা আবূ মূসা (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٩٤) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ - اَخْرَجَهُ الْغَزَّالِيُّ (رضى) -

হাদীস নং-৯৪। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমি ভগ্ন-প্রাণ ব্যক্তিদের সন্নিকটে অবস্থান করি।" গাযযালী (রদিঃ) ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(٩٥) اِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللّٰهَ وَ هُوَ يُحِبُّهُ فَيَقُوْلُ يَا جِبْرَائِيْلُ اقْضِ لِعَبْدِيْ هٰذَا حَاجَتَهُ وَ اَخِّرْهَا فَاِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَ صَوْتَهُ وَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللّٰهَ وَ هُوَ يُبْغِضُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا جِبْرَائِيْلَ اقْضِ لِعَبْدِيْ حَاجَتَهُ وَ عَجِّلْهَا لَهُ فَاِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اَسْمَعَ صَوْتَهُ - اَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ اَنَسٍ (رضى) -

হাদীস নং-৯৫। নিশ্চয় মুমিন বান্দা আল্লাহকে ডাকেন আর আল্লাহ্ উহা পছন্দ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, "হে জিবরাঈল, আমার (মুমিন) বান্দার এই প্রয়োজন পূর্ণ কর এবং উহা স্থগিত রেখে পিছনে ফেল, কারণ আমি তার আওয়াজ শুনতে ভালবাসি।" আর নিশ্চয় (পাপী) বান্দা আল্লাহকে ডাকেন আর আল্লাহ উহা ঘৃণা করেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে জিবরাঈল আমার বান্দার প্রয়োজন পূর্ণ কর এবং উহা তার জন্য ত্বরান্বিত কর। কারণ, আমি তার আওয়াজ শুনতে পছন্দ করিনা।" ইবনু আসাকির ইহা আনাস (রদি.) - এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٩٦) ثَلَاثٌ مِّنْ كُنُوْزِ الْبِرِّ اِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ وَ كِتْمَانُ الْمُصِيْبَةِ وَ كِتْمَانُ الشَّكْوٰى يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِبَلَاءٍ فَصَبَرَ وَ لَمْ يَشْكُنِيْ اِلٰى عُوَّادِهِ ثُمَّ اَبْرَأْتُهُ اَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِّنْ لَحْمِهِ وَ دَمًا خَيْرًا مِّنْ دَمِهِ وَاِنْ اَرْسَلْتُهُ اَرْسَلْتُهُ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ اِنْ تَوَفَّيْتُهُ تَوَفَّيْتُهُ اِلٰى رَحْمَتِيْ - اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى) -

হাদীস নং-৯৬। সওয়াবের ভান্ডার তিনটি– সাদকা গোপন রাখা, মুসিবত গোপন রাখা এবং অসুখ সম্বন্ধে অভিযোগ গোপন রাখা। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, যখন আমি আমার কোন বান্দাকে বিপদ দ্বারা পরিক্ষা করি, তারপর সে ধৈর্যধারণ করে এবং আমার বিরুদ্ধে তার যিয়ারতকারীদের নিকট কোন অভিযোগ করেনা, তখন আমি তাকে বিপদ মুক্ত করি এবং তার পূর্ববর্তী গোশত উত্তমতর গোশত এবং তার পূর্ববর্তী রক্ত উত্তমতর রক্তে পরিবর্তন করে দেই, তবে তাকে এমন ভাবে ছেড়ে দেই যে, তার কোন পাপ থাকেনা। আর যদি তার মৃত্যু ঘটাই, তবে আল্লাহর রহমতের দিকে টেনে লই।" তিবরানী ইহা আনাস (রদি.) – এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ভালবাসা ও ঘৃণা উভয়ই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে

(৯৭) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ لِجَلَالِىْ الْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ – اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) –

হাদীস নং-৯৭। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, "ঐ সকল লোক কোথায় যারা দুনিয়াতে আমার মহত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পরস্পরকে ভালবাসত? আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়াতলে আশ্রয় দান করব। আজ আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই।" আহমদ ও মুসলিম ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(৯৮) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَقَّتْ مُحَبَّتِىْ عَلَى الْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ – اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِى الدُّنْيَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) –

হাদীস নং-৯৮। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমার উদ্দেশ্যে যারা পরস্পরকে বন্ধু করেছে তাদের জন্য আমার ভালবাসা নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাদেরকে কিয়ামতের দিন, যে দিন আমার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, আরশের তলে ছায়া দান করব।" "ইবনুল আবিদ্ দুনিয়া উবাদা ইবনে সামিত (রদিঃ)-এর সূত্রে ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(৯৯) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مُحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَ الْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَ الْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ وَ الْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ ابْنُ حَبَّانٍ عَنْ مُعَاذٍ (رضى) -

হাদীস নং-৯৯। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমার উদ্দেশে পরস্পরকে যারা মহব্বত করে, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরের সাথে যারা উপবেশন করে, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরের সাথে যারা খরচ করে এবং আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে যারা পরিদর্শন করে, আমার ভালবাসা তাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।" আহমদ ও ইবনে হাব্বান ইহা মুয়ায (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(১০০) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مُحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَجَالَسُوْنَ فِيَّ وَ وَجَبَتْ مُحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَبَاذَلُوْنَ فِيَّ وَ وَجَبَتْ مُحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَلَاقَوْنَ فِيَّ - اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) -

হাদীস নং-১০০। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমার মহব্বত সেসকল লোকের জন্য নির্ধারিত, যারা আমার খাতিরে পরস্পরের সাথে উপবেশন করে। আর আমার মহব্বত সেসকল লোকের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে যারা আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরের জন্য ধন-মাল খরচ করে। আর আমার মহব্বত সেই সকল লোকের জন্য ধার্য হয়েছে, যারা আমার খাতিরে পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে। তিবরানী ইহা উবাদাহ ইবনে সামিত (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(১০১) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّيْ لَاَهِمُّ بِاَهْلِ الْاَرْضِ عَذَابًا فَاِذَا نَظَرْتُ اِلٰى عُمَّارِ بُيُوْتِي الْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ صَرَفْتُ عَنْهُمْ - اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ -

হাদীস নং-১০১। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীর অধিবাসিগণকে শাস্তি দিতে মনস্থ করি। অতঃপর যখন আমি আমার ঘর আবাদকারী, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরের বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি ও অতি প্রত্যূষে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন আমি তাদের উপর হতে সেই শাস্তি সরিয়ে লই (আমি নিবৃত্ত হই)।" বায়হাকী ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(١٠٢) مَا مِنْ شَابٍّ يَدَعُ لَذَّةَ الدُّنْيَا وَ لَهْوَهَا وَ يَسْتَقْبِلُ بِشَبَابِهِ طَاعَةَ اللّٰهِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اَجْرَاثْنَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ صِدِّيْقًا ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَيُّهَا الشَّابُّ التَّارِكُ لِشَهْوَتِهِ الْمُبْتَذِلُ شَبَابَهُ فِيَّ اَنْتَ عِنْدِيْ كَبَعْضِ مَلاَئِكَتِيْ – اَخْرَجَهُ الْحُسَيْنُ ابْنُ سُفْيَانَ عَنْ شُرَيْحٍ –

হাদীস নং-১০২। এরূপ কোন যুবক, যে দুনিয়ার স্বাদ ও উহার প্রমোদ ত্যাগ করে এবং তার যৌবনের প্রবণতার পরিবর্তে আল্লাহর আদেশ পালনকে গ্রহন করে, আল্লাহ্ তাকে বাহাত্তর জন সত্যবাদী ধর্মভীরু ব্যক্তির সমপরিমান প্রতিদান দান করেন। তৎপর আল্লাহ্ বলেন, ' ওহে কামনাত্যাগী ও আমার জন্য যৌবন উৎসর্গকারী যুবক! তুমি আমার নিকট কোন কোন ফেরেশতার ন্যায় মর্যাদাশীল। হুসাইন ইবনে সুফিয়ান ইহা শুরায়হ্ হতে সংগ্রহ করেছেন।

কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

(١٠٣) يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ وَ ذِكْرِيْ عَنْ مَسْئَلَتِيْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِي السَّائِلِيْنَ – وَ فَضْلُ كَلاَمِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهِ – اَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رضى) –

হাদীস নং-১০৩। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়াতা'আলা বলেন, "কুরআন পাঠ ও আমার যিকিরের ফলে যে ব্যক্তি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করার অবকাশ পায় না, সেই প্রার্থনাকারীকে আমি যা দিয়ে থাকি তা শ্রেষ্ঠতর দান। আর

আল্লাহ্‌র বাণীর মর্যাদা যাবতীয় বাণীর উপর ঠিক তেমনি, যেমন যাবতীয় সৃষ্টির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে আল্লাহ্‌র মর্যাদা।" দারেমী ইহা আবূ সাঈদ (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٠٤) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ عَنْ دُعَائِىْ مَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ ثَوَابِ الشَّاكِرِيْنَ - اَخْرَجَهُ ابْنُ الاَنْبَارِىْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

হাদীস নং-১০৪। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়াতা'আলা বলেন, কুরআনের তিলা'ওয়াত ও আমার যিকির যে ব্যক্তিকে আমার নিকট কোন কিছু যাঞ্চা করার ও আমাকে ডাকিবার অবসর না দেয়, আমি তাকে কৃতজ্ঞদের জন্য নির্দিষ্ট পুরস্কার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার দিয়ে থাকি। ইবনুল আনবারী ইহা আবূ সাঈদ (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٠٥) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ فَاِذَ قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ فَاِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ فَاِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ وَ اِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِىْ وَ بَيْنَ عَبْدِىْ مَا سَأَلَ فَاِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) -

হাদীস নং-১০৫। মহান ও ক্ষমতাবান আল্লাহ্ বলেছেন, "সালাত আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করা হয়েছে। আমার বান্দা আমার নিকট হতে যা সওয়াল করে উহা তার জন্য। অতঃপর যখন কোন বান্দা বলে, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রভু'- তখন আল্লাহ্

বলেন, 'আমার বান্দা আমার যথার্থ প্রশংসা করেছে।' তৎপর যখন সে বলে, 'তিনি করুণাময় ও দয়ালু' তখন আল্লাহ্ বলেন, "আমার বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করেছে। আর যখন সে বলেন, 'তিনি বিচার দিনের মালিক' তখন আল্লাহ্ বলেন, 'আমার বান্দা আমার মর্যাদা প্রকাশ করেছে।' যখন সে বলে, 'আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি,' তখন আল্লাহ্ বলেন, 'ইহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি। আমার বান্দা যা চায় উহা তার জন্য।' তারপর যখন সে বলে, আমাদেরকে সোজা পথে চালাও- তাদের পথে যাদের উপর তুমি কৃপা বর্ষণ করেছ, অভিশপ্তদের পথে নয় এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়'- তখন আল্লাহ্ বলেন, ইহা আমার বান্দার অংশ। আর আমার বান্দা আমার নিকট যা চায় উহা তার জন্য।" আহমদ ও মুসলিম ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٠٦) قَالَ رَبُّكُمْ اِبْنَ اٰدَمَ اَنْزَلْتُ عَلَيْكَ سَبْعَ اٰيَاتٍ ثَلَاثٌ لِىْ وَ ثَلَاثٌ لَكَ وَ وَاحِدَةٌ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ فَاَمَّا الَّتِىْ لِىْ فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَ الَّتِىْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ مِنْكَ الْعِبَادَةُ وَ عَلَىَّ الْعَوْنُ لَكَ وَ اَمَّا الَّتِىْ لَكَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ - اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنْ اُبَىِّ ابْنِ كَعْبٍ (رضى) -

হাদীস নং-১০৬। তোমাদের প্রভু বলেছেন, 'হে আদমের সন্তান, আমি তোমার উপর সাতটি আয়াত নাযিল করেছি, তন্মধ্যে তিনটি আমার জন্য, তিনটি তোমার জন্য এবং একটি আমার ও তোমার মধ্যে আধাআধি। অতঃপর যা আমার জন্য উহা আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আর-রাহমানির রাহীম, মালিকি য়াওমিদ্দীন। আর যা আমার ও তোমার মধ্যে উহা ইয়্যাকা-না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন- তোমার পক্ষ হতে ইবাদত এবং আমার পক্ষ হতে তোমাকে সাহায্য দান। আর যা তোমার জন্য উহা ইহ্দিনাস সিরাতাল মুসতাকীম সিরাতাল্লাযীনা 'আন আমতা আলাইহিম, গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম অলাদদোয়াল্লীন।" তিবরানী ইহা উবাই ইবনে কা'ব (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٠٧) مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ عَلٰى فِرَاشِهٖ مِنَ الَّيْلِ فَنَامَ عَلٰى يَمِيْنِهٖ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِىْ اُدْخُلْ عَلٰى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ - اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)-

হাদীস নং-১০৭। যে ব্যক্তি রাত্রে নিজ বিছানায় শয়নের ইচ্ছা করে তারপর ডান কাতে শুয়ে একশতবার 'কুলহু আল্লহু আহাদ' সূরা পাঠ করে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তিকে প্রভু পরোয়ারদেগার বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। তিরমিযী ইহা আনাস (রদি.)- এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

মসজিদ, আযান ও সালাত

(١٠٨) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُنَادِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ جِيْرَانِىْ اَيْنَ جِيْرَانِىْ فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ رَبَّنَا وَ مَنْ يَّنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يُّجَاوِرَكَ ؟ فَيَقُوْلُ اَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ - اَخْرَجَهُ بْنُ النَّجَّارُ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-১০৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন উচ্চস্বরে ডাকতে থাকবেন, "আমার প্রতিবেশী কোথায়" "আমার প্রতিবেশী কোথায়?" তখন ফেরেশতাগণ আরয করবে, "হে আমাদের প্রভু! আপনার প্রতিবেশী হওয়া কাহার পক্ষে সম্ভব?" তখন তিনি বলবেন, "মসজিদসমূহ আবাদকারিগণ কোথায়?" ইবনুন-নাজ্জার ইহা আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٠٩) اِذَا اَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِى الْاَذَانِ وَضَعَ الرَّبُّ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهٖ فَلَا يَزَالُ كَذَالِكَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الْاَذَانِ وَ اِنَّهُ لَيَغْفِرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهٖ - فَاِذَا فَرَغَ قَالَ الرَّبُّ صَدَقْتَ عَبْدِىْ وَ شَهِدْتَ شَهَادَتَ الْحَقِّ فَابْشِرْ

اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَنَسٍ (رضى) -

হাদীস নং-১০৯। যখন কোন মুয়াযযিন আযান দিতে আরম্ভ করে , তখন প্রতিপালক আল্লাহ তার মাথার উপর তার হাত রাখেন, তিনি হস্ত স্থির রাখেন, যে পর্যন্ত সে আযান হতে অবসর গ্রহণ না করে । আর নিশ্চয় তিনি তার কণ্ঠস্বর বিস্তারের দূরত্ব পর্যন্ত তাকে মাফ করে দেন– তারপর যখন সে আযান শেষ করে অবসর গ্রহণ করে, তখন প্রভু বলেন, হে আমার বান্দা ! তুমি সত্য বলেছ এবং তুমি সত্যের পক্ষে সাক্ষ দিয়েছ। সুতরাং তুমি শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। হাকেম ইহা আনাস (রদি.) – এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١١٠) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِفْتَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا عَنْ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَ مَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِىٌّ – اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضى) –

হাদীস নং-১১০। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন " (হে মুহাম্মদ)! আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচটি সালাত ফরয করেছি। আর আমি স্বয়ং এই অঙ্গীকার করেছি যে, যে ব্যক্তি এই সালাতগুলো ঠিক সময়ে যত্নসহকারে আদায় করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি উহাদের হিফাযত করবে না, তার জন্য আমার কোন প্রতিশ্রুতি নেই।" ইবনু মাজা ইহা আবূ কাতাদা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١١١) اَتَانِىْ جَبْرَائِيْلُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ اِنِّىْ قَدْ فَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ مَنْ وَفِىْ لَهُنَّ عَلٰى وَضُوْئِهِنَّ وَ مَوَاقِيْتِهِنَّ وَ رُكُوْعِهِنَّ وَ سُجُوْدِهِنَّ فَاِنَّ لَهُ عِنْدِىْ بِهِنَّ عَهْدًا اَنْ اُدْخِلَهُ بِهِنَّ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَنِىْ قَدِانْتَقَضَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِىْ عَهْدٌ اِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَ اِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ – اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) –

হাদীস নং-১১১। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান ও মুবারক আল্লাহর নিকট হতে জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, 'হে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেন, " আমি নিশ্চয় তোমার উম্মতের উপর পাঁচটি জিনিস ফরয করেছি। যে ব্যক্তি ঐগুলো উহাদের জন্য অযূ সহকারে, নির্দিষ্ট সময়ে, উহাদের রুকূ ও সিজদা সহকারে সম্পূর্ণরূপে সমাপন করে, নিশ্চয় তার জন্য আমার নিকট উহাদের পরিবর্তে এই অঙ্গীকার রয়েছে যে, আমি উহাদের বদলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি উহার ব্যতিক্রম করে সাক্ষাত করবে তার স্বপক্ষে আমার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। আমি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারি, আর ইচ্ছা করিলে তার প্রতি করুনা ও করতে পারি।" আবূ দাউদ তায়ালিসী ইহা উবাদা ইবনে সামিদ (রদি.)–এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١١١) اَتَانِىَ اللَّيْلَةَ رَبِّىْ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ اَحْسِبُهُ قَالَ فِى الْمَنَامِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَ تَدْرِىْ فِيْمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلٰى قُلْتُ لَا فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَعَلِمْتُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِىْ فِيْمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلٰى قُلْتُ نَعَمْ فِى الْكَفَّارَاتِ وَ الدَّرَجَاتِ فَالْكَفَّارَاتُ الْمَكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَ الْمَشْىُ عَلَى الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَ اِسْبَاغُ الْوَضُوْءِ فِى الْمَكَارِهِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ فَعَلَ ذَالِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَ مَاتَ بِخَيْرٍ وَ كَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ الْيَوْمَ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِذَا صَلَّيْتَ فَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ تَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَ حُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَ اَنْ تَغْفِرَلِىْ وَ تَرْحَمَنِىْ وَ تَتُوْبَ عَلَىَّ وَ اِذَا اَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ قَالَ وَ الدَّرَجَاتُ اِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ – اَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ اَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)–

হাদীস নং-১১২। আমার মহান ও মুবারক প্রভু, সেই রাত্রে তার শ্রেষ্টতম আকৃতিতে আমার নিকট আগমন করলেন। তিনি স্বপ্নে বললেন, "হে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! তুমি কি জান ঊর্ধতম ছতের ফেরেশতা প্রধানগণ কি বিষয়ে ঝগড়া করছে?" আমি বললাম, 'না'। অতঃপর তিনি আমার দুই কাদের মাঝখানে তাঁর হাত রাখিলেন। এমনকি উহার শীতলতা আমি আমার বুকের (উভয় স্তনের) মাঝখানে অনুভব করলাম। তারপর আকাশের যাবতীয় বস্তু চিনে নিলাম, তারপর তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন, "হে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! তুমি কি জান ঊর্ধতম জগতের ফেরেশতা প্রধানগণ কি বিষয়ে ঝগড়া করতেছে?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। গুনাহ মোচনকারী ও পদমর্যাদা বর্ধনাকারী আমলের বিষয়ে। গুনাহ মোচনকারী আমল হল সালাত আদায়ের পর মসজিদে বসিয়া অপেক্ষা করা, জামায়াতে যোগ দেয়ার জন্য পদব্রজে হাঁটিয়া যাওয়া, কষ্ট হওয়া সত্ত্বে ও উত্তমরূপে অযু করা।" আল্লহ্ বললেন, "হে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তুমি সত্য বলেছ। যে ব্যক্তি এই সব করে সে মঙ্গলের সহিত জীবন যাপন করে এবং মঙ্গলের সহিত মৃত্যুবরণ করে। আর তার কৃত গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যায় সেই দিনের মত, যেদিন তার মাতা তাকে প্রশেব করেছিল।" আর তিনি বললেন, "হে মুহাম্মাদ ! যখন তুমি সালাত আদায় কর, তখন বল, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট হতে ভাল কাজ করার তৌফিক, মন্দ কাজ ত্যাগ করার শক্তি ও মিসকিনদের প্রতি ভালবাসা প্রার্থনা করি আর সেই সঙ্গে কামনা করি তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, আমার তওবা গ্রহণ কর। সেই সঙ্গে আরও বল, হে প্রভু!) যখন তুমি তোমার বান্দাগণকে পরীক্ষা করতে চাও, তখন আমাকে অপরীক্ষিত অবস্থায় তোমার নিকট গ্রহন করে লও (মৃত্যু দাও)।" তিনি আরও বলেছেন, পদমর্যাদা বর্ধনকারী কাজ হলো প্রকাশ্যভাবে সালাম করা, ক্ষুধার্তকে আহার্য দান করা এবং রাত্রে যখন মানুষ নিদ্রামগ্ন থাকে তখন সালাত আদায় করা। আবদুর রাযযাক ও আহমদ ইহা ইবনে আব্বাস (রদি.) – এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١١٢) اَوَّلُ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ صَلَاتِهِ فَاِنْ كَانَ اَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ اَتَمَّهَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ انْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكَمِّلُوْنَ بِهَا فَرِيْضَتَهُ ثُمَّ الزَّكٰوةِ كَذَالِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى حَسْبِ ذَالِكَ – اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ وَ ابْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ (رضى)–

হাদীস নং-১১৩। কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট হতে সর্বপ্রথম যে বিষয়ে হিসাব নেয়া হবে উহা হলো তার সালাত। যদি সে উহা পূর্ণ মাত্রায় আদায় করে থাকে তবে উহাকে পূর্ণ লেখা হবে। আর যদি সে উহাকে পূর্ণ না করে থাকে, তা হলে মহান ও পরক্রমশালী আল্লাহ্ ফেরেশতাগণকে বলবেন, দেখ, আমার বান্দার কোন নফল সালাত আছে কিনা , যদ্বারা তোমারা তার ফরয পূর্ণ করে লইতে পার। অতঃপর যাকাত সম্বন্ধে অনুরূপভাবে হিসাব নেয়া হবে। অতঃপর তার সমুদয় আমলের হিসাব অনুরূপভাবে নেয়া হবে। আহমদ ও আবূ দাউদ ইহা তামীমদারী ও ইবনে আবী শায়বা (রদি.)– এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١١٤) اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَعْمَالِهِمِ الصَّلَاةُ يَقُوْلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهٖ وَهُوَاَعْلَمُ انْظُرُوْا فِيْ صَلَاةِ عَبْدِيْ هَلْ اَتَمَّهَا اَمْ نَقَصَهَا فَاِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَاِنْ كَانَ تَنَقَّصَ مِنْهَ شَيْئًا قَالَ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ مَنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ اَتِمُّوْا لِعَبْدِيْ فَرِيْضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهٖ ثُمَّ تُوْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلَي ذَالِكُمْ – اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي) –

হাদীস নং-১১৪। কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট হতে সর্বপ্রথম যে বিষয়ে হিসাব নেয়া হবে উহা হলো তার সালাত। যদি সে উহা পূর্ণ মাত্রায় আদায় করে থাকে তবে উহাকে পূর্ণ লেখা হবে। আমাদের মহান ও প্রতাপশালী প্রভু তাঁর ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস করবেন, অবশ্য তিনি সর্বজ্ঞ, "তোমরা আমার বান্দার সালাতের দিকে লক্ষ করে দেখ, সে উহা পূর্ণ করেছে অথবা অপূর্ণ রাখিয়াছে। যদি উহা পূর্ণ করে থাকে তবে উহা তার জন্য পূর্ণ লেখা হবে, আর যদি উহাতে কোন ত্রুটি হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল আমল আছে কিনা। যদি তার নফর আমল থাকে তবে আল্লাহ বলবেন, আমার বান্দার জন্য তার ফরয নফল দ্বারা পূর্ণ করে দাও। অতঃপর যাবতীয় আমালের হিসাব অনুরূপভাবে গ্রহণ করা হবে। আহমদ ও আবূ সাইদ ইহা আবূ হুরায়রা (রদি.) – এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(১১৫) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰي يَاابْنَ اٰدَمَ لَاتَعْجَزْ عَنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ- اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءَ (رضي)-

হাদীস নং-১১৫। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে বনি আদম! দিনের প্রথমাংশে চার রাকাত সালাত আদায়ে অক্ষম হইও না, উহার শেষে আমি তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করব।" তিবরানী ইহা আবুদ্ দারদা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(১১৬) عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وَ طَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنَ حَيِّهِ وَاَهْلِهِ اِلَي صَلَاتِنَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِيْ ثَارَمِنْ وَطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنَ حَيِّهِ وَاَهْلِهِ اِلٰى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيْهَا عِنْدِيْ وَشَفَقًا مِّمَّا عِنْدِيْ وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَانْهَزَمَ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْاِنْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوْعِ فَرَجَعَ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوا اِلٰى عَبْدِيْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِيْ وَشَفَقًا مِّمَّا عِنْدِيْ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهُ- اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى)-

হাদীস নং-১১৬। আমাদের প্রভু দুই ব্যক্তির উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাদের এক ব্যক্তি, যে রাত্রে তার স্ত্রী, শিশু এবং নরম বিছানা লেপ ছেড়ে আমার সালাতের জন্য উঠিয়া আসে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ফেরেশতগণকে ডেকে বলেন, "তোমরা লক্ষ কর, যে তার স্ত্রী-পরিজন ছেড়ে, কোমল বিছানা ও লেপ হতে আমার সালাতের জন্য উঠে গেছে শুধুমাত্র আমার নিকট যে প্রতিদান রয়েছে, তার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে এবং আমার নিকট যে শাস্তি রয়েছে উহার ভয়ে।" দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারপর পরাস্ত হয়ে পালায়ন করেছে। অতঃপর পালায়ন করার শাস্তি উপলব্ধি করেছে এবং দ্বিতীয়বার যুদ্ধে ফিরে আসলে তার কি হবে উহাও উপলব্ধি করেছে, তারপরও যুদ্ধে ফিরে গেছে এমকি শত্রুকর্তৃক তার রক্ত ক্ষরিত হয়েছে। তখন আল্লাহ্ তার ফেরেশতাগণকে বলেন, "তোমরা আমার এই বান্দার প্রতি লক্ষ কর, সে আমার নিকট যে প্রতিদান রয়েছে সে আগ্রহে এবং আমার নিকট যে শাস্তি রয়েছে উহার ভয়ে পুনরায় যুদ্ধে ফিরে গেছে। এমকি তার রক্ত ক্ষরিত হয়েছে।" আহমদ ইহা ইবনে মাসুদ (রদি.)- এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١١٧) قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ثَلَاثٌ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ كَانَ وَلِيًّ حَقًّا وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ فَهُوَ عَدُوِّيْ حَقًّا اَلصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- اَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ اَنَسٍ (رضى) -

হাদীস নং-১১৭। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তিনটি বস্তু আছে যে ব্যক্তি উহার হিফাযত করে সে আমার প্রকৃত বন্ধু। আর যে ঐগুলো নষ্ট করে সে আমার শত্রু। উহা হচ্ছে- সালাত, সাওম ও স্ত্রী সহবাসের গোসল। ইবনুন নাজ্জার ইহা আনাস (রদিঃ)- এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١١٨) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَحِبُّ اِلَيَّ عَبْدِيْ بِاَحَبَّ اِلَيَّ مَنْ اَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ- اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ عَنْ عَلِيٍّ (رضى) -

হাদীস নং-১১৮। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার কোন বান্দা আমার নিকট প্রিয় হয় না অন্য কোন প্রিয়বস্তু দ্বারা, যতক্ষণ সে আমি তার উপর যা ফরয করেছি, তা সম্পন্ন না করে।" খাতীব ইহা আলী (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١١٩) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى اِنَّمَا اَتَقَبَّلُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ تَوَاضَعَ لِعَظْمَتِيْ وَلَمْ يَتَكَبَّرْ عَلَى خَلْقِيْ وَقَطَعَ نَهَارَهُ بِذِكْرِيْ وَ لَمْ يَبِتْ مُصِرًّا عَلٰى خَطِيْئَتِهٖ يُطْعِمُ الْجَائِعَ وَ يُؤْوِى الْغَرِيْبَ وَ يَرْحَمُ الصَّغِيْرَ وَ يُوَقِّرُ الْكَبِيْرَ فَذَالِكَ الَّذِيْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ وَ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبُ لَهُ وَ يَتَضَرَّعُ اِلَيَّ فَأَرْحَمَهُ فَمَثَلُهُ عِنْدِيْ كَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْجِنَانِ لَا تَسْنَّى ثِمَارُهَا وَ لَا يَتَغَيَّرُ حَالُهَا - اَخْرَجَهُ الدَّارُ قُطْنِيْ عَنْ عَلِيٍّ (رضى) -

হাদীস নং-১১৯। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আমি সেই ব্যক্তির সালাত গ্রহণ করি, যে আমার মহত্ত্বের নিকট বিনয়ে নত হয়, আর আমার

সৃষ্টির নিকট গর্ব করে বেড়ায় না, আর আমার স্মরণে কাল যাপন করে এবং স্বীয় গুনাহে অবিরত বাড়াবাড়ি করে রাত্রি যাপন করে না। সে ক্ষুধার্তকে আহার্য দান করে, অতিথিকে আশ্রয় দান করে, ছোটকে স্নেহ করে এবং বড়কে সম্মান করে। অতঃপর এই সেই ব্যক্তি, যে আমার নিকট কোন কিছু চাহিলে আমি তাকে দান করি, আমার নিকট দু'আ করিলে আমি তার দু'আ কবূল করি। আর সে আমার নিকট কাকুতি-মিনতি করিলে আমি তার প্রতি কৃপা বর্ষণ করি। তার উপমা আমার নিকট জান্নাতসমূহের মধ্যে ফিরদাউসের অনুরূপ, যার ফলসমূহ পচিয়া বিনষ্ট হয় না এবং যার অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে।" দারুকুতনী ইহা আলী (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٢٠) اِذَا بَقِىَ ثُلُثُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللّٰهُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَدْعُوْنِىْ اَسْتَجِيْبُ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَسْتَغْفِرُنِىْ اَغْفِرُ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ اَكْشِفُهُ عَنْهُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَسْتَرْزِقُنِىْ اَرْزُقُهُ حَتّٰى يَتَفَجَّرَ الْفَجْرُ - اَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) -

হাদীস নং-১২০। যখন রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট বাকি থাকে, তখন আল্লাহ্ পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নামিয়া আসেন এবং বলেন, কে আছ, যে আমার নিকট দু'য়া করে যেন আমি তার দু'য়া কবুল করতে পারি? কে আছে, যে আমার নিকট ক্ষমা চায় যেন আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি? কে আছে, যে আমার নিকট বিপদ দূর করার জন্য প্রার্থনা করে, যেন আমি তার বিপদ দূর করতে পারি? কে আছে, যে আমার নিকট রিযিক চায় যেন আমি তাকে রিযিক দিতে পারি? (আল্লাহ এই রূপ বলিতে থাকেন) যে পর্যন্ত না প্রভাত হয়। ইবনু নাজ্জার ইহা আবূ হুরায়রা (রদি.) এর- সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٢١) يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الاٰخَرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبُ لَهُ مَنْ يَّسْئَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهُ - اَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَ الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) -

হাদীস নং-১২১। আমাদের মহান ও মুবারক প্রভু প্রতি রাতে নিকটতম আকাশে নামিয়া আসেন। কারণ যখন রাত্রির এক- তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তখন তিনি বলেন, "কে আমাকে ডাকিবে, যেন আমি তার উত্তর দিতে পারি? কে আমার নিকট চাহিবে, যেন আমি তাকে প্রার্থিত বস্তু দিতে পারি? কে আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করবে, যেন আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি? মালিক ও শায়খাইন ইহা আবূ হুরায়রা (রদি.)- এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٢٢) هَلْ تَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ رَبُّكُمْ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا وَ حَافَظَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَهُ عَلَيَّ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا وَ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا وَ ضَيَّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلاَ عَهْدَ لَهُ عَلَيَّ اِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَ اِنْ شِئْتُ عَفَرْتُ لَهُ - اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رضى) -

হাদীস নং-১২২। তোমরা কি যান তোমার প্রতিপালক কি বলেন? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সালাতগুলো উহাদের নির্ধারিত সময়ে আদায় করে, উহাদের হিফাযত করে, আর উহাদের দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে নষ্ট করে না, তার স্বপক্ষে আমার উপর কর্তব্য এই যে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি এই সালাতগুলো উহাদের সময়মত আদায় করে না উহাদের হিফাযত করে না, আর উহাদের হক উপেক্ষা করে তা নষ্ট করে দেয়, তার অনুকুলে আমার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। যদি আমি ইচ্ছা করি তাকে শাস্তি দিতে পারি, আর যদি ইচ্ছা করি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারি। তাবরানী ইহা কা'ব ইবনে উজরা (রদি.) - এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

শাবান, রমযান ও দুই ঈদের ফযীলত

(١٢٣) اِذَاكَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَتَهَا وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ فِيْهَا بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلاَ مُسْتَغْفِرٌ فَاَغْفِرَلَهُ اَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقَهُ اَلاَ مُبْتَلٍ فَاُعَافِيَهُ اَلاَ سَائِلٌ فَاُعْطِيَهُ اَلاَ كَذَا حَتّٰى يَطْلَعَ الْفَجْرُ ـ اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَلِيٍّ (رضى) –

হাদীস নং-১২৩। যখন শাবান মাসের অর্ধেকের (অর্থাৎ পনের তারিখের) রাত্রি আসে তখন তোমরা সেই রাত্রিতে কিয়াম কর (ইবাদত কর) এবং দিনে রোযা রাখ। কারণ আল্লাহ্ উহাতে সূর্যাস্তের পর পরই দুনিয়ার নিকটতম আকাশে নামিয়া আসেন এবং বলেন, "কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী কি নেই যে, আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি? কোন রিযিক অনুসন্ধানকারী নেই যে, আমি তাকে রিযিক দিতে পারি? কোন পীড়িত ব্যক্তি নেই যে, আমি তাকে সুস্থাতা দান করতে পারি? কোন আখাঙ্ক্ষাকারী নেই যে, আমি তাকে প্রার্থিত বস্তু দিতে পারি? এইরূপ নেই কি এইরূপ নেই কি" বলা হতে থাকে, যে পর্যন্ত না ফজরের উদয় হয়। ইবনে মাজা আলী (রদি.)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٢٤) كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ اِلَى مَايَشَاءُ اللّٰهُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَلِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فِيْهِ اَطْيَبُ عِنْدَاللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ـ اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

হাদীস নং-১২৪। বনি আদমের প্রত্যেক কাজের সওয়াব দশগুন হতে সাতাশ গুণ পর্যন্ত অথবা তদুর্ধ্বে বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। আল্লাহ্ যদি তা ইচ্ছা করেন। মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেন, শুধু রোযা ব্যতীত। "কারণ উহা বিশেষভাবে আমারই জন্য এবং আমি উহার প্রতিদান দেব। সে আমার জন্য তার কামস্পৃহা ও আহার পরিত্যাগ করে। "রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে একটি আনন্দ তার ইফতারের সময়, আর অপর আনন্দটি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয় মৃগের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মৃগনাভির সুগন্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্টতর । আহমদ ও মুসলিম ইহা আবূ হুরায়রা (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٢٥) اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اِنَّ الصَّوْمَ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ اِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِيَ اللّٰهُ مَجَزَاهُ فَرِحَ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَاللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ـ اَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَلِيٍّ (رضى) –

হাদীস নং-১২৫। মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই রোযা আমার জন্য এবং আমিই উহার প্রতিদান দেব।" নিশ্চয়ই রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রয়েছে- একটি যখন সে ইফতার করে তখন, আর একটি যখন সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে এবং আল্লাহ্ তাকে প্রতিদান দিবেন তখন। আর যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তার শপথ! নিশ্চয়ই রোযাদারদের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মৃগনাভির গন্ধ অপেক্ষা বেশি সুগন্ধময়। নাসায়ী ইহা আলী (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٢٦) اِنَّ رَبَّكُمْ يَقُوْلُ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ وَالصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَاِنَّ جَهِلَ عَلَى اَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ اِنِّيْ صَائِمٌ ـ اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) –

হাদীস নং-১২৬। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু বলেন, "প্রত্যেক নেকী উহার দশগুনেরসমতুল্য হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত ধরা হয়। কিন্তু রোযা আমারই জন্য, আর আমিই উহার প্রতিদান দিয়ে থাকি।" রোযা জাহান্নাম হতে বাঁচিবার ঢালস্বরূপ আর রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মৃগনাভির গন্ধ হতে অধিকতর সুগন্ধযুক্ত। আর যখন রোযা রাখা অবস্থায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোন মুর্খ অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তখন তার বলা উচিত, আমি রোযাদার। তিরমিযী ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٢٧) قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصِّيَامُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِ كُمْ فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَيَصْخَبُ وَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَا تَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّى اَمْرُءٌ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا افْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهٖ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهٖ - اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) -

হাদীস নং-১২৭। মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌ বলেছেন, "বনি আদমের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য, শুধু রোযা ব্যতীত। উহা নিশ্চয়ই আমার জন্য এবং আমিই উহার প্রতিদান দেব।" রোযা একটি ঢালস্বরূপ। যখন তোমাদের কারো জন্য রোযার দিন আসে, সে যেন কোন খারাপ কথা না বলে এবং চিৎকার না করে। আর যদি কেহ তাকে গালি দেয় অথবা তার সহিত ঝগড়া করে, তখন তার বলা উচিত, "আমি রোযাদার ব্যক্তি।" আমি মুহাম্মদের প্রাণ যাঁহার হাতে তাঁর শপথ, নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মৃগনাভির গন্ধ অপেক্ষা উত্তম। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রয়েছে যা সে উপভোগ করে যখন সে ইফতার করে তখন এবং যখন সে তার প্রভুর দীদার লাভ করবে তখন। শায়খাইন ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٢٨) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحَسَنَةُ عَشْرٌ وَأَزِيْدُ وَالسَّيِّئَةُ وَاحِدَةٌ وَأَمْحُوْهَا وَالصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ أَصُوْمُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَمِجَنِّ السِّلَاحِ مِنَ السَّيْفِ ـ أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ عَنْ رَجُلٍ ـ

হাদীস নং-১২৮। মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেছেন, "নেকী দশগুণ ও ততোধিক ধরা হয়। আর গুনাহ্ একটিই ধরা হয়, উহাও আমি মুছিয়া ফেলি। আর রোযা আমারই জন্য এবং আমিই উহার প্রতিদান দেব।" রোযা আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি হতে বাঁচিবার জন্য ঢালস্বরূপ। যদ্দারা তরবারীর মত অস্ত্র হতে রক্ষা পাওয়া যায়। বাগাভী ইহা কোন এক ব্যক্তির নিকট হতে সংগ্রহ করেছেন।

(١٢٩) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَحَبُّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا ـ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) ـ

হাদীস নং-১২৯। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে রোযা খুলবার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি ত্বরান্বিত"। আহমদ ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٣٠) إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَنْزِلُ جِبْرَائِيْلُ فِيْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ فَإِذَا كَانَ عِيْدِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِيْ مَا جَزَاءُ أَجِيْرٍ يَوْمُ وَفّٰى عَمَلَهُ قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاؤُهُ أَنْ يُّوَفّٰى أَجْرَهُ قَالَ مَلَائِكَتِيْ عَبِيْدِيْ وَإِمَائِيْ قَضَوْا فَرِيْضَتِيْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوْا يَعِجُّوْنَ إِلَيَّ بِالدُّعَاءِ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكَرَمِيْ وَعُلُوِّيْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِيْ لَأُجِيْبَنَّهُمْ فَيَقُوْلُ ارْجِعُوْا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرًا لَهُمْ ـ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ (رضى) ـ

হাদীস নং-১৩০। যখন লায়লাতুল কদর আসে, তখন জিবরাঈল (আ) ফেরেশতাদের একটি জামায়াত সহ অবতীর্ণ হন এবং যে বান্দা দন্ডায়মান বা উপবিষ্ট হয়ে আল্লাহর যিকির করে তাদের প্রত্যেকের উপর দু'য়া বর্ষণ করতে থাকেন। তৎপর যখন তাদের ঈদ আসে, তখন আল্লাহ্ তাদের জন্য তাঁর ফেরেশতাদের কাছে গৌরব করে বলেন, "হে আমার ফেরেশতাগণ! যে মজুর তার কাজ সমাপ্ত করেছে তার কি প্রতিদান হতে পারে?" ফেরেশতাগণ আরয করে, "হে আমাদের প্রভু! তার প্রতিদান তার মজুরি পূর্ণমাত্রায় দিয়ে দেয়া।" আল্লাহ বলেন, "হে ফেরেশতাগণ ! আমার বান্দা ও বান্দিগণ ! তাদের উপর আমার নির্ধারিত ফরয পূর্ণ করেছে, তারপর উচ্চস্বরে দোয়া করতে করতে ঈদের সালাতের জন্য বের হয়ে গেছে। অতএব আমার ইয্যত, আমার মহব্বত, আমার করুণা, আমার উচ্চ মর্যাদা ও আমার উচ্চ পদের শপথ! আমি নিশ্চয় তাদের দো'আ মঞ্জুর করব।" তারপর তিনি বলেন, "তোমরা প্রতাবর্তন কর আমি নিশ্চয়ই তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।" অতঃপর তারা ক্ষমাকৃত অবস্থায় প্রতাবর্তন করবে। বায়হাকী ইহা আনাস (রদি.) - এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٣١) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَّمْ يَصُمْ جَوَارِحُهُ عَنْ مَحَارِمِىْ فَلَاحَاجَةَ لِىْ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ اَجْلِىْ - اَخْرَجَهُ اَبُوْنُعَيْم عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) -

হাদীস নং-১৩১। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, "যে ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার নিষিদ্ধ কাজগুলো হতে রোযা রাখে না (বিরত থাকে না), আমার উদ্দেশ্যে তার পানাহার ছেড়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আবূ নুয়াইম ইহা ইবনে মাসঊদ (রদিঃ) সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(১৩১) اِذَا كَانَ اَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَادَى مُنَادِىَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ رِضْوَانَ خَازِنَ الْجَنَّةِ يَقُوْلُ يَارِضْوَانُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ سَيِّدِىْ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُوْلُ زَيِّنِ الْجِنَانَ لِلصَّائِمِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَلَاتُغْلِقْهَا حَتَّى يَنْقَضِىَ شَهْرُهُمْ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّانِى اَوْحَى اللّٰهُ اِلَى مَالِكِ خَازِنِ النَّارِ يَامَالِكُ اَغْلِقْ اَبْوَابَ النِّيْرَانِ عَنِ الصَّائِمِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَلَاتُفْتِحْ حَتَّى يَنْقَضِىَ شَهْرُهُمْ ثُمَّ اِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَى جِبْرَائِيْلَ يَاجِبْرَائِيْلُ اهْبِطْ اِلَى الْاَرْضِ فَغُلَّ مَرَدَةَ الشَّيَاطِيْنِ وَعُتَاةَ الْجِنِّ حَتَّى لَايُفْسِدُوْا عَلَى عِبَادِىْ صَوْمَهُمْ وَاِنَّ لِلّٰهِ مَلَكًا رَأْسُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَرِجْلَاهُ فِىْ تُخُوْمِ الْاَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلٰى لَهُ جَنَاحَانِ اَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْاٰخَرُ بِالْمَغْرِبِ اَحَدُهُمَا مِنْ يَاقُوْتٍ اَحْمَرَ وَالْاٰخَرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ اَخْضَرَ يُنَادِىْ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ هَلْ مِنْ صَاحِبِ حَاجَةٍ فَيُشَفَّعُ لِحَاجَتِهِ يَاطَالِبَ الْخَيْرِ اَبْشِرْ يَاطَالِبَ الشَّرِّ اَقْصِرْ وَاَبْصِرْ اَلَا وَاِنَّ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ عِنْدَ السُّحُوْرِ وَالْاِفْطَارِ سَبْعَةَ الْاٰفِ عَتِيْقٍ مِّنَ النَّارِ قَدِاسْتَوْجَبُوْاالْعَذَابَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَاِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ هَبَطَ جِبْرَائِيْلُ فِىْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ لَهُ جَنَاحَانِ اَخْضَرَانِ مَنْظُوْمَانِ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ لَايَنْشُرُهُمَا جِبْرَائِيْلُ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ اِلَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً وَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اَمَّا الْمَلَائِكَةُ فَهُمْ تَحْتَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَاَمَّا الرُّوْحُ فَهُوَ جِبْرَائِيْلُ يَمْسَحُ بِجَنَاحَيْهِ فَيُسَلِّمُ عَلَىَ الْقَائِمِ وَالنَّائِمِ وَالْمُصَلِّى فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامُؤْمِنُ حَتّٰى اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَعِدَ جِبْرَائِيْلُ وَمَعَهُ الْمَلَائِكَهُ فَيَتَلَقَّاهُ اَهْلُ السَّمٰوٰتِ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ يَاجِبْرَائِيْلُ مَافَعَلَ الرَّحْمٰنُ عَزَّ وَجَلَّ بِاَهْلِ بِيُوْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَيَقُوْلُ جِبْرَائِيْلُ خَيْرًا ثُمَّ يَتَلَقَّاهُ الْكَرُوْ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ مَافَعَلَ الرَّحْمٰنُ بِالصَّائِمِيْنَ شَهْرَرَمَضَانَ فَيَقُوْلُ جِبْرَائِيْلُ خَيْرًا ثُمَّ يَسْجُدُ جِبْرَائِيْلُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ فَيَقُوْلُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ يَا مَلَائِكَتِىْ اَرْفَعُوْا رُؤُسَكُمْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِلصَّائِمِيْنَ شَهْرَ رَمَضَانَ اِلَّا لِمَنْ اَبَى اَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ جِبْرَائِيْلُ وَجِبْرَائِيْلُ لَايُسَلِّمُ فِى تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ وَلَا عَشَّارٍ وَلَا سَاحِرٍ وَلَاصَاحِبِ كُوْجَةٍ وَلَاعَرْطَبَةٍ وَلَاعَاقِ الْوَالِدَيْنِ فَاِذَا كَانَ يَوْ الْفِطْرِنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ فَوَ قَفَتْ عَلٰى اَفْوَاهِ الطُّرُقِ يَقُوْلُوْنَ يَااُمَّةَ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اُغْدُوْا اِلٰى رَبٍّ كَرِيْمٍ فَاِذَا صَارُوْا فِى الْمُصَلّٰى نَادَى الْجَبَّارُ فَقَالَ يَامَلَائِكَتِىْ مَاجَزَاءُ الْاَجِيْرِ اِذَا فَرَغَ مِنْ عَمَلِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاجَزَاؤُهُ اَنْ يُوَفّٰى اَجْرَهُ قَالَ فَاِنَّ هٰؤُلَاءِ عِبَادِىْ وَبَنُوْ عِبَادِىْ اَمَرْتُهُمْ بِالصِّيَامِ فَصَامُوْا وَاَطَاعُوْنِىْ وَقَضَوْا فَرِيْضَتِىْ فَيُنَادِى الْمُنَادِىْ يَااُمَّةَ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اِرْجِعُوْا رَاشِدِيْنَ قَدْغَفَرْتُ لَكُمْ ـ اَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِيْنٍ عَنْ اَنَسٍ (رضى).

হাদীস নং-১৩২। যখন রমযান মাসের প্রথম দিন আসে তখন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর আহ্বায়ক জান্নাতের অধ্যক্ষ রিজওয়ান কে ডাকে, সে বলে, ওহে রিজওয়ান! তখন রিজওয়ান উত্তরে বলে, হে প্রভু! দাস আপনার খেদমতে উপস্থিত আছে। তখন আল্লাহর আহ্বাক বলে, মহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত রোযাদার ও ইবাদতকারীদের জন্য জান্নাতকে সজ্জিত কর। আর তাদের (রমযান) মাস অতিবাহিকন না হওয়া পর্যন্ত উহার দরজা বন্ধ করোনা। অতঃপর যখন দ্বিতীয় দিন আসে তখন আল্লাহ জাহান্নামের অধ্যক্ষ মালেককে ওহীর মাধ্যমে বলেন, হে মালেক! মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের রোযাদার ও রাত্রিতে ইবাদতকারীদের জন্য দোযখগুলোর দরজা বন্ধ করে দাও এবং তাদের এই মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত খুলিওনা । অতঃপর যখন তৃতীয় দিন আসে তখন জিবরাঈল (আ)- এর নিকট ওহী পাঠান, হে জিবরাঈল! তুমি পৃথিবীতে অবতরন কর এবং বিদ্রহী শয়তান ও উদ্ধত জিনগুলোকে শিকলে বাঁধিদয়া রাখ, যেন তারা আমার বান্দাদের রোযা নষ্ট করতে না পারে।" আর নিশ্চয় আল্লাহ্ র এরূপ একজন ফেরেশতা আছে, যার মাথা আরশের নিচে রয়েছে এবং পদ্বদয় দুনিয়ার সপ্তম স্তরে অবস্থিত আর তার দুটি বাহুর মধ্যে একটি রয়েছে সূর্যদয়ের স্থলে, অপরটি সূর্য অস্তের দিগন্তে, একটি লাল ইয়াকুত পাথরের তৈরী, অপরটি সবুজ মর্মর পাথর দ্বারা গঠিত। সে রমযান মাসের প্রতি রাত্রে এই বলে আহব্বান করতে থাকে যে, "কোন তওবাকারী আছে কী, যার তওবা গ্রহন করা হবে? কোন ক্ষমা প্রার্থীকারী আছে কি যাকে ক্ষমা করা হবে? কোন অভাবগ্রস্থকারী আছে কি, যার অভাব পূর্ণকরা হবে? হে মঙ্গলপ্রার্থী তুমি খুশি হও, হে অমঙ্গলকারী! তুমি বিরত থাক এবং মনোনিবেশ কর। সাবধান, নিশ্চয় মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর আদেশে প্রতি রাত্রে সেহরী ও ইফতারের সময়ে জাহান্নাম হতে সাত হাজার লোক মুক্তি লাভ করে, যারা ছতের প্রতিপালকের শাস্তির যোগ্য হয়েছিল।"অতঃপর যখন লায়লাতুল কদর আসে তখন জিবরাঈর (আ) ফেরেশতাদের সমভিব্যাহারে পৃথিবীত অবতীর্ণ হন, মুক্তা ও ইয়াকুত খচিত তাঁর দুইটি সবুজ বাহু আছে। জিবরাঈল হইা প্রতি বছর শুধু এক রাত্রি ব্যতিত (অন্য কোন সময়ে) প্রসারিত করেনা। আর ইহাই মহান আল্লাহর উক্তি, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণ ও জিবরাঈর অবতরণ করেন। ফেরেশতাদের বলতে সেই সমস্ত ফেরেশতাদের বুঝায় যার সিদরাতুল মুনতার নিচে অবস্থান করে আর রূহ বলতে জিবরাঈলকে বোঝায়, যিনি তাঁর

পাখা দ্বারা (ধরিত্রীকে) স্পর্শ করতে থাকেন। আর পানি স্থলে, দন্ডায়মান, ঘুমন্ত ও নামাযিদের উপর এই বলে সালাম বর্ষণ করতে থাকেন, "তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হব। হে'মুমিন!" অতঃপর যখন সূর্য উদিত হয় তখন জিবরাঈল ও তাঁর সহিত অন্যান ফেরেশতা ঊরধে আরহণ করেন। তাঁহাদের সহিত আকাশসমূহের অধিবাসিদের সাক্ষাৎ হয় এবং তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, " হে জিবরাঈর! করুণার আধার মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু উক্তির অন্তর্ভুক্তদের জন্য কি করেছেন? জিবরাঈল উত্তরে বলেন, "কল্যাণ করেছেন।" তৎপর তার সহিত ফেরেশতাদের মধ্যে প্রধানদের সাক্ষাত হয় এবং তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, " করুণাময় আল্লাহ্ রমযান মাসে রোযাদারদের জন্য কি করেছেন?" জিবরাঈল উত্তরে বলেন, "ভাল করেছেন"। তারপর জিবরাঈল এবং তাঁর সঙ্গী ফেরেশতাগণ সিজদায় পতিত হন। তখন পরক্রশালী ও মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে আমার ফেরেশতাগণ! তোমরা তোমাদের মাথা উঠাও, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি। আমি নিশ্চয়ই রমযান মাসে রোযাদারদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যার প্রতি সালাম করতে জিবরাঈল অস্বীকার করেছে।" আর জিবরাঈল সেই রাত্রে মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি, অন্যায়ভাবে কর আদায়কারী ব্যক্তি , জাদুকর, দাবা খেলোয়াড়, বংশীবাদক ও পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তির প্রতি সালাম করে না। অতঃপর যখন ঈদ- উল- ফিতরের দিন আসে, তখন ফেরেশতাগণ নামিয়া আসে এবং সমুদয় রাস্তার মুখে দন্ডায়মান হয়ে বলে! হে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - এর উম্মতগণ! করুণাময় প্রভুর দিকে অগ্রসর হও।" অতঃপর যখন তারা সালাতের স্থানে উপস্থিত হয় তখন প্রতাপশালী আল্লাহ্ এই বলে ডাকেন, "হে আমার ফেরেশতাগণ! যে মজুর তার কাজ শেষ করে অবসর গ্রহণ করে তার প্রতিদান কি হতে পারে? তারা আরয করে, হে আমাদের প্রভু! তার প্রতিদান তাকে পূর্ণ মজুরি দিয়ে দেয়া। তখন আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় ইহারা আমার দাস ও দাসদের সন্তান- সন্ততি, আমি তাদেরকে রোযা রাখতে আদেশ করেছিলাম। অতঃপর তারা রোযা রেখেছে, আমার আদেশ পালন করেছে।" তৎপর আহবানকারী এই বলে ডাকে, "হে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মাত! তোমরা সৎ পথ প্রদর্শিত অবস্থায় ফিরিয়া যাও । নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" ইবনু শাহিন ইহা আনাস (রদি.)- এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

যাকাত, দান-খয়রাত ও সদকার ফযীলত

(١٣٣) قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ ـ اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) ـ

হাদীস নং-১৩৩। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "তুমি আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ কর, তোমার জন্য খরচ করা হবে।" বুখারী ও মুসলিম ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٣٤) قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى يَاابْنَ اٰدَمَ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ فَاِنَّ يَمِيْنَ اللّٰهِ مَلَاَى سَحَّاءُ لَايَغِيْضُهَا شَئْىٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ـ اَخْرَجَهُ الدَّارُقُطْنِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) ـ

হাদীস নং-১৩৪। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে ইবনে আদম! তুমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে খরচ কর, তোমার জন্য খরচ করা হবে। কারণ আল্লাহ্র দক্ষিণ হস্ত পরিপূর্ণ ও দানশীল, দিবা-রাত্রির দান উহার কিছু পরিমাণ কমাতে পারে না।" দারুকুতনী ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٣٥) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى الْمُنْفِقُ يُقْرِضُنِىْ وَالْمُصَلِّىْ يُنَاجِيْنِىْ. اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ ـ

হাদীস নং-১৩৫। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমার উদ্দেশ্যে খরচকারী আমাকে ধার দিয়ে থাকে। আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি আমার সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা বলে।" দায়লামী ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(١٣٦) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى اَلسَّخِىُّ مِنِّىْ وَ اَنَا مِنْهُ ـ اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ ـ

হাদীস নং-১৩৬। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "দাতা আমার (বন্ধু) এবং আমি তার (বন্ধু)।" দায়লামী ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(١٣٧) قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى يَاابْنَ اٰدَمَ اِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ فَهُوَ خَيْرٌلَّكَ وَاِنْ تُمْسِكْهُ فَهُوَشَرٌّلَّكَ وَلَاتُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ وَابْدَأْبِمَنْ تَعُوْلُ وَالْيَدُالْعُلْيَا خَيْرٌمِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى ـ اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) ـ

হাদীস নং-১৩৭। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে আদমের সন্তান! তোমার পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে ফেলা ভাল। আর উহা ধরে রাখা তোমার জন্য মন্দ। তোমার জীবিকার পরিমাণ (তোমার হাতে) রাখার জন্য তুমি নিন্দনীয় নও। আপন পরিবারের লোক হতে খরচ আরম্ভ কর। উপরের হাত নিচের হাত হতে শ্রেষ্ঠতর।" বায়হাকী ইহা আবূ উমামা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٣٨) لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الاَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيْدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَاَلْقَاهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خَلْقِ الْجِبَالِ فَقَالَتْ يَارَبِّ هَلْ فِىْ خَلْقِكَ شَئْئٌ اَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ قَالَ نَعَمْ اَلْحَدِيْدُ قَالَتْ يَارَبِّ هَلْ فِىْ خَلْقِكَ شَئْئٌ اَشَدُّ مِنَ الْحَدِيْدِ قَالَ نَعَمْ اَلنَّارُ قَالَتْ يَارَبِّ هَلْ فِىْ خَلْقِكَ شَئْئٌ اَشَدُّ مِنَ النَّارِ قَالَ نَعَمْ اَلْمَاءُ قَالَتْ يَارَبِّ فَهَلْ فِىْ خَلْقِكَ شَئْئٌ اَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ اَلرِّيْحُ قَالَتْ يَارَبِّ فَهَلْ فِىْ خَلْقِكَ شَئْئٌ اَشَدُّ مِنَ الرِّيْحِ قَالَ نَعَمْ ابْنُ اٰدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيَمِيْنِهٖ وَيُخْفِيْهَا عَنْ شِمَالِهٖ ـ اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

হাদীস নং-১৩৮। যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তখন উহা দুলিতে লাগিল। অতঃপর তিনি পাহাড় সমূহ পয়দা করলেন এবং উহাদিগকে জমিনের উপর স্থপন করলেন, তারপর পৃথিবী স্থির হলো। তখন

ফেরেশতাগণ পাহাড়ের সৃষ্টি দেখে আশ্চর্যান্বিত হলো এবং আরয করল, "হে প্রভু! আপনার সৃষ্টির ভিতরে এই পাহাড়গুলোর চেয়ে বেশি শক্ত কোন বস্তু আছে কি?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ" লোহা" তখন তারা বলল, " হে প্রভু! আপনার সৃষ্টির ভিতরে লোহার চেয়ে অধিকতর শক্ত কোন বস্তু আছে কি?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আগুন।" আবার তারা বলল, "হে প্রভু! আপনার সৃষ্টির ভিতরে আগুনের চেয়ে শক্ত কোন বস্তু আছে কি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, পানি।" তারা আবার বলল, "হে প্রিয় প্রভু! আপনার সৃষ্টির ভিতরে পানির চেয়ে শক্ত কোন বস্তু আছে কি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, বাতাস।" তারা বলল , "হে প্রভু! আপনার সৃষ্টির ভিতরে বাতাসের চেয়ে শক্ত কোন বস্তু আছে কি?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তা হলো আদম সন্তানের দান, যা সে ডান হাতে দান করে এবং বাম হাত হতে উহা গোপন রাখে।" আহমদ ও তিরমিযী ইহা আনাস (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٣٩) قَالَ لِيْ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى اِنَّ هٰذَا دِيْنٌ اَرْتَضِيْهِ لِنَفْسِيْ وَ لَنْ يُّصْلِحَهُ اِلاَّ السَّمَاحَةُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ فَاَكْرِمُوْهُ بِهِمَا مَا صَحِبْتُمُوْهُ - اَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ جَابِرٍ (رضى)

হাদীস নং-১৩৯। জিবরাঈল (আ) আমাকে নবী বলেছেন, মহান ও মুবারক আল্লাহ্ বলেছেন, " নিশ্চয়ই ইহা এরূপ একটি দীন, যা আমি আমার নিজের জন্য পছন্দ করি, আর দানশীলতা ও চরিত্রদের সততা ভিন্ন অন্য কিছু কখনও ইহার শুদ্ধি সাধন করতে পারবে না। অতএব যতদিন তোমরা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাক ততদিন উহাকে বদান্যতা সচ্চরিত্রতা দ্বারা সম্মান কর।" ইবনু আসাকির ইহা জাবির (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٤٠) اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اِنَّا اَنْزَلْنَا الْمَالَ لِاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادٍ لَاَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ ثَانٍ وَ لَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَاَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ اِلَيْهِمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَاُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِيْ وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ -

হাদীস নং-১৪০। নিশ্চয়ই মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমি সুষ্ঠুভাবে সালাত কায়েম করার জন্য ও যাকাত দান করার উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ অবতীর্ণ করেছি। যদি কোন আদম সন্তানের এক উপত্যকা পরিমাণ মাল থাকে তখন সে নিশ্চয়ই কামনা করে যেন তার জন্য দ্বিতীয় উপত্যকা পরিমাণ সম্পদ এসে জুটে। আর যদি তার দুই উপত্যকা পরিমাণ সম্পদ থাকে তবে সে নিশ্চয়ই বাসনা করে, তার জন্য তৃতীয় উপত্যকা পরিমাণ সম্পদ আসুক- আর ইবনে আদমের উদর মাটি ছাড়া অন্য কোন বস্তু ভরতে পারবে না।" অতঃপর তওবাকারীকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন। আহমদ ইহা আবূ ওয়াকিদ লায়সী হতে সংগ্রহ করেছেন।

(١٤١) اِبْنَ اٰدَمَ عِنْدَكَ مَايَكْفِيْكَ وَاَنْتَ تَطْلُبُ مَايُطْغِيْكَ اِبْنَ اٰدَمَ لَابِقَلِيْلٍ تَقْنَعُ وَلَامِنْ كَثِيْرٍ تَشْبَعُ اِبْنَ اٰدَمَ اِذَا اَصْبَحْتَ مُعَافًى فِىْ جَسَدِكَ اٰمِنًا فِىْ سَرَبِكَ عِنْدَكَ قُوْتُ يَوْمِكَ فَعَلَى الدُّنْيَا الْعَفَاءُ ـ اَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ـ

হাদীস নং-১৪১। হে আদমের সন্তান! তোমার নিকট এই পরিমাণ মাল থাকিতে পারে, যা তোমার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট অথচ তুমি এই পরিমান চাও যা তোমাকে পথথভ্রষ্ট ও বিদ্রোহী করে তুলিবে। হে আদমের সন্তান! তুমি স্বল্পে তৃপ্ত হও না, আর আধিক্যেও তোমার পেট ভরে না। হে আদামের সন্তান! যদি তুমি সুস্থ শরীরে ভোর কর, তোমার পরিবার ও পশুপালের ভিতর তুমি নিরাপদ থাক এবং তোমার নিকট একদিনের খাদ্য থাকে, তবে (প্রয়োজনের) অতিরিক্তটা সমস্ত দুনিয়ার জন্য হউক। ইবনু আদি ইহা উমর (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٤٢) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اَوْدِعْ مِنْ كَنْزِكَ عِنْدِىْ وَلَا حَرَقٌ وَلَاغَرَقٌ وَلَا سَرَقٌ اَوْفِيْكَهُ اَحْوَجَ مَاتَكُوْنُ اِلَيْهِ ـ اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ عَنِ الْحَسَنِ ـ (رضى) ـ

হাদীস নং-১৪২। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে আদমের সন্তান! তোমার ধন ভান্ডার আমার নিকট আমানত রেখে দাও, তোমার মালে না আগুন লাগবে, না উহা পানিতে ডুববে, না উহা চুরি হবে। যখন তুমি উহার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অনুভব করবে, তখন আমি উহা তোমাকে পূর্ণ মাত্রায় দেব।" বায়হাকী উহা হাসান বসরী হতে সংগ্রহ করেছেন।

তাস্‌বীহ, তাহ্‌মীদ, তাহ্‌লীল, তাকবীর, তাকদীস্‌, হাইলুলাহ ইস্‌তিগ্‌ফার ও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম- এর উপর দরূদ পাঠের ফযীলত

(١٤٣) اِذَا قَالَ الْعَبْدُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَالَ اللّٰهُ لَبَّيْكَ عَبْدِىْ سَلْ تُعْطَهُ - اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِى الدُّنْيَا وَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ (رضى) -

হাদীস নং-১৪৩। যখন বান্দা বলে, ' হে আমার রব! হে আমার রব! তখন আল্লাহ্‌ বলেন, 'হে আমার বান্দা ! আমি উপস্থিত আছি। তুমি চাও, তুমি যা চাইবে উহাই তোমাকে দেয়া হবে।' ইবনে আবিদ্‌ - দুনয়া ও বায়হাকী ইহা আয়েশা (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٤٤) يَامُعَاذُ تَدْرِىْ مَاتَفْسِيْرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَاقُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللّٰهِ اِلاَّ بِعَوْنِ اللّٰهِ يَامُعَاذُ هٰكَذَا حَدَّثَنِىْ جِبْرَائِيْلُ عَنْ رَبِّ الْعِزَّةِ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

হাদীস নং-১৪৪। রাসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'হে মুয়ায! তুমি কি জান, 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' এর তাফসীর কি? (ইহার তাফসীর এই যে,) আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা হতে বাঁচার এবং আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করার শক্তি আল্লাহর সহায়তা ব্যতীত আর কারো অধিকার নেই। হে মুয়ায! জিবরাঈল (আঃ) ইহা মর্যাদাশীল প্রভুর নিকট হতে শুনে বর্ণনা করেছেন।' দায়লামী ইহা মাসউদ (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٤٥) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لاُمَّتِكَ يَقُوْلُوْا لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ عَشْرًا عِنْدَالصُّبْحِ وَعَشْرًا عِنْدَ الْمَسَاءِ وَعَشْرًا عِنْدَ النَّوْمِ يَدْفَعُ عَنْهُمْ عِنْدَ النَّوْمِ بَلْوَى الدُّنْيَاوَعِنْدَ الْمَسَاءِمَكَائِدَ الشَّيْطَانِ وَعِنْدَالصُّبْحِ اَسْوَأَ غَضَبِيْ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ (رضى) -

হাদীস নং-১৪৫। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেন, "(হে মুহাম্মদ) তোমার উম্মতকে বলে দাও, তারা যেন প্রত্যুষে দশবার, সন্ধ্যায় দশবার এবং শোবার সময় দশবার 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করে। ইহা তাদেরকে শোবার সময় দুনিয়ার বিপদ হতে, বিকালে শয়তানের প্রতারণা হতে এবং ভোরে আমার নিকৃষ্ট গযব হতে রক্ষা করবে।" দায়লামী ইহা আবূবকর (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٤٦) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اَنّٰى لِيْ هٰذِهِ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) -

হাদীস নং-১৪৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সৎ বান্দাদের মর্যাদা জান্নাতে উচ্চ স্তরে উন্নীত করবেন, তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! ইহা আমার জন্য কোথা হতে কিভাবে আসল? আল্লাহ্ উত্তর দেবেন, 'তোমার পুত্রের মাগফিরাত কামনা করার দরুন ইহা হয়েছে।' আহমদ ইহা আবূ হুরায়রা (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٤٧) اَتَانِىْ جِبْرَائِيْلُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ اَنَّهُ لَايُصَلِّىْ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلاَّ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَايُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا - اَخْرَجَهُ النَّسَائِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضى) -

হাদীস নং-১৪৭। [নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,] আমার নিকট জিব্রাঈল (আঃ) এসে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! তুমি কি ইহা শুনে খুশী হওনি যে, তোমার কোন উম্মত যখন তোমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে তখন আমি তার উপর দশবার রহমত প্রেরণ করি? আর তোমার উপর তোমার কোন উম্মত একবার সালাম পাঠালে আমি তার বদলে তার উপর দশবার সালাম পাঠাই? নাসায়ী ইহা আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ তালহা হতে এবং তিনি তাঁর পিতা (রদি.) হতে বর্ণনা করেছেন।

(١٤٨) اِنَّ مَلَكًا اَتَانِىْ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ لَكَ اَمَا تَرْضٰى اَنْ لاَّ يُصَلِّىَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلاَيُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ اِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا قُلْتُ بَلٰى - اَخْرَجَهُ الطِّرَانِىُّ وَالنَّسَائِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضى) -

হাদীস নং-১৪৮। নবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমার নিকট এক ফেরেশতা আসলেন এবং বললেন, 'তোমার প্রভু তোমার সম্বন্ধে বলেন, ইহা কি তোমার জন্য পছন্দনীয় নয় যে, তোমার কোন উম্মত তোমার প্রতি একবার দরূদ পাঠায়, তখন আমি তার প্রতি দশবার রহমত পাঠাই। আর তোমার কোন উম্মত যদি তোমার প্রতি একবার সালাম (শান্তি বর্ষণ) পাঠায় তখন আমি তার প্রতি দশবার সালাম (শান্তি) পাঠাই? তখণ আমি বললাম, 'হ্যাঁ' (নিশ্চয়ই পছন্দনীয়)। তিবরানীা ও নাসায়ী ইহা আবদুল্লাহ ইবনে আবূ তালহা (রদি.)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

হজ্জ প্রসঙ্গ

(١٤٩) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ عَبْدًا اَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِىْ رِزْقِهِ لاَيَفِدُ اِلَىَّ فِىْ كُلِّ خَمْسَةِ اَعْوَامٍ لَمَحْرُوْمٌ - اَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِىٍ وَالْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) -

হাদীস নং-১৪৯। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'আমি যে বান্দার শরীর সুস্থ রেখেছি এবং তার রিযিক প্রশস্ত করে দিয়েছি, আর এই অবস্থায় পাঁচ বছরের ভিতরে সে আমার ঘর দর্শন করতে আসেনি, সে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হবে।' ইবনে আদী ও বায়হাকী ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٥٠) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّ عَبْدًا اَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَاَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِىْ الرِّزْقِ فَاَتَى عَلَيْهِ خَمْسُ حِجَجٍ لاَيَأْتِىْ اِلَىَّ فِيْهِنَّ لَمَحْرُمٌ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ يَعْلٰى عَنْ حَبَّابٍ (رضى) -

হাদীস নং-১৫০। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি যে বান্দার শরীর সুস্থ রেখেছি এবং তার জন্য তার রিযিক প্রশস্ত করে দিয়েছি, আর এই অবস্থায় পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে-যার মধ্যে সে আমার দিকে আসে নেই, সে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হবে। আবূ ইয়ালা ইহা হাব্বাব (রদিঃ) হতে সংগ্রহ করেছেন।

(١٥١) اِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ نَزَلَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا اِلَى عِبَادِيْ اَتَوْنِيْ شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ اُشْهِدُكُمْ اَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ اِنَّ فِيْهِمْ فُلَانًا مُرْهِقًا وَفُلَانًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ قَدْغَفَرْتُ لَهُمْ فَمَامِنْ يَوْمٍ اَكْثَرُ عَتِيْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ - اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِى الدُّنْيَاعَنْ جَابِرٍ (رضى) -

হাদীস নং-১৫১। যখন আরাফাতের দিন আসে , তখন মহান ও মর্যাদাশীল প্রভু পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতীর্ণ হন এবং হাজীদের বিষয়ে ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করে বলেন, আমার বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা উস্কখুস্ক মাথায় ধূসরিত চেহারা নিয়ে বহুদূর হতে আমাকে উচ্চস্বরে ডাকতে ডাকতে আমার ঘর দর্শন করতে, আমার নিকট দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে এসেছে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' তৎপর ফেরেশতাগণ আরয করে, 'হে প্রভু! তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই অমুক অমুক গুনাহগারও রয়েছে।' তখন আল্লাহ্ বলেন, 'আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' নবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আরাফাতের দিন ব্যতীত অন্য কোনদিন এমন নেই, যেদিন এত বেশি সংখ্যক লোককে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করা হয়।' ইবনু আবিদ-দুনয়া ইহা হযরত জাবির (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٥٢) اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَطُوْلُ عَلَى اَهْلِ عَرَفَاتَ فَبَاهٰى بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ انْظُرُوْا يَامَلَائِكَتِىْ اِلَى عِبَادِىْ شُعْثًا غُبْرًا اَقْبَلُوْا يَضْبِرِبُوْنَ اِلَىَّ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ اُشْهِدُكُمْ اِنِّىْ قَدْ اَجَبْتُ دَعْوَتَهُمْ وَشَفَعْتُ رَغْبَتَهُمْ وَ وَهَبْتُ مُسِيْئَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ وَاَعْطَيْتُ مُحْسِنَهُمْ جَمِيْعَ مَا سَأَلَنِىْ غَيْرَ التَّبِعَاتِ الَّتِىْ بَيْنَهُمْ حَتّٰى اِذَا فَاضَ الْقَوْمُ مِنْ عَرَفَاتَ اَتَوْجَمْعًا فَوَقَفُوْا قَالَ انْظُرُوْا يَامَلَائِكَتِىْ اِلَىَّ عِبَادِىْ عَاوَدُوْنِىْ فِى الْمَسْئَلَةِ اُشْهِدُكُمْ اِنِّىْ قَدْ اَجَبْتُ دَعْوَتَهُمْ وَشَفَعْتُ رَغْبَتَهُمْ وَوَهَبْتُ مُسِيْئَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ وَاَعْطَيْتُ مُحْسِنَهُمْ جَمِيْعَ مَاسَأَلَ وَتَحَمَّلْتُ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ الَّتِىْ بَيْنَهُمْ ـ اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ عَنْ اَنَسٍ (رضى) –

হাদীস নং-১৫২। নিশ্চয়ই মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ আরাফাতে অবস্থানকারীদের প্রতি উপর হতে দৃষ্টিপাত করেন, এবং তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করে বলেন, 'হে আমার ফেরেশতাকুল! তোমরা লক্ষ্য করে দেখ আমার বান্দাগণ এলোমেলো কেশে ধুলায় ধূসরিত হয়ে প্রত্যেক দর্গম উপত্যকা পদব্রজে অতিক্রম করে আমার নিকট এসে গেছে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের দু'আ কবূল করেছি এবং তাদের কামনা পূর্ণ করেছি। আর তাদের মধ্যকার গুনাহগারদেরকে নেককারদের কারণে মাফ করে দিয়েছি। আর তাদের মধ্যকার নেককারগণ আমার নিকট যা চেয়েছিল উহার সমস্ত দিয়েছি। কেবলমাত্র সেই সকল কর্মের ফল ব্যতীত, যেইগুলোতে তখন তারা লিপ্ত।' এরূপে আল্লাহ্র ক্ষমা হাজীগণ পেতে থাকবে যতক্ষণ না তারা আরাফাত হতে সমবেতভাবে বের হয়ে আসে এবং পরবর্তী অবস্থানের জায়াগায় গিয়ে পৌঁছে। আল্লাহ্ বলেন, 'হে আমার ফেরেশতাগণ! আমার বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য কর। আমার

বান্দাগণ আমার নিকট এসে গেছে এবং পুনরায় যাঞ্ছা করেছে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি। আমি তাদের প্রার্থনা কবূল করেছি, তাদের কামনা পূর্ণ করেছি, তাদের গুনাহগারদেরকে তাদের নেককারদের কারণে ক্ষমা করে দিয়েছি। আর তাদের নেককার ব্যক্তি যা চেয়েছে, উহার সব দিয়েছি এবং তাদের কর্মফলের বোঝা হালকা করে দিয়েছি।' খাতীব ইহা হযরত আনাস (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

জিহাদ, শাহাদত ও হিজরত

(١٥٣) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَيُّمَا عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِىْ يَخْرُجُ مُجَاهِدًا فِىْ سَبِيْلِىْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ ضَمِنْتُ لَهُ اَنْ اُرْجِعَهُ اِنْ رَّجَّعْتُهُ بِمَا اَصَابَ مِنْ اَجْرٍ وَ غَنِيْمَةٍ وَ اِنْ قَبَضْتُهُ اَنْ اَغْفِرَ لَهُ وَ اَرْحَمَهُ وَ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ – اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ النَّسَائِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) –

হাদীস নং-১৫৩। মহান মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে যে বান্দা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদকারীরূপে গৃহ হতে বের হয়, তাকে যদি ফিরাইয়া আনি, তবে তাকে পুরস্কার ও গনীমতের মালসহ প্রত্যাবর্তনের দায়িত্ব আমিই গ্রহণ করি, আর যদি তার মৃত্যু ঘটাই, তবে তাকে ক্ষমা করার, তার প্রতি রহম করার এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবার দায়িত্বও আমার।" আহমদ ও নাসায়ী ইহা ইবনে উমর (রদিঃ) হতে সংগ্রহ করেছেন।

(١٥٤) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِىْ هُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ اِنْ قَبَضْتُهُ اَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ وَ اِنْ رَّجَّعْتُهُ رَجَّعْتُهُ بِاَجْرٍ وَّ غَنِيْمَةٍ – اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى) –

হাদীস নং-১৫৪। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমার পথে জিহাদকারীর কথা বলিতে গেলে, সে আমার জামানতের ভিতরে আছে। যদি আমি তার প্রাণ হরণ করি, তবে তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী করি, আর যদি তাকে ফিরাইয়া আনি তবে তাকে পুরস্কার ও গনীমতের মালসহ ফিরাইয়া আনি।" তিরমিযী ইহা আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(১৫৫) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ زَارَنِىْ فِىْ بَيْتِىْ اَوْ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِىْ اَوْ فِىْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيْدًا - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى) -

হাদীস নং-১৫৫। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার ঘরে এসে অথবা আমার রাসূলের ঘরে এসে অথবা বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে আমার যিয়ারত করেছে, তারপর মৃত্যুবরণ করেছে; সে শহীদরূপে মারা গেছে।" দায়লামী হতে আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(১৫৬) اَوَّلُ ثُلَّةٍ يَّدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ تَبْقٰى بِهِمُ الْمَكَارِهُ اِذَا اُمِرُوْا سَمِعُوْا وَ اَطَاعُوْا وَ اِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ مِّنْهُمْ حَاجَةٌ اِلَى السُّلْطَانِ لَمْ تُقْضَ حَتّٰى يَمُوْتَ وَ هِىَ فِىْ صَدْرِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَدْعُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِىْ بِزَخْرَفِهَا وَ زِيْنَتِهَا فَيَقُوْلُ اَيْنَ عِبَادِىَ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَ اُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَ جَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَذَابٍ وَ لَا حِسَابٍ وَ تَأْتِى الْمَلَائِكَةُ وَ فَيَسْجُدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا نَحْنُ نُسَبِّحُكَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ مَنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَثَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ هٰؤُلَاءِ عِبَادِىَ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَ اُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ - اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

হাদীস নং-১৫৬। সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী দল দরিদ্র মুহাজিরগণ, যাদের গায়ে তাদের বিপদের নিদর্শনসমূহ লেগে থাকবে। তাদেরকে কোন আদেশ করা হলে, তারা তা শুনত ও পালন করত। আর তাদের মধ্যে কোন

ব্যক্তির কোন কিছুর প্রয়োজন থাকিলে আর সেই প্রয়োজন পূর্ণ না হওয়া অবস্থায়ই তার মৃত্যু হলে মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন জান্নাতকে আহবান করবেন এবং উহাকে উহার চকচিক্য ও সৌন্দর্য সহকারে উপস্থিত করবেন এবং বলবেন, "আমার সেই বান্দাগণ কোথায়, যারা আমার পথে যুদ্ধ করেছিল, আমার পথে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, এবং আমার পথে জিহাদ করেছিল- বিনা শাস্তিতে ও বিনা হিসাবে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।" আর ফেরেশতাগণ আসবে, সিজদা করবে এবং বলবে! "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দিন রাত তোমার তসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করি। ইহারা কে যে তুমি তাদেরকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছ?" তখন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেন, " ইহারা আমার সেই বান্দা যারা আমার পথে যুদ্ধ করেছিল এবং আমার পথে আহত (আঘাতপ্রাপ্ত) হয়েছিল।" তখন ফেরেশতাগণ সকল দরজা হতে তাদের দিকে বের হয়ে আসবে এবং বলবে, " তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে উহার বদলে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আর পরকালের গৃহ কতই না উত্তম! " তিবরানী ইহা উমর (রদি.) - এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(١٥٧) اَوَّلُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ يُسَدُّ بِهِمِ الثُّغُوْرُ وَ تَبْقى بِهِمِ الْمَكَارِهُ يَمُوْتُ اَحَدُهُمْ وَ حَاجَتُهُ فِيْ صَدْرِهِ لاَ يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ مَلاَئِكَتِهِ ائْتُوْهُمَ فَحَيُّوْ هُمْ فَيَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اَفَتَأْمُرُنَا اَنْ نَأْتِيَ هٰؤُلاَءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ قَالَ اِنَّهُمْ كَانُوْا عِبَادًا يَّعْبُدُوْنَنِيْ وَ لاَ يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا وَ تُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ وَ تَبْقى بِهِمِ الْمَكَارِهُ وَ يَمُوْتُ اَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِيْ صَدْرِهِ لاَ يَسْتَطِيْعُ لَهَا فَتَأْتِيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ ذَالِكَ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارُ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالى عَنْهُمَا -

হাদীস নং-১৫৭। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী দল দরিদ্র মুহাজির গণ, যাদের শরীরে বিপদের নিদর্শন বাকি থাকবে। তাদের যখন যা আদেশ করা হইত, তারা তা শুনিত এবং পালন করত। রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে তাদের কারো কোন প্রয়োজন থাকিলে তা বুকের মধ্যে নিয়েই সে মৃত্যুবরণ করত। অর্থাৎ তা অপূর্ণ তাকিয়া যাইত। অতঃপর মহামহিম আল্লাহ্ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন একদল ফেরেশতাকে বলবেন, "তোমরা তাদের কাছে যাও এবং তাদেরকে সালাম জানাও। "তখন ফেরেশতাগণ বলবে," আমরা আপনার আসমানী জগতের অধিবাসী এবং আপনার সৃষ্টিকুলের মধ্যে শ্রেষ্টতম। আপনি কি আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, আমরা অমুক লোকদের কাছে যাইব এবং তাদেরকে ইবাদত করেছে এবং আমার সাথে কোন কিছু শরীক করে নেই। তাদের দ্বারা সীমা রক্ষা করা হত, তাদের কষ্ট সব সময় থেকে যেত এবং তাদের কোন ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যেত যে, তারা প্রয়োজন অপূর্ণ থেকে যেত। তা পূর্ণ করার সামর্থ্য তাদের ছিল না।" অতএব ফেরেশাতারা তাদের নিকট আগমন করে এবং প্রতিটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আর বলে, "তোমরা যে পরম ধৈর্য সহকারে কাজ করেছ এজন্য তোমাদের উপর অবিরত শান্তি বর্ষিত হউক। আখিরাতের ঘর কতই না উত্তম। "ইমাম আহমদ এই হাদীসটি ইবনে উমর (রদি.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

পারস্পরিক আদান-প্রদান

(١٥٨) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا - اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) -

হাদীস নং-১৫৮। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি দুইজন অংশীদারের মধ্যে তৃতীয় অংশীদার, যে পর্যন্ত একজন অংশীদার তার সঙ্গীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা না করে। অতঃপর যখন একজন তার সঙ্গীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন আমি তাদের দুইজনের মধ্য হতে বের হয়ে আসি।" আবূ দাউদ ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(১৫৯) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ الْعَمَلَ وَ لَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ - اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) -

হাদীস নং-১৫৯। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেছেন, "তিন ব্যক্তি এরূপ আছে যাদের সহিত আমি কিয়ামতের দিন কলহকারী সাজিব। প্রথমত সেই ব্যক্তি, যে আমার নাম নিয়ে অঙ্গীকার করেছে, তারপর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে প্রতারণা করেছে। দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে উহার মূল্য খাইয়াছে। তৃতীয়ত সেই ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিযুক্ত করেছে এবং তার নিকট হতে পূর্ণ পরিশ্রম ও কাজ আদায় করেছে; তারপর তাকে তার মজুরি দেয় নেই।" বুখারী ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(১৬০) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ -

হাদীস নং-১৬০। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তুমি যেরূপ ব্যবহার কর, তোমার সহিত সেরূপ ব্যবহার করা হবে।" দায়লামী ইহা সংগ্রহ করেছেন।

ইল্‌ম (জ্ঞান) ও ইহ্‌সান

(১৬১) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ اِنِّىْ لَمْ اَضَعْ عِلْمِىْ فِيْكُمْ اِلَّا لِمَعْرِفَتِىْ بِكُمْ قُوْمُوْا فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ - اَخْرَجَهُ الطِّيْبِىُّ عَنْ جَابِرٍ (رضى)

হাদীস নং-১৬১। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, "হে আলিম সম্প্রদায়! হে আলিম সমাজ! তোমাদিগকে আমি ইল্‌ম দান করেছি আমার পরিচয়দানের জন্য। তোমরা দাঁড়াও, আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগক ক্ষমা করে দিয়েছি।' ইহা তিবী জাবির (রদিঃ)- এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

শিষ্টাচার

(১৫১) لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ وَ نَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحُ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ بِاِذْنِهٖ فَقَالَ رَبُّهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ يَا اٰدَمُ اذْهَبْ اِلٰى اُولٰئِكَ الْمَلَائِكَةِ اِلٰى مَلَاٍ مِنْهُمْ جُلُوْسٌ فَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَذَهَبَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوْا وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى رَبِّهٖ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهٖ تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّتُ بَنِيْكَ وَ بَنِيْهِمْ فَقَالَ اللّٰهُ لَهٗ وَ يَدَاهُ مَقْبُوْضَتَانِ اِخْتَرْ اَيُّهُمَا شِئْتَ قَالَ اِخْتَرْتُ يَمِيْنَ رَبِّىْ وَ كِلْتَا يَدَىْ رَبِّىْ يَمِيْنٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَاِذَا اٰدَمُ وَ ذُرِّيَّتُهٗ فَقَالَ اِىْ رَبِّ مَا هٰؤُلَاءِ قَالَ هٰؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَاِذَا كُلُّ اِنْسَانٍ مَكْتُوْبٌ عُمْرُهٗ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَاِذَ فِيْهِمْ رَجُلٌ اَضْوَءُ هُمْ اَوْمِنْ اَضْوَءِ هِمْ قَالَ يَارَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا ابْنُكَ دَاوُدَ وَ قَدْ كَتَبْتُ لَهٗ عُمْرَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ يَا رَبِّ زِدْ فِىْ عُمْرِهٖ قَالَ ذَاكَ الَّذِىْ كَتَبْتُ لَهٗ قَالَ اِىْ رَبِّ فَاِنِّىْ قَدْ جَعَلْتُ لَهٗ مِنْ عُمْرِىْ سِتِّيْنَ سَنَةً قَالَ اَنْتَ وَ ذَاكَ ثُمَّ اَسْكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَهْبَطَ مِنْهَا فَكَانَ يَعُدُّ لِنَفْسِهٖ فَاَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهٗ اٰدَمُ قَدْ عَجَّلْتَ قَدْ كُتِبَ لِىْ اَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلٰى وَ لٰكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّيْنَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهٗ وَ نَسِىَ وَ نَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهٗ فَمِنْ يَوْمَئِذٍ اُمِرَ بِالْكِتَابِ وَ الشُّهُوْدِ - اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

হাদীস নং-১৬২। যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ) -কে পয়দা করলেন এবং উহাতে রূহ্ প্রবেশ করালেন তখন তিনি হাঁচি দিলেন, এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ' । তখন তার প্রভু বললেন, ইয়ার হামুকাল্লাহ- হে আদম! ফেরেশতাদের যে সম্প্রদায় উপবিষ্ট আছে, তুমি তাদের নিকট যাও এবং বল, 'আসসালামু আলাইকু,'। অতএব, তিনি গেলেন এবং বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম।' ফেরেশতাগণ উত্তরে বলল, 'ওয়া আল্ইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।" তারপর আদম তার প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন, আল্লাহ্ বললেন, "নিশ্চয়ই ইহা তোমার ও তোমার সন্তানদের ও তাদের সন্তানদের অভিবাদন পদ্ধতি।" তখন আল্লাহ্ স্বীয় হস্তদ্বয় মুষ্ঠিবদ্ধ অবস্থায় তাঁকে বললেন, " তুমি এই দুইয়ের যেটি খুশি পছন্দ কর।" তিনি বললেন, "আমি আমার প্রভুর ডান হাত গ্রহণ করলাম, আর আমার প্রভুর উভয় হাতই ডান হাত এবং উভয়ই কল্যাণকর।" তৎপর আল্লাহ্ ইহা প্রসারিত করলেন এবং আদম সহসা তাঁর সন্তান-সন্ততি দেখিলেন এবং বললেন, "হে আমার প্রভু! ইহারা কারা? আল্লাহ্ বললেন, "ইহারা তোমার সন্তান-সন্ততি।" আর ইহা বিচিত্র যে, প্রত্যেক মানুষের আয়ু তার দুই চোখের মাঝখানে লিপিবদ্ধ আছে। তৎপর তাদের মধ্যে ছিল এক উজ্জ্বলতম অথবা উজ্জ্বলতম ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল একজন। আদম জিজ্ঞেস করলেন, "হে প্রভু! ইনি কে?" আল্লাহ্ বললেন, "ইহা তোমার ছেলে দাউদ, আর আমি তার আয়ু চল্লিশ বছর লিপিবদ্ধ করেছি।" আদম বললেন, "হে প্রভু! তার আয়ু বৃদ্ধি করে দিন।" আল্লাহ্ বললেন, "আমি তার জন্য ইহাই নির্ধারণ করেছি।" তখন আদম বললেন, "হে প্রভু! আমি আমার আয়ু হতে তার জন্য ষাট বছর প্রদান করলাম।" আল্লাহ্ বললেন, "ইহার বিনিময় তোমার এবং তার মধ্যে। তারপর তাকে আল্লাহ্ যেরূপ চাহিলেন , জান্নাতের অধিবাসী করলেন ও উহা হতে পৃথিবীতে অবতরণ করাইলেন। অতঃপর তার আয়ু হিসাব করতে লাগিলেন। অতঃপর একদা তাঁর নিকট মৃত্যুর দূত এসে উপস্থিত হলো। তখন আদম তাকে বললেন, "তুমি নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই এসে গেছে। কারণ, আমার আয়ু এক হাজার বছর লিপিবদ্ধ আছে।" মৃত্যুর দূত বলল, "হ্যাঁ' কিন্তু তুমি তোমার ছেলে দাউদকে ষাট বছর প্রদান করেছ।" আদম কিন্তু তা অস্বীকার করলেন। তারপর তার সন্তান- সন্ততি ও অস্বীকার করল। কারণ, আদম ও তাঁর সন্তান-সন্ততি সে কথা ভুলে গিয়েছিল। সেই দিন হতে লিপিবদ্ধ করার ও সাক্ষ্য প্রদান করার আদেশ দান করা হলো। তিরমিয়যী ইহা আবূ হুরায়রা (রদি.)- এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

বিনয়, মহত্ত্ব, অত্যাচার ও আত্মীয়তার বন্ধন

(١٦٣) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِيْ هٰكَذَا رَفَعْتُهُ هٰكَذَا -

اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ (رضى) -

হাদীস নং-১৬৩। মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার নিকট এইরূপ- ভাবে নম্রতা প্রকাশ করে আমি তাকে এইরূপভাবে উন্নতি করি।" আহমদ ইহা ইবনে উমর (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٦٤) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ لَانَ بِحَقِّيْ وَ تَوَاضَعَ لِيْ وَ لَمْ يَتَكَبَّرْ فِيْ اَرْضِيْ رَفَعْتُهُ حَتّٰى اَجْعَلَهُ فِيْ عِلِّيِّيْنَ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضى) -

হাদীস নং-১৬৪। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার হক সম্বন্ধে বিনয় প্রকাশ করে (বা আমার জন্য নম্রতার প্রদর্শন করে) এবং আমার সামনে বিনয় প্রকাশ করে, আর আমার পৃথিবীতে গর্ব প্রকাশ করে না, আমি তাকে উন্নত করতে থাকি; এমন কি শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ইল্লীনে পৌঁছাইয়া দেব।" আবূ নূয়াইম ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٦٥) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ كُلُّ مُصَلٍّ يُصَلِّيْ اِنَّمَا اَتَقَبَّلُ الصَّلٰوةَ مِمَّنْ تَوَاضَعَ لِعَظْمَتِيْ وَ كَفَّ شَهَوَاتَهُ عَنْ مَحَارِمِيْ وَلَمْ يُصِرَّ عَلٰى مَعْصِيَتِيْ وَاَطْعَمَ الْجَائِعَ وَكَسَا الْعُرْيَانَ وَ رَحِمَ الْمُصَابَ وَاٰوَى الْغَرِيْبَ كُلُّ ذَالِكَ لِيْ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ اِنَّ نُوْرَوَجْهِهٖ لَاَضْوَءُ عِنْدِيْ مِنْ نُوْرِ الشَّمْسِ عَلٰى اَنْ اَجْعَلَ الْجَهَالَةَ لَهُ عِلْمًا وَالظُّلْمَةَ نُوْرًا يَدْعُوْنِيْ فَاُلَبِّيْهِ وَيَسْاَلُنِيْ فَاُعْطِيَهُ وَيُقْسِمُ عَلَيَّ فَاَبَرَّ اَكْلَاءُهُ بِقُوَّتِيْ وَاسْتَحْفَظْتُهُ مَلَائِكَتِيْ مِثْلُهُ عِنْدِيْ كَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ لَايَتَسَنَّهُ ثَمَرُهَا وَلَايَتَغَيَّرُ حَالُهَا- اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ (رضى) -

হাদীস নং-১৬৫। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "প্রত্যেক সালাত আদায়-কারীর সালাতই আমি কবূল করি না। আমি শুধু সেই ব্যক্তির সালাত কবূল করি, যে আমার মহত্ত্বের নিকট নম্রতা প্রকাশ করে, আমার নিষিদ্ধ কাজ হতে নিজের প্রবৃত্তিকে সংযত করে রাখে, আমার অবাধ্যতার কাজ বারংবার করা হতে বিরত থাকে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে, উলঙ্গকে বস্ত্র পরিধান করায়, বিপদগ্রস্তের প্রতি দয়াপরবশ হয় এবং আগন্তুক অতিথিকে আশ্রয় দান করে, এবং এইসব করে আমারই উদ্দেশে। আমার ইয্যত ও গৌরবের শপথ! নিশ্চয়ই আমার নিকট তার চেহারা সূর্যের আলো অপেক্ষা বেশি উজ্জ্বল, যেহেতু আমি মূর্খতাকে তার জন্য জ্ঞানে পরিণত করি, অন্ধকারকে তার জন্য আলোতে পরিণত করি, সে আমাকে ডাকলে আমি উহার উত্তর দিই, সে আমার নিকট যাঞ্ছা করলে আমি তাকে দান করি। আর সে আমার পবিত্রতার নামে শপথ করে উহা পালন করিলে, আমি তাকে আমার ক্ষমতায় রক্ষা করি এবং আমার ফেরেশতাকুল তার হিফাযত কামনা করে। তার উপমা আমার নিকট এরূপ যেন (সে মানবকুলের মধ্যে এরূপ একজন) জান্নাতসমূহের মধ্যে ফিরদাউস- যার ফল কোনদিন বিনষ্ট হয় না। আর যার অবস্থার কোনদিন পরিবর্তন হয় না।" দায়লামী ইহা হারিসা ইবনে ওহহাব (রদিঃ) হতে সংগ্রহ করেছেন।

(١٦٦) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ كُلَّ يَوْمٍ اَنَا رَبُّكُمُ الْعَزِيْزُ فَمَنْ اَرَادَ عَنِ الدَّارَيْنِ فَلْيُطِعِ الْعَزِيْزَ- اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)-

হাদীস নং-১৬৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যহ বলেন, "আমি তোমাদের পরাক্রমশালী প্রভু। অতএব, যে ব্যক্তি উভয় লোকের মঙ্গল কামনা করে, সে যেন সর্বশক্তিমানের অনুগত হয়ে চলে।" দায়লামী ইহা আনাস (রদিঃ) হতে সংগ্রহ করেছেন।

(١٦٧) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَرْتُكُمْ فَضَيَّعْتُمْ مَا عَهِدْتُ اِلَيْكُمْ فِيْهِ وَرَفَعْتُمْ اَنْسَابَكُمْ فَالْيَوْمَ اَرْفَعُ نَسَبِيْ وَاَضَعُ اَنْسَابَكُمْ اَيْنَ الْمُتَّقُوْنَ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ- اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى)-

হাদীস নং-১৬৭। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, "আমি তোমাদেরকে কাজ করার জন্য আদেশ দিয়েছিলাম এবং তোমাদের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম কিন্তু তোমরা উহা নষ্ট করে দিয়েছ, আর তোমরা স্বীয় বংশীয় সম্পর্ককে শ্রেষ্ঠ বস্তু মনে করেছ। অতএব, আজ আমি আমার পরিচয় ও মর্যাদা উচ্চ করব এবং তোমাদের বংশ মর্যাদাকে নীচু করব। সংযমশীল ব্যক্তিগণ কোথায়? তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পরহেযগার লোক আল্লাহ্র নিকট উত্তম।" হাকেম উহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজেকে বা নিজের বংশ পরিচয়কে বড় ও উচ্চ মনে করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হেয় হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নম্র ও বিনয়ী হয় এবং স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ করে চলে, সে পরিণামে বড় ও মর্যাদার অধিকারী হয়।)

(١٦٨) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْكِبْرِ يَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ- اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) -

হাদীস নং-১৬৮। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার পরিধেয়। অতঃপর যে ব্যক্তি উহার কোন একটি নিয়ে আমার সাথে কাড়াকাড়ি করবে আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব।" আহমদ ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর ও ইবনে আব্বাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٦٩) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِىَ الْعَظْمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْفَخْرُ وَالْقَدْرُ سِرِّىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ فِىْ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ كَبَبْتُهُ فِى النَّارِ- اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-১৬৯। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "শ্রেষ্ঠত্ব, গর্ব ও অহমিকা আমারই। আর ক্ষমতা আমার গোপনীয় ব্যাপার। অতএব, যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে ইহার কোন একটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব।" হাকেম ও তিরমিযী ইহা আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٧٠) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّ الْعِزَّ اِزَارِىْ وَ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ فِيْهِمَا عَذَّبْتُهُ - اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنْ عَلِىٍّ (رضى) -

হাদীস নং-১৭০। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই গৌরব আমার পরিধেয় এবং অহংকার আমার চাদর। অতএব, যে কেউ উহা নিয়ে আমার সাথে কাড়াকাড়ি করবে আমি তাকে শাস্তি দেব।" তিবরানী ইহা আলী (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٧١) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اِنْ ظُلِمْتَ تَدْعُوْ عَلٰى اٰخَرَ مِنْ اَجْلٍ اَنَّهُ ظَلَمَكَ وَ اِنْ اٰخَرُ يَدْعُوْا عَلَيْكَ اِنَّكَ ظَلَمْتَهُ فَاِنْ شِئْتَ اِسْتَجَبْنَا لَكَ وَ عَلَيْكَ وَ اِنْ شِئْتَ اَخَّرْتُكُمَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَاَوْسِعُكُمَا عَفْوِىْ - اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَنَسٍ (رضى) -

হাদীস নং-১৭১। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন "হে বনী আদম! তুমি যখন উৎপীড়িত হও তখন অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে শুধু এই অভিযোগটুকু কর যে, সে তোমার প্রতি অত্যাচার করেছে। আর যদি অপর ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধে এজন্য অভিযোগ করে যে, তুমি তার উপর অত্যাচার করেছ, তবে আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী আমি তোমার পক্ষের ও তোমার বিপক্ষের অভিযোগ গ্রহণ করি, আর যদি আমি চাই তবে তোমাদের উভয়কে কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করে দেই। তখন তোমাদের উভয়ের জন্য আমার ক্ষমাকে প্রশস্ত করে দেই।" হাকেম ইহা আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٧٢) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِىْ وَ جَلَالِىْ لَاَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِىْ عَاجِلِهٖ وَ اٰجِلِهٖ لَاَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَاٰى مَظْلُوْمًا فَقَدَرَ اَنْ يَّنْصُرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْ - اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) -

হাদীস নং-১৭২। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেন, "আমি আমার ইয্যত ও মহত্ত্বের শপথ করে বলিছি, নিশ্চয়ই আমি অত্যাচারীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করব শীঘ্র হউক অথবা গৌণে হউক। নিশ্চয়ই আমি সেই ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করব, যে অত্যাচারিত ব্যক্তিকে দেখেছে এবং তাকে সাহায্য

করতে সক্ষম থাকা সত্ত্বেও সাহায্য করে নেই।" হাকেম ইহা ইবনে আব্বাস (রদিঃ) হতে সংগ্রহ করেছেন। (এই হাদীসে মজলুমের সাহায্য করার জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি মজলুমের যথাসাধ্য সাহায্যার্থে অগ্রসর না হয় আল্লাহ্ তাকে পরকালে শাস্তি দেবেন।)

(١٧٣) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَنَا الرَّحْمٰنُ اَنَا خَلَقْتُ الرِّحْمَ وَ شَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِّنْ اِسْمِىْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ وَمَنْ بَنَّهَا بَنَّتُّهُ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الْبُخَارِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضى)

হাদীস নং-১৭৩। মহান ও ক্ষমতাবান আল্লাহ বলেছেন, "আমি রহমান, আমি রহম সৃষ্টি করেছি এবং উহার নাম আমার নাম হতে বের করেছি। অতএব, যে ব্যক্তি উহাকে মিলিত করে আমি তার সাথে মিলিত হইব, আর যে ব্যক্তি উহা কর্তন করে, আমিও তাকে কর্তন করব, আর যে ব্যক্তি উহা ছিন্ন করে, আমিও উহা ছিন্ন করব।' আহমদ ও বুখারী উহা আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রদিঃ) হতে সংগ্রহ করেছেন।

(١٧٤) قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى لِلرِّحْمِ خَلَقْتُكِ بِيَدِىْ وَ شَقَقْتُ لَكِ مِنْ اِسْمِىْ وَ قَرَّبْتُ مَكَانَكِ مِنِّىْ وَ عِزَّتِىْ وَ جَلَالِىْ لَاَصِلَنَّ مَنْ وَصَلَكِ وَ لَاَقْطَعَنَّ مَنْ قَطَعَكِ وَ لَا اَرْضٰى حَتّٰى تَرْضَيْنَ - اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَ التِّرْمِذِىُّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى)

হাদীস নং-১৭৪। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রহমকে বলেছেন, "আমি তোমাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছি এবং তোমার জন্য আমার নাম হতে নামকরণ করেছি, এবং তোমার স্থান আমার নিকটবর্তী করেছি। আমার ইয্যত ও জালালের শপথ! আমি নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির সাথে মিলিত হব, যে তোমার সাথে মিলিত হয়। আর আমি নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করব, যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। আর যে পর্যন্ত তুমি সন্তুষ্ট না হও সে পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হব না।" হাকেম ও তিরমিযী ইহা ইবনে আব্বাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

তখন আল্লাহ্ বলবেন, "আমার রহমত অপেক্ষা কি তোমার দয়া বেশি হয়েছিল?" আবূ ইয়ালা হুজায়ফা (রদি.) এর সূত্রে ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(١٧٦) يُؤْتٰى بِالْحُكَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَنْ تَصَرَّ وَ بِمَنْ تَعَدّٰى فَيَقُوْلُ اَنْتُمْ خُزَّانُ اَرْضِيْ وَ رَجَاءُ عَبِيْدِيْ وَ فِيْكُمْ بُغْيَتِيْ فَيَقُوْلُ لِلَّذِيْ قَصَّرَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ فَيَقُوْلُ رَحِمْتُهُ فَيَقُوْلُ اَنْتَ اَرْحَمُ بِعِبَادِيْ مِنِّيْ وَ يَقُوْلُ لِلَّذِيْ تَعَدّٰى مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِيْ صَنَعْتَ فَيَقُوْلُ غَضَبًا مِنِّيْ فَيَقُوْلُ انْطَلِقُوْا بِهِمْ فَشُدُّوْا بِهِمْ رُكْنًا مِنْ اَرْكَانِ جَهَنَّمَ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ سَعِيْدِ النَّقَّاشُ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-১৭৬। কিয়ামতের দিন শাসকগণকে উপস্থিত করা হবে, যারা শাসনে ন্যূনতা বা শৈথিল্য করেছে এবং যার শাসনে সীমা অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহ্ বলবেন, "তোমরা আমার পৃথিবীর কোষাধ্যক্ষ ছিলে এবং আমার বান্দাদের আশা-ভরসা ছিলে, আর তোমাদের মধ্যে আমার ইচ্ছা ন্যস্ত ছিল।" তারপর তিনি সেই ব্যক্তিকে বলবেন, "যে হুদ্দ পালনে ত্রুটি করেছিল, তুমি যে কাজ করেছ তার প্ররোচক কে?" সে উত্তরে বলবে "আমি তার প্রতি দয়া করেছিলাম।" তখন তিনি বলবেন, "তুমি কি আমার বান্দাদের প্রতি আমার হতে বেশি দয়ালু?" আর যে ব্যক্তি হুদ্দের সীমা অতিক্রম করেছিল, তাকে বলবেন, "তুমি যা করেছ কিসে ইহা করতে তোমাকে প্ররোচিত করেছে?" সে বলবে "আমি রাগের বশে এমন করেছি।" তখন আল্লাহ্ বলবেন, (হে আমার ফেরেশতাগণ!) তাদেরকে নিয়ে যাও তাদেরকে জাহান্নামের কোন স্তম্ভের সঙ্গে বাঁধ। আবূ সাঈদ নাক্কাস ইহা আনাস (রদি.) হতে সংগ্রহ করেছেন।

(١٧٧) يَبْعَثُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمًا مِّنْ قُبُوْرِهِمْ تَاَجَّجُ اَفْوَاهُهُمْ نَارًا اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا - اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

তখন আল্লাহ্ বলবেন, "আমার রহমত অপেক্ষা কি তোমার দয়া বেশি হয়েছিল?" আবূ ইয়ালা হুজায়ফা (রদি.) এর সূত্রে ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(١٧٦) يُؤْتٰى بِالْحُكَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَنْ تَصَرَّ وَ بِمَنْ تَعَدّٰى فَيَقُوْلُ اَنْتُمْ خُزَّانُ اَرْضِىْ وَ رَجَاءُ عَبِيْدِىْ وَ فِيْكُمْ بُغْيَتِىْ فَيَقُوْلُ لِلَّذِىْ قَصَّرَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ فَيَقُوْلُ رَحِمْتُهُ فَيَقُوْلُ اَنْتَ اَرْحَمُ بِعِبَادِىْ مِنِّىْ وَ يَقُوْلُ لِلَّذِىْ تَعَدّٰى مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِىْ صَنَعْتَ فَيَقُوْلُ غَضَبًا مِنِّىْ فَيَقُوْلُ انْطَلِقُوْا بِهِمْ فَشُدُّوْا بِهِمْ رُكْنًا مِنْ اَرْكَانِ جَهَنَّمَ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ سَعِيْدِ النَّقَّاشُ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-১৭৬। কিয়ামতের দিন শাসকগণকে উপস্থিত করা হবে, যারা শাসনে ন্যূনতা বা শৈথিল্য করেছে এবং যার শাসনে সীমা অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহ্ বলবেন, "তোমরা আমার পৃথিবীর কোষাধ্যক্ষ ছিলে এবং আমার বান্দাদের আশা-ভরসা ছিলে, আর তোমাদের মধ্যে আমার ইচ্ছা ন্যস্ত ছিল।" তারপর তিনি সেই ব্যক্তিকে বলবেন, "যে হুদ্দ পালনে ত্রুটি করেছিল, তুমি যে কাজ করেছ তার প্ররোচক কে?" সে উত্তরে বলবে "আমি তার প্রতি দয়া করেছিলাম।" তখন তিনি বলবেন, "তুমি কি আমার বান্দাদের প্রতি আমার হতে বেশি দয়ালু?" আর যে ব্যক্তি হুদ্দের সীমা অতিক্রম করেছিল, তাকে বলবেন, "তুমি যা করেছ কিসে ইহা করতে তোমাকে প্ররোচিত করেছে?" সে বলবে "আমি রাগের বশে এমন করেছি।" তখন আল্লাহ্ বলবেন, (হে আমার ফেরেশতাগণ!) তাদেরকে নিয়ে যাও তাদেরকে জাহান্নামের কোন স্তম্ভের সঙ্গে বাঁধ। আবূ সাঈদ নাক্কাস ইহা আনাস (রদি.) হতে সংগ্রহ করেছেন।

(١٧٧) يَبْعَثُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمًا مِنْ قُبُوْرِهِمْ تَاَجَّجُ اَفْوَاهُهُمْ نَارًا اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا - اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হাদীস নং-১৭৭। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন একদল লোককে কবর হতে উঠাবেন। তাদের মুখে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকবে। (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা কি জ্ঞাত নও যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ ভক্ষন করে, নিশ্চয়ই তারা আগুন দ্বারা তাদের জঠর পূর্ণ করে এবং অনতিবিলম্বে তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে?" ইবনে আবূ শায়বা ইহা আবি বারযা (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁর পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন, তাঁর সাহাবাগণ এবং তাঁর উম্মতের ফযীলত

(١٧٨) وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهُ قَدْ اَطْلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الشَّيْخَانِ وَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ (رضى) وَ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) وَ اَحْمَدُ وَ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اَحْمَدُ وَ ابْنِ حَبَّانٍ وَ الطَّبْرَانِيِّ عَنْ جَابِرٍ (رضى) -

হাদীস নং-১৭৮। তুমি কি জান না হে উমর!) যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন, "তোমরা যা ইচ্ছা আমল কর, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"আহমদ ও শায়খাইন এবং আবূ দাউদ ও তিরমিযী ইহা আলী (রদি.)এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٧٩) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَبْدِى الْمُؤْمِنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِىْ - اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ فِى الْاَوْسَطِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)

হাদীস নং-১৭৯। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমার মু'মিন বান্দা আমার নিকট কোন কোন ফেরেশতা হতে প্রিয়তর।" তিবরানী ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

নবী (আঃ)-দের বর্ণনা

(١٨٠) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لاَ يَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ لِّىْ اَنْ يَّقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ ابْنِ مَتّٰى - اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হাদীস নং-১৮০। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমার কোন বান্দার পক্ষে উহা দাবি করা উচিত নয় যে, সে ইউনুস ইবনে মাত্তার তুলনায় উত্তম। মুসলিম ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছিলেন।

(١٨١) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِاٰدَمَ يَا اٰدَمُ اِنِّىْ عَرَضْتُ الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ فَلَمْ تُطِقْهَا فَهَلْ اَنْتَ حَامِلُهَا بِمَا فِيْهَا قَالَ وَ مَا لِىْ فِيْهَا يَا رَبِّ قَالَ اِنْ حَمَلْتَهَا اُجِرْتَ وَ اِنْ ضَيَّعْتَهَا عُذِّبْتَ قَالَ فَقَدْ حَمَلْتَهَا بِمَا فِيْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ فِى الْجَنَّةِ اِلاَّ مَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْاُوْلٰى اِلَى الْعَصْرِ حَتّٰى اَخْرَجَهُ الشَّيْطَانُ مِنْهَا - اَخْرَجَهُ اَبُو الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)

হাদীস নং-১৮১। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ আদম (আঃ)-কে বললেন, "হে আদম! আমি আমার আমানত আসমানসমূহ ও যমীনের সামনে পেশ করেছিলাম। কিন্তু ইহারা উহা বহন করতে অক্ষম হয়। তুমি কি এই আমানত ও উহাতে যা কিছু আছে তা বহন করতে প্রস্তুত আছ?" তিনি আরয করলেন, "উহাতে আমার জন্য কি আছে হে আমার প্রভু!" আল্লাহ্ বললেন, "যদি তুমি উহা বহন করতে পার তবে তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। আর যদি তুমি উহা নষ্ট কর তবে তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে।" আদম বললেন, "আমি উহা বহন করলাম এবং উহাতে যা কিছু আছে তার।" সেই ঘটনার পরে আদম প্রথম নামায ও আসরের নামাযের মধ্যকার সময়টুকু পরিমাণ ব্যতীত জান্নাতে অবস্থান করেননি; বরং শয়তান তাকে সেখান হতে বের করে দিল। আবুল শায়খ ইহা ইবনে আব্বাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(১৪২) بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَحْيٰى بْنِ زَكَرِيَّا اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَلَمَّا بَعَثَ اللّٰهُ عِيْسٰى قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا عِيْسٰى قُلْ لِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا اِمَّا اَنْ يُّبَلِّغَ مَا اَرْسَلْتُهُ بِهِ اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَ اِمَّا اَنْ تُبَلِّغَهُمْ فَخَرَجَ يَحْيٰى حَتّٰى صَارَ اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى اَمَرَكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْا وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَ مَثَلُ ذَالِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَعْتَقَ رَجُلاً وَ اَحْسَنَ اِلَيْهِ وَ اَعْطَاهُ فَانْطَلَقَ وَ كَفَرَ نِعْمَتَهُ وَوَالٰى غَيْرَهُ وَ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ مَثَلُ ذَالِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسَرَهُ الْعَدُوُّ فَاَرَادُوْا قَتْلَهُ فَقَالَ لاَ تَقْتُلُوْنِىْ فَاِنَّ لِىْ كَنْزًا وَ اَنَا اَفْدِىْ نَفْسِىْ فَاَعْطَاهُمْ كَنْزَهُ وَ نَجَا بِنَفْسِهٖ وَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُصَدِّقُوْا وَ مَثَلُ ذَالِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَشٰى اِلٰى عَدُوِّهٖ وَ قَدْ اَخَذَ لِلْقِتَالِ جُنَّةً فَلاَ اُبَالِىْ مِنْ حَيْثُ اُتِىَ وَ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَقْرَؤُا الْكِتَابَ وَ مَثَلُ ذَالِكَ كَمَثَلِ قَوْمٍ فِىْ حِصْنِهِمْ صَارَ اِلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ وَ قَدْ اَعْدُوْا فِىْ كُلِّ نَاحِيَةٍ مِّنْ نَوَاحِىْ الْحِصْنِ قَوْمًا فَلَيْسَ يَاْتِيْهِمْ عَدُوُّهُمْ مِنْ نَاحِيَةٍ مِّنْ نَوَاحِى الْحِصْنِ اِلاَّ وَ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ مَنْ يَّدْرَؤُهُمْ عَنِ الْحِصْنِ فَذَالِكَ مَثَلُ مَنْ يَّقْرَأُ الْقُرْاٰنَ لاَ يَزَالُ فِىْ اَحْصَنِ حِصْنٍ - اَخْرَجَهُ الْبَزَّازُ عَنْ عَلِىٍّ (رضى) - وَ رِجَالُهُ مَوْثُقُوْنَ -

হাদীস নং-১৮২। আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)-কে পাঁচটি উক্তিসহ বনী ইসরাঈলদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর যখন আল্লাহ্ ঈসা (আ) কে পাঠালেন তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'য়ালা বললেন, হে ঈসা! ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়াকে বল, হয়ত যে বাণী দিয়ে তাকে পাঠিয়েছি তা সে বনী ইসরাঈরদের নিকট পৌঁছাবে, অথবা তুমি উহা তাদের নিকট পৌছে দেবে। অতঃপর ইয়াহ্ইয়া (আ) বের হলেন, এমন কি তিনি বনী ইসরাঈলের কাছে পৌছালেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর ইবাদত করার জন্য এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার না করার জন্য তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। আর ইহার উপমা সেই ব্যক্তির অনুরূপ, যে অন্য এক ব্যক্তিকে মুক্তি করে দিল; তার প্রতি অনুগ্রহ করল এবং তাকে দান করল। তারপর সে চলে গেল ও তার কৃপা অস্বীকার করল এবং অন্যের অনুসারী হলো। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে নামায কায়েম করার আদেশ করছেন। ইহার উপমা সেই ব্যক্তির অনুরুপ, যাকে তার শত্রুরা বন্দী করেছে, তারপর তারা তাকে হত্যা করতে মনস্থ করেছে। তখন সে বলল, আমাকে তোমরা হত্যা করো না । কারণ আমার সঞ্চিত ধন আছে, আর আমি আমার প্রাণের প্রতিদানে উহা দেব। তারপর সে তাদেরকে সঞ্চিত ধন দিয়ে স্বীয় প্রাণ রক্ষা করল। আর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া ত'আলা তোমাদেরকে সদকা আদায় করার জন্য আদেশ করছেন। ইহার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে তার শত্রুর নিকট গেছে এবং লড়িবার জন্য ঢাল ধরেছে। ফলে কোথা হতে আঘাত আসল তার পরোয়া সে করে না। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে কিতাব পাঠ করার জন্য আদেশ করছেন। ইহার উপমা সেই শত্রুদের ন্যায়, যারা তাদের সন্নিকটে উপস্থিত হয়েছে, অথচ তারা দুর্গের কোন দিক হতেই শত্রু তাদের নিকট আসতে পারে না। কারণ তাদের স্মুখে বাধা দেয়ার জন্য সৈন্যদল মোতায়েন আছে, যারা তাদেরকে দুর্গ হতে বিতাড়িত করবে। ইহা সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে কুরআন পাঠ করে। সে যেন সর্বদা দুর্গে সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে অবস্থান করতেছে। বাযযার ইহা আলী (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٨٣) سَأَلَ مُوْسٰى رَبَّهُ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِئُى بَعْدَ مَا يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اِىْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَ اَخَذُوْا اَخْذَتَهُمْ فَيُقَالُ لَهُ اَتَرْضٰى اَنْ يَكُوْنَ لَكَ مَثَلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِّنْ مُّلُوْكِ الدُّنْيَا ؟ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُوْلُ لَكَ ذَالِكَ وَ مَثَلُهُ وَ مَثَلُهُ مَثَلُهُ وَ مَثَلُهُ فَقَالَ فِى الْخَامِسَةِ رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكَ وَ عَشَرَةُ اَمْثَالِهٖ وَ لَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَ لَذَّتْ عَيْنَاكَ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَاَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اَرَدْتُ غَرْسَ كَرَامَتِهِمْ بِيَدِىْ وَ حَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَ لَمْ تَسْمَعْ اُذُنٌ وَ لَمْ يَخْطَرْ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ ابْنُ اَبُوْ شَيْبَةَ وَ مُسْلِمٍ وَ التِّرْمِذِىُّ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) -

হাদীস নং-১৮৩। মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমার প্রভু! জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নপদস্থ ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, "সেই ব্যক্তি, যে সবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করতে আসবে, তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে উত্তরে বলবে, হে আমর প্রভু! কি প্রকারে? লোকগণ স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান নিয়েছে এবং নিজ নিজ প্রাপ্য বুঝে নিয়েছে? তখন তাকে বলা হবে, তোমাকে যদি দুনিয়ার কোন বাদশাহর রাজত্বের সমান এবটি রাজ্য দেয়া হয় তা হলে খুশি হবে কি? সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি উহাতের সন্তুষ্ট হব। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হ্যাঁ, তোমার জন্য তাই হবে এবং সেই সঙ্গে উহার সমতুল্য । অতঃপর বলবেন। পঞ্চমবারের সময় সে বলবে, হে প্রভু! আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তখন তিনি তোমার জন্য ইহাও তছঙ্গে ইহার দশগুণ হবে। তাছাড়া তোমার মন যা চায় এবং তোমার চক্ষু যাতে তৃপ্তি লাভ করে তা তুমি পাবে। তখন সে বলবে,

প্রভু! আমি সন্তুষ্টি হয়েছি। তারপর মূসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রভু! জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদের অধিকারী কারা? তিনি বললেন, সেই নব লোক, যাদের মর্যাদার বৃক্ষ আমি স্বহস্তে রোপণ করেছি এবং আমি উহা পূর্ণ করেছি, অতঃপর কোন চক্ষু ইহা দেখেনি, কোন কর্ণ উহা শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মন তা কল্পনাও করতে পারেনি। আহমদ ইহা মুগীরা ইবনে শুর' (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٨٤) كَانَ فِيْمَا اَعْطَى اللّٰهُ مُوْسٰى فِى الْاَلْوَاحِ الْاَوَّلِ اُشْكُرْ لِىْ وَ لِوَالِدَيْكَ اَفِيْكَ الْمَتَالِفَ وَ اَنْسٰى فِىْ عُمْرِكَ وَ اُحْيِيْكَ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ اُقَلِّبُكَ اِلٰى خَيْرِهَا وَ لاَ تَقْتُلِ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمْتُ اِلاَّ بِالْحَقِّ فَتُطْبَقُ عَلَيْكَ الْاَرْضَ بِرَحْبِهَا وَ السَّمَاءُ بِاَقْطَارِهَا وَ تَبُوْءَ بِخَطِىْ فِى النَّارِ وَ لاَ تَحْلِفْ بِاِسْمِىْ كَاذِبًا فَاِنِّىْ لاَ اُطَهِّرُ وَ لاَ اُزَكِّىْ مَنْ لَّمْ يُنَزِّهْنِىْ وَ يُعَظِّمْ اِسْمِىْ – اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হাদীস নং-১৮৪। আল্লাহ্ তা'আলা মূসাকে কাষ্ঠ ফলকে যা দিয়েছিলেন উহাতে সর্বপ্রথম আছে, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আর তোমার পিতা-মাতার প্রতি, আমি তোমাকে সাত প্রকার অনিষ্ট হতে রক্ষা করব; আমি তোমার বয়স সম্বন্ধে ভুলে যাব, তোমাকে পবিত্র জীবনের অধিকারী করব, তোমাকে উহার ভালোর দিকে ফিরিয়ে আনব। আর অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না, যা আমি অবৈধ করেছি। তা হলে পৃথিবীকে ইহার প্রশস্ততা সত্ত্বেও এবং আকাশকে উহার চতুষ্পার্শ্বসহ তোমার জন্য সংকীর্ণ করে দেয়া হবে। আর আমার ক্রোধের দরুন তোমাকে আগুনে আশ্রয় নিতে হবে। আমার নামে কখনও মিথ্যা শপথ করোনা, যেহেতু আমি কখনও সেই ব্যক্তিকে পবিত্র ও নির্মল করি না, যে কখনও আমার পবিত্রতা বর্ণনা করেনি এবং আমার নামের তাজীম করেনি। দায়লামী ইহা জাবির (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(১৮৫) قَالَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَخِيْ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ اَرِنِي الَّذِيْ كُنْتُ اَرَيْتَنِيْ فِي السَّفِيْنَةِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ يَا مُوْسٰى اِنَّكَ سَتَرَاهُ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلَّا يَسِيْرًا حَتّٰى اَتَاهُ الْخِضِرُ وَ هُوَ فَتًى طَيِّبُ الرِّيْحِ وَ حَسَنُ الثِّيَابِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ يَا مُوْسٰى بْنِ عِمْرَانَ اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَالَ مُوْسٰى هُوَ السَّلَامُ وَ مِنْهُ السَّلَامُ وَ اِلَيْهِ السَّلَامُ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الَّذِيْ لَا اُحْصِيْ نِعَمَهُ وَ لَا اَقْدِرُ عَلٰى اَدَاءِ شُكْرِهِ اِلَّا بِمَعُوْنَتِهِ ثُمَّ قَالَ مُوْسٰى اُرِيْدُ اَنْ تُوْصِيَنِيْ بِوَصِيَّةٍ يَنْفَعُنِيَ اللّٰهُ بِهَا بَعْدُ قَالَ لَهُ الْخِضِرُ يَا طَالِبَ الْعِلْمِ اِنَّ الْقَائِلَ اَقَلُّ مَلَالَةً مِّنَ الْمُسْتَمِعِ فَلَا تُمِلَّ جُلَسَائَكَ اِذَا حَدَّثْتَهُمْ وَ اعْلَمْ اَنَّ قَلْبَكَ وِعَاءٌ فَانْظُرْ مَا ذَا تَحْشُوْ بِهِ وِعَائَكَ فَاعْزُبْ عَنِ الدُّنْيَا وَ انْبِذْهَا وَرَاءَكَ فَاِنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ بِدَارٍ وَ لَا لَكَ فِيْهَا مَحَلُّ قَرَارٍ وَ اِنَّمَا جُعِلَتْ بُلْغَةً لِّلْعِبَادِ لِيَتَزَوَّدُوْا مِنْهَا لِلْمَعَادِ يَا مُوْسٰى وَطِّنْ نَفْسَكَ عَلَى الصَّبْرِ تَلْقَى الْحِلْمَ وَ اَشْعِرْ قَلْبَكَ التَّقْوٰى تَنَلِ الْعِلْمَ وَ رَضِّ نَفْسَكَ عَلَى الصَّبْرِ تَخْلُصْ مِنَ الْاِثْمِ يَا مُوْسٰى تَفَرَّغْ لِلْعِلْمِ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُهُ فَاِنَّ الْعِلْمَ لِمَنْ تَفَرَّغَ لَهُ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِكْثَارًا بِالنُّطْقِ مِهْزَارًا فَاِنَّ كَثْرَةَ النُّطْقِ تُشِيْنُ الْعُلَمَاءَ وَ تُبْدِيْ عَسَاوِيَ السُّخَفَاءِ وَ لٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْاِقْتِصَادِ فَاِنَّ ذَالِكَ مِنَ التَّوْفِيْقِ وَ السَّدَادِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجُهَّالِ وَ بَاطِلِهِمْ وَاحْلُمْ عَنِ السُّفَهَاءِ فَاِنَّ ذَالِكَ

فِعْلُ الْحُكَمَاءِ وَ زَيْنُ الْعُلَمَاءِ اِذَا شَتَمَكَ الْجَاهِلُ فَاسْكُتْ عَنْهُ حِلْمًا وَ حَنَانَةً وَ حَزْمًا فَاِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ جَهْلِهِ عَلَيْكَ وَ شَتْمِهِ اِيَّاكَ اَعْظَمُ وَ اَكْبَرُ يَا ابْنَ عِمْرَانَ وَ لاَ تَرٰى اَنَّكَ اُوْتِيْتَ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً فَاِنَّ الاِنْدِلاَثَ وَ التَّعَسُّفَ مِنَ الاِقْتِحَامِ وَ التَّكَلُّفَ يَا ابْنَ عِمْرَانَ لاَ تَفْتَحَنَّ بَابًا لاَ تَدْرِيْ مَا غَلَقَهُ وَ لاَ تُغْلِقَنَّ بَابًا لاَ تَدْرِيْ مَا فَتَحَهُ يَا ابْنَ عِمْرَانَ مَنْ لاَ تَنْتَهِيْ مِنَ الدُّنْيَا نَهْمَتُهُ وَ لاَ تَنْقَضِيْ مِنْهَا رَغْبَتُهُ كَيْفَ يَكُوْنُ عَابِدًا وَ مَنْ يُحْقِرُ حَالَهُ وَ يَتَّهِمُ اللّٰهَ فِيْمَا قَضٰى لَهُ كَيْفَ يَكُوْنُ زَاهِدًا هَلْ يَكُفُّ عَنِ الشَّهَوَاتِ مَنْ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ هَوَاهُ اَوْ يَنْفَعُهُ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْجَهْلُ قَدْ حَوَاهُ لاَنَّ سَفَرَهُ اِلٰى اٰخِرَتِهِ وَ هُوَ مُقْبِلٌ عَلٰى دُنْيَاهُ وَ يَا مُوْسٰى تَعَلَّمْ مَا تَعَلَّمْتَ لِتَعْمَلَ بِهِ وَ لاَ تَتَعَلَّمْهُ لِتُحَدِّثَ بِهِ فَيَكُوْنُ عَلَيْكَ بُوْرُهُ وَ يَكُوْنُ لِغَيْرِكَ نُوْرُهُ وَ يَا ابْنَ عِمْرَانَ اِجْعَلِ الزُّهْدَ وَ التَّقْوٰى لِبَاسَكَ وَ الْعِلْمَ وَ الذِّكْرَ كَلاَمَكَ وَ اَكْثِرْ مِنَ الْحَسَنَاتِ فَاِنَّكَ مُصِيْبُ السَّيِّئَاتِ وَ زَعْزِعْ بِالْخَوْفِ قَلْبَكَ فَاِنَّ ذَالِكَ يُرْضِيْ رَبَّكَ وَاعْمَلْ خَيْرًا فَاِنَّكَ لاَ بُدَّ عَامِلٌ سَوَاءٌ قَدْ وُعِظْتَ اَنْ حَفِظْتَ فَتَوَلّٰى الْخِضِرُ وَ بَقِيَ مُوْسٰى حَزِيْنًا مَكْرُوْبًا يَبْكِيْ- اَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَ الطَّبْرَانِيُّ وَ الْمَرْهٰبِيُّ وَ الْخَطِيْبِ وَ ابْنِ لاَلٍ فِيْ مَكَارِمُ الْاَخْلاَقِ وَ الدَّيْلَمِيُّ وَ ابْنُ عَسَاكِرَ -

হাদীস নং-১৮৫। উমর ইবনে খাত্তাব (রদি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার ভাই মূসা (আ) বলেছেন, "হে আমার প্রভু! নৌকায় যে ব্যক্তিকে আপনি আমাকে দেখিয়েছিলেন, পুনরায় তাকে দেখিয়ে দিন।" অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট ওহী পাঠালেন, "হে মূসা! অনতিবিলম্বে তুমি তাকে দেখবে।" তারপর স্বল্পকাল অপেক্ষা করতে না করতেই খিজির (আঃ) আসলেন, তিনি সুগন্ধিযুক্ত বায়ুর আন্দোলনে সুন্দর পোশাক পরিহিত অবস্থায় অবতীর্ণ হলেন এবং বললেন,'আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি। হে মূসা ইবনে ইমরান! তোমার প্রভু তোমাকে সালাম ও আল্লাহর রহমত শিক্ষা দিয়েছেন।" মূসা বললেন, তিনি সালাম, তাঁর নিকট হতে সালাম এবং তাঁর দিকে সালাম আর যাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য, যাঁর কৃপাসমূহ আমি গণনা করতে পারি না এবং যাঁর শোকর আদায় করতেও আমি অক্ষম-একমাত্র তাঁর সহায়তা ব্যতীত।" তৎপর মূসা বললেন, "আমি এই কামনা করি যে, আপনি আমাকে এরূপ একটি উপদেশ দিন যদ্দ্বারা ভবিষ্যতে আল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করবেন।" তখন খিযির (আ) তাকে বললেন, "হে জ্ঞান অনুসন্ধানকারী! নিশ্চয়ই বক্তা শ্রোতাদের অপেক্ষা কম উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে, অতএব যখন তাদের সঙ্গে কথা বল তখন তোমার সাথিগণকে বিরক্ত করো না। আর জানিয়া রাখ তোমার অন্তর একটি পাত্র। সুতরাং লক্ষ্য রাখিও তুমি কিসের দ্বারা তোমার পাত্র ভরছ? আর দুনিয়া হতে সরে থেক এবং উহাকে তোমার পিছনে নিক্ষেপ করো, যেহেতু ইহা তোমার (স্থায়ী) ঘর নয়। আর উহাতে তোমার স্থায়ী আবাসস্থল নেই। আর ইহাকে কেবলমাত্র বান্দাদের জন্য বাঁচার উপায় করা হয়েছে যেন উহা হতে তারা পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে। হে মূসা! তুমি তোমার আত্মাকে ধৈর্যে অভ্যস্ত কর, তা হলে তুমি ইলম লাভ করবে। তোমার মনকে খোদাভীরুতার জামা পরিধান কারাও, তা হলে জ্ঞান লাভে সমর্থ হবে। তোমার প্রাণকে সংযমের দ্বারা সন্তুষ্ট রাখ, তা হলে পাপ হতে মুক্তি লাভ করবে। হে মূসা! জ্ঞানলাভের জন্য আত্মাকে নিয়োগ কর, যদি ইহা কামনা কর। কারণ, জ্ঞান সেই ব্যক্তির প্রাপ্য, যে ইহার জন্য আত্মনিয়োগ করে। আর বক্তৃতা দিতে যাইয়া তা দীর্ঘ করোনা বা কারো নিন্দাকারী সাজিও না, যেহেতু অত্যধিক কথা বলা জ্ঞানীদের কলঙ্কিত করে, দুর্বলচেতাদের দোষসমূহ প্রকাশ করে। কিন্তু তোমার সব কিছুতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত। কারণ উহা উত্তম পন্থা ও ন্যায় পথ। মূর্খদের নিকট হতে এবং তাদের ব্যার্থ উক্তি হতে দূরে সরে থেক, আর নির্বোধদের সম্পর্কে ধৈর্য ধারণ করো। কারণ ইহা জ্ঞানীদের কর্ম ও বিদ্বানদের সজ্জা, যখন কোন মূর্খ তোমাকে মন্দ বলে তখন ধৈর্যের সাথে দয়া-পরবশ হয়ে দৃঢ় মনোবল প্রকাশ করত তার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করো। কারণ তোমার

প্রতি তার অবজ্ঞা ও কটুক্তির যেটুকু বাকি রয়েছে উহা বৃহত্তর ও ব্যপক। হে ইমরানের পুত্র! এমন কোন দরজা কখনও খুলিও না যা কে বন্ধ করেছে তা তুমি জান না এবং এমনটিও বন্ধ করো না যা কে খুলেছে তা তোমার জানা নেই। হে ইমরানের পুত্র! যে ব্যক্তির লোভ দুনিয়া হতে বিরত হয়নি এবং যার আসক্তি তৃপ্ত হয়নি, সে কিরূপে আবিদ হবে? আর যে ব্যক্তি নিজেকে দরিদ্র মনে করে এবং তার জন্য যা নির্ধারিত হয়েছে তার জন্য আল্লাহকে দোষারোপ করে, সে কিরূপে সংসারের আবর্জনা হতে দূরে থাকবে? যার প্রবৃত্তি তার উপর প্রভুত্ব করে, সেকি ভোগ-সম্ভোগ হতে বিরত থাকতে পারে? আর মূর্খতা যাকে বেষ্টন করে ফেলেছে জ্ঞানের সন্ধান কি তার কোন উপকারে আসতে পারে? কারণ তার সফরের গতি আখিরাতের দিকে হলেও সে দুনিয়ার দিকে অগ্রগামী হতে প্রয়াস পায়। হে মূসা! যা তুমি শিখিয়াছ উহা আমল করতে শিখ, আর ইহা বলাবলি করার জন্য শিখিও না । তাহলে উহার ক্ষতি তোমার উপর বর্তিবে এবং উহার আলো অন্যের উপকারে আসবে। হে ইমরানের পুত্র! সংসারে আসক্তি ও ধর্মভীরুতাকে তোমার পরিচ্ছদে পরিণত কর। জ্ঞানার্জন ও যিকিরকে তোমার উক্তিরূপে বরণ কর। বেশি পরিমাণে পুণ্য অর্জন কর। যেহেতু তুমি পাপ করছে, খোদাভীতি দ্বারা তোমার প্রাণকে আলোড়িত কর, কারণ তোমার প্রভু ইহা পছন্দ করেন। আর সৎ কাজ কর, কারণ নিশ্চয়ই তোমাকে কাজ করতে হবে। ইহা একই কথা, তোমাকে উপদেশ দেয়া হউক, অথবা তুমি উহা মনে করে রাখ।" তৎপর খিযির (আঃ) চলে গেলেন এবং মূসা দুঃখিত হয়ে কাঁদিতে লাগলেন। ইবনে আদি হতে ইহা সংগৃহীত।

আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত সম্পর্কে জবাবদিহি

(١٨٦) يُجَاءُ بِابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ بَذَجٌ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَاَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَاذَا صَنَعْتَ فَيَقُوْلُ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ اَكْثَرَ مَاكَانَ فَارْجِعْنِيْ اٰتِيْكَ بِهِ فَيَقُوْلُ ارِنِيْ مَاقَدَّمْتَ فَيَقُوْلُ رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ اَكْثَرَ مَاكَانَ فَارْجِعْنِيْ اٰتِكَ بِهِ فَاِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا يُمْضَى بِهِ اِلَى النَّارِ- اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

হাদীস নং-১৮৬। কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে এরূপভাবে উপস্থিত করা হবে যেন একটা ভেড়ার বাচ্চা। তারপর তাকে আল্লাহ্‌র সামনে দন্ডায়মান করা হবে। তখন আল্লাহ্ তাকে বলবেন, "আমি তোমাকে জীবিকা দান করছিলাম। তুমি উহার পরিবর্তে কি কাজ করছ?" সে বলবে, "আমি ইহা জমা করছিলাম, উহা বৃদ্ধি করছিলাম; আর আমার যা ছিল উহার অধিকাংশ ছেড়ে এসেছি। আপনি আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, যেন আমি উহা নিয়ে আসতে পারি।" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "আমাকে উহা দেখাও যা তুমি অগ্রিম পাঠিয়েছিলে।" সে পুনরায় বলবে, "হে আমার প্রভু! আমি উহা জমা করছিলাম, উহা বৃদ্ধি করছিলাম, তৎপর আমার যা ছিল উহার অধিকাংশ ছেড়ে এসেছি। আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি তা নিয়ে আসতে পারি।" অতঃপর যখন স্থির হবে যে, বান্দা ভাল কিছু অগ্রিম পাঠায়নি, তখন তাকে দোযখে নিয়ে যাওয়া হবে। তিরমিযী ইহা আনাস (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٨٧) يَقُوْلُ اللّٰهُ لِعَبْدِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَابْنَ اٰدَمَ اَلَمْ اَحْمِلْكَ عَلَى الْخَيْلِ وَالاِبِلِ وَاُزَوِّجْكَ النِّسَاءَ وَاَجْعَلْكَ تَرْبَعُ وَتَرْأَسُ فَيَقُوْلُ بَلٰى اِىْ رَبِّ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُكْرُ ذَالِكَ -اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)-

হাদীস নং-১৮৭। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার বান্দাকে বলবেন, "হে আদমের সন্তান! আমি কি তোমাকে ঘোড়া ও উটের উপর চড়াইনি?" "আমি কি তোমাকে রমণী বিবাহ করাইনি।" "আমি কি তোমাকে এরূপ (পদে আসীন) করিনি যেন তুমি নেতৃত্ব করতে পার?" তখন সে বলবে-"হ্যাঁ আমার প্রভু!" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "ইহার কৃতজ্ঞতা কোথায়? বায়হাকী ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٨٨) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى تَفَضَّلْتُ عَلٰى عَبِيْدِىْ بِاَرْبَعِ خِصَالٍ سَلَّطْتُ الدَّابَّةَ عَلَى الْحَيَّةِ وَلَوْلَا ذَالِكَ لَاَخْرَقَهَا الْمُلُوْكُ كَمَا يَدَّخِرُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَاَلْقَيْتُ النَّتْنَ عَلَى الْجَسَدِ وَلَوْلَا ذَالِكَ مَا دَفَنَ خَلِيْلٌ خَلِيْلَهٗ وَسَلَّطْتُ السَّلْوَ عَلَى الْحُزْنِ وَلَوْلَا ذَالِكَ لَانْقَطَعَ النَّسْلُ وَقَضَيْتُ الْاَجَلَ وَاَطَلْتُ الْاَمَلَ وَلَوْلَا ذَالِكَ لَخَرِبَتِ الدُّنْيَا وَلَمْ يَتَهَنَّأْ ذُوْ مَعِيْشَةٍ بِمَعِيْشَةٍ -- اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ عَنِ الْبَرَاءِ (رضى)

হাদীস নং-১৮৮। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি আমার বান্দাদিগকে চারটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা ধন্য করেছি। পোকা-মাকড়কে ফসলের দানার উপর ক্ষমতাবান করে দিয়েছি। আর যদি ইহা না করতাম তবে বাদশাহগণ ইহা জমা করে রাখত যেভাবে তারা সোনা-রূপা জমা করে থাকে। আর দেহকে পচানোপযোগী করেছি। যদি ইহা না করতাম তবে কোন বন্ধু তার বন্ধুকে দাফন করত না। আর দুঃখের ক্ষেত্রে সান্ত্বনাকে প্রভাবশালী করে দিয়েছি। যদি ইহা না হত, তবে সন্তান জন্মদান বন্ধ হয়ে যেত। আর আমি আয়ু নির্ধারিত করে দিয়েছি এবং আশা দীর্ঘ করে দিয়েছি, কারণ যদি এমন না হত তবে নিশ্চয়ই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত এবং কোন জীবিকার অধিকারীই জীবিকায় আনন্দ পেত না।" খতীব ইহা বারাআ (রদিঃ) হতে সংগ্রহ করেছেন। এই মর্মের হাদীস দায়লামীও সংগ্রহ করেছেন।

(١٨٩) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ثَلَاثٌ مِّنَ النِّعَمِ لَااَسْأَلُ عَبْدِىْ عَنْ شُكْرِ هِنَّ وَاَسْأَلُهُ عَمَّا سِوٰى ذٰلِكَ بَيْتٌ يَكُنُّهُ وَمَايُقِيْمُ بِهِ صُلْبَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَمَايُوَارِىْ بِهِ عَوْرَتَهُ مِنَ اللِّبَاسِ- اَخْرَجَهُ هَنَّادٌ عَنِ الضَّحَّاكِ مُرْسَلًا-

হাদীস নং-১৮৯। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেছেন, "তিনটি বস্তু নিয়ামতের পর্যায়ভুক্ত, উহাদের কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করব না; আর উহা ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে প্রশ্ন করব। (এই তিনটি হলো) গৃহ, যাতে সে বাস করে। খাদ্য, যদ্দ্বারা সে তার মেরুদন্ড সোজা রাখে এবং পোশাক, যদ্দ্বারা সে তার লজ্জাস্থান আবৃত করে।" হান্নাদ ইহা দাহ্হাকের সূত্রে মুরসাল হিসাবে সংগ্রহ করেছেন।

(١٩٠) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاابْنَ اٰدَمَ مَا تَنْصِفُنِىْ اَتَحَبَّبُ اِلَيْكَ بِالنِّعَمِ وَتَتَمَقَّتُ اِلَىَّ بِالْمَعَاصِىْ خَيْرِىْ اِلَيْكَ مُنْزَلٌ وَشَرُّكَ اِلَىَّ صَاعِدٌ وَلَايَزَالُ مَلَكٌ كَرِيْمٌ يَأْتِيْنِىْ عَنْكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِعَمَلٍ قَبِيْحٍ يَاابْنَ اٰدَمَ لَوْسَمِعْتَ وَصْفَكَ مِنْ غَيْرِكَ وَاَنْتَ لَاتَعْلَمُ مِنَ الْمَوْصُوْفُ لَسَارَعْتَ اِلٰى مَقْتِهِ- اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ وَالرَّافِعِىُّ عَنْ عَلِىٍّ (رضى)

হাদীস নং-১৯০। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে ইবনে আদম! তুমি আমার প্রতি সুবিচার করো না। আমি নিয়ামত দ্বারা তোমার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করি। আর তুমি গুনাহ অর্জন করে আমার নিকট ঘৃণ্য হও। আমার দিক হতে তোমার দিকে নাযিল করা হয় কল্যাণ। আর তোমার দিক হতে আমার দিকে উত্থিত হয় মন্দ। আর মহান ফেরেশতা তোমার দিক হতে প্রতিদিন ও প্রতি রাত্রে একটি মন্দ আমল আমার নিকট আনয়ন করে। হে ইবনে আদম! তুমি যদি অন্যের নিকট হতে তোমার খারাপ বর্ণনা শুনতে- তবে তুমি অতি শীঘ্রই তাকে ঘৃণা করতে শুরু করতে।" দায়লামী ইহা আলী (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٩١) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ قَدْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكَ نِعَمًا عِظَامًا لَاتُحْصِىْ عَدَدَهَا وَلَاتُطِيْقُ شُكْرَهَا وَاِنَّ مِمَّا اَنْعَمْتُ عَلَيْكَ اَنْ جَعَلْتُ لَكَ عَيْنَيْنِ تَنْظُرُ بِهِمَا وَجَعَلْتُ لَهُمَا غِطَاءً فَانْظُرْبِعَيْنَيْكَ اِلٰى مَا اَحْلَلْتُ لَكَ فَاِنْ رَاَيْتَ مَاحَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَاَطْبِقْ عَلَيْهِمَا غِطَاءَ هُمَا وَجَعَلْتُ لَكَ لِسَانًا و جَعَلْتُ لَهُ غَلَفًا فَانْطِقْ بِمَا اَمَرْتُكَ وَاَحْلَلْتُ لَكَ فَاِنْ عَرِضَ لَكَ مَاحَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَاَغْلِقْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَجَعَلْتُ لَكَ فَرْجًا وَجَعَلْتُ لَكَ سِتْرًا فَاَصِبْ بِفَرْجِكَ مَا اَحْلَلْتُ لَكَ فَاِنْ عَرِضَ لَكَ مَاحَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَارْجِ عَلَيْكَ سَتْرَكَ- اِبْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ لَاتَحْمِلُ سَخَطِىْ وَلَاتُطِيْقُ انْتِقَامِىْ- اَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ مَكْحُوْلٍ مُرْسَلاً -

হাদীস নং-১৯১। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বলেন, "হে ইবনে আদম! আমি তোমার উপর বড় বড় নিয়ামত বর্ষণ করছি যার সংখ্যা তুমি নিরূপণ করতে পারবে না এবং যার শোকর তুমি আদায় করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তোমার উপর আমি যে নিয়ামত প্রদান করছি উহা এই যে, আমি তোমার জন্য দুইটি চক্ষু সৃষ্টি করেছি যদ্দ্বারা তুমি দেখতে পাও এবং উহাদের জন্য সৃষ্টি করছি অনবরত। অতএব তুমি তোমার চক্ষু দুইটি দ্বারা তোমার জন্য যা হালাল করছি তার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আর তোমার জন্য যা হারাম করছি তা যদি

দেখেও ফেল, তবে উহাদের উপর আবরণ টানিয়া দাও। আমি তোমার জন্য সৃষ্টি করেছি একটি জিহ্বা এবং উহার জন্য একটি কোষ তৈরি করে দিয়েছি। অতএব যা তোমাকে আদেশ করছি ও যা তোমার জন্য হালাল করছি উহা বল। আর যা তোমার জন্য হারাম করেছি তেমন কিছু তোমার সামনে উপস্থিত হলে তুমি তোমার জিহক্ষা কোষবদ্ধ কর। আর আমি তোমার জন্য লজ্জাস্থান সৃষ্টি করেছি এবং তোমার জন্য আবরণ সৃষ্টি করছি। অতএব তোমার জন্য যা হালাল করছি উহাতে গমন কর; আর তোমার জন্য যা হারাম করছি, উহা যদি তোমার সম্মুখে এসেও যায়, তবে তুমি তোমার দেহের উপর আবরণ টেনে দাও। অর্থাৎ উহা হতে বিরত থাক। হে ইবনে আদম! তুমি আমার ক্রোধের ভার বহন করতে পারবে না এবং আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে অসমর্থ হবে।" ইবনে আসাকির ইহা মাকহূল হতে মুরসাল হিসাবে সংগ্রহ করেছেন।

মাকরূহ (অপছন্দনীয়) ও হারাম বিষয়সমূহ

(١٩٢) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى- لَا تُمَثِّلُوْا بِعِبَادِىْ- اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ

হাদীস নং-১৯২। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমার বান্দাদিগকে বিকলাঙ্গ করো না।" আহমাদ ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(١٩٣) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَكَ اَوَّلُ نَظْرَةٍ فَمَا بَالُ الثَّانِيَةِ- اَخْرَجَهُ اَبُو الشَّيْخُ

হাদীস নং-১৯৩। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "প্রথমবার দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য জায়েয, কিন্তু দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করার পরিণাম কি হবে?" আবূ শায়খ ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(١٩٤) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنْ نَازَعَكَ بَصَرُكَ اِلٰى بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَقَدْ اَعَنْتُكَ عَلَيْهِ بِطَبْقَتَيْنِ فَاَطْبِقْهُمَا عَلَيْهِ وَ اِنْ نَازَعَكَ لِسَانُكَ اِلٰى بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَقَدْ اَعَنْتُكَ بِطَبْقَتَيْنِ فَاَطْبِقْهُمَا عَلَيْهِ وَ اِنْ نَازَعَكَ فَرْجُكَ فَقَدْ اَعَنْتُكَ عَلَيْهِ بِطَبْقَتَيْنِ فَاَطْبِقْهُمَا عَلَيْهِ- اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)

হাদীস নং-১৯৪। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে ইবনে আদম! তোমার চক্ষু যদি আমি যা হারাম করেছি উহার কতক কাজ দেখিবার জন্য সংগ্রাম করে, তবে আমি তোমাকে দুইটি ঢাকনা দ্বারা উহার বিরুদ্ধে সাহায্য করব। অতএব সেগুলো দ্বারা উহাকে আবদ্ধ কর (ঐ নিষিদ্ধ বস্তু দেখতে বারণ কর)। আর যদি তোমার জিহ্বা, আমি যা হারাম করেছি উহার কতক বস্তুর স্বাদ লইবার জন্য তোমার সাথে ঝগড়া করে, তবে আমি তোমাকে দুইটি ঢাকনা দ্বারা উহার বিরুদ্ধে সাহায্য করব। অতএব তার সাহায্যে উহাকে আবদ্ধ কর। আর যদি তোমার লজ্জাস্থান তোমার সাথে ঝগড়া করে, তবে আমি তোমাকে দুইটি আবরণ দ্বারা সাহায্য করব। সেগুলোকে উহার উপর চাপাইয়া দাও।" দায়লামী আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(١٩٥) يَلْقَى اللّٰهُ تَعَالٰى شَارِبَ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَلْقَاهُ وَهُوَ سَكْرَانُ فَيَقُوْلُ وَيْلَكَ مَاشَرِبْتَ فَيَقُوْلُ الْخَمْرَ فَيَقُوْلُ اَلَمْ اُحَرِّمْهَا عَلَيْكَ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيُؤْمَرُ بِهٖ اِلَى النَّارِ- اَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً -

হাদীস নং-১৯৫। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন শরাবখোরের দেখা পাইবেন। যখন আল্লাহ্ তার সাক্ষাত পাবেন, তখন সে নেশাগ্রস্ত থাকবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলবে, তোমার জন্য আক্ষেপ! তুমি কি পান করেছিলে?" "শরাব পান করেছিলাম।" আল্লাহ্ বলবেন, "আমি কি উহা তোমার জন্য হারাম করিনি?" সে বলবে, 'হ্যাঁ, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে। আবদুর রাযযাক উহা হাসান বসরীর সূত্রে মুরসালরূপে সংগ্রহ করেছেন।

কিয়ামত ও উহার নিদর্শন

(١٩٦) قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتَى بِحَسَنَاتِ الْعَبْدِ وَسَيِّئَاتِهٖ فَيُقَصُّ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ فَاِنْ بَقِيَتْ حَسَنَةٌ وَّسَّعَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا فِى الْجَنَّةِ- اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)

হাদীস নং-১৯৬। মহান ও মর্যাদাশীল প্রভু বলেছেন, "বান্দার নেকী ও গুনাহ্গুলো উপস্থিত করা হবে। তারপর তার কতগুলো পরস্পরের সাথে

বিনিময় করা হবে। তৎপর যদি একটি নেকীও বাকি থাকে তবে আল্লাহ্ উহার বলে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের রাস্তা প্রশস্ত করে দিবেন। হাকেম ইহা ইবনে আব্বাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٩٧) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اُنْظُرُوْا فِىْ دِيْوَانِ عَبْدِىْ فَمَنْ رَأَيْتُمُوْهُ سَأَلَنِى الْجَنَّةَ اَعْطَيْتُهُ وَمَنِ اسْتَعَاذَنِىْ مِنَ النَّارِ اَعَذْتُهُ- اَخْرَجَهُ اَبُوْنُعَيْمٍ عَنْ اَنَسٍ (رضى) -

হাদীস নং-১৯৭। (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলা (ফেরেশতাগণকে) বলবেন, "আমার বান্দার আমলনামার দিকে লক্ষ্য কর। অতঃপর যাকে তোমরা দেখ যে, সে আমার নিকট জান্নাত চাহিয়াছিল তাকে আমি জান্নাত দেব, আর যে আমার নিকট দোযখ হতে আশ্রয় চাহিতেছিল, আমি তাকে দোযখ হতে বাঁচাইয়া দেব।" আবূ নুয়াইম ইহা আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(١٩٨) يَدْعُواللّٰهُ بِالْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُوْقِفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُوْلُ عَبْدِىْ اِنِّىْ اَمَرْتُكَ اَنْ تَدْعُوْنِىْ وَ وَعَدْتُكَ اَنْ اَسْتَجِيْبَ لَكَ فَهَلْ كُنْتَ تَدْعُوْنِىْ فَيَقُوْلُ نَعَمْ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لَمْ تَدْعُنِىْ بِدَعْوَةٍ اِلاَّ اَسْتَجِيْبُ لَكَ اَلَيْسَ دَعَوْتَنِىْ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِغَمٍّ نَزَلَ بِكَ اَنْ اُفَرِّجَ عَنْكَ فَفَرَّجْتُ عَنْكَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ عَجَّلْتُهَا لَكَ فِى الدُّنْيَا وَ دَعَوْتَنِىْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا لِغَمٍّ نَزَلَ بِكَ اَنْ اُفَرِّجَ عَنْكَ فَلَمْ تَرَ فَرْجًا قَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ ادَّخَرْتُ لَكَ بِهَا فِى الْجَنَّةِ كَذَا وَ كَذَا وَ دَعَوْتَنِىْ فِىْ حَاجَةٍ اَقْضِيْهَا لَكَ فِىْ يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تَرَ قَضَاءَهَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اِنِّى ادَّخَرْتُ لَكَ بِهَا فِى الْجَنَّةِ كَذَا وَ كَذَا فَلاَ يَدْعُو اللّٰهَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ اِلاَّ بَيْنَ اِمَّا اَنْ يُكُوْنَ عُجِّلَ لَهُ فِى الدُّنْيَا وَ اِمَّا اَنْ يُكُوْنَ ادُّخِرَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ فِى ذَالِكَ الْمَقَامِ لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ عُجِّلَ لَهُ بِشَىْءٍ مِّنْ دُعَائِهِ - اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ جَابِرٍ (رضى)

হাদীস নং-১৯৮। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ মু'মিন ব্যক্তিকে তলব করবেন। তাকে নিজের সামনে দাঁড় করাবেন ও বলবেন, "হে আমার বান্দা! আমাকে ডাকিবার জন্য তোমাকে আদেশ করেছিলাম, আর আমি তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমি তোমার ডাকের উত্তর দেব। অতএব, তুমি কি আমাকে ডেকেছিলে?" সে বলবে, "হ্যাঁ . হে প্রভু!" আল্লাহ্ বলবেন, "নিশ্চয়ই তুমি আমার নিকট এমন কোন দু'আ করনি, যা আমি কবূল করিনি। তুমি কি ঐ ঐ দিনে, যখন তোমার উপর দুঃখ পতিত হয়েছিল, আমাকে ডাকনি যেন আমি উহা দূর করে দেই? আমি উহা দূর করে দিয়েছিলাম।" সে বলবে, "হ্যাঁ"' হে আমার প্রভু!" আল্লাহ্ বলবেন, আমি উহা তোমার জন্য দুনিয়াতে ত্বরান্বিত করেছিলাম। আর ঐ দিন যখন তোমার উপর বিপদ পতিত হয়েছিল তখন আমাকে কি ডাকনি যেন আমি উহা দূর করে দেই? অথচ তুমি সেই বিপদ হতে মুক্তির কোন পথ দেখতে পাওনি।" সে বলবে, "হ্যাঁ, হে আমার প্রভু!" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "নিশ্চয়ই আমি উহা তোমার জন্য জান্নাতে জমা করে রেখেছি। আর অমুক অমুক দিন তুমি আমার সামনে এক প্রয়োজন পেশ করেছিল যেন আমি উহা তোমার জন্য পূর্ণ করে দেই। কিন্তু তুমি উহার পূর্ণতা দেখনি।" তখন সে বলবে, "হ্যাঁ, হে আমার প্রভু!" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "আমি উহা তোমার জন্য জান্নাতে সঞ্চিত করে রেখেছি।" অতএব, মু'মিন বান্দা আল্লাহ্র নিকট কোন দু'আ করিলে তা অচিরেই তার জন্য দুনিয়াতে পূর্ণ করে দেয়া হয়, অথবা উহা তার জন্য পরকালের খাতে জমা করে রাখা হয়। মু'মিন তখন আক্ষেপ করে বলবে, "আহা যদি দুনিয়াতে তার কোন দু'আ তাড়াতাড়ি পূর্ণ না হইত!" হাকেম উহা জাবির (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

শাফা'আত প্রসঙ্গ

(١٩٩) اِنَّهُ يُقَالُ لِلْوِلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُوْنَ يَارَبِّ حَتّٰى يَدْخُلَ اٰبَاؤُنَا وَاُمَّهَاتُنَا فَيَأْتُوْنَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَالِىْ اَرَاكُمْ مُحْبَنْطِئِيْنَ اُدْخُلُوالْجَنَّةَ فَيَقُوْلُوْنَ يَارَبِّ اٰبَاؤُنَا فَيَقُوْلُ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ ـ اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ (رضى) –

হাদীস নং-১৯৯। কিয়ামতের দিন ছোট বালক-বালিকদেরকে বলা হবে, "তোমারা জান্নাতে প্রবেশ কর।" তখন তারা বলবে, "হে প্রভু! যে পর্যন্ত আমাদের বাপ- মা বেহেশতে প্রবেশ না করবে সে পর্যন্ত আমরা প্রবেশ করব না) । অতএব তারা ফিরে আসবে। তখন মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলবেন, "একি? আমি দেখতেছি তোমরা বিলম্ব করতেছ, তোমরা সত্বর বেহেশতে প্রবেশ কর।" তারা বলবে, "হে প্রভু! আমাদের পিতা-মাতা কোথায়" "তখন আল্লাহ্ বলবেন, "তোমাদের পিতামাতাকে নিয়েই তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর। আহমদ ইহা কোন এক সাহাবী (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٠٠) يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ اَلاَ لِيَتَّبِعْ كُلُّ اُنَاسٍ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيْبِ صَلِيْبُهُ وَ لِصَاحِبِ التَّصَاوِيْرِ تَصَاوِيْرُهُ وَ لِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ وَ يَبْقَى الْمُسْلِمُوْنَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ اَلاَ تَتَّبِعُوْنَ النَّاسَ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ (وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ) اللّٰهُ رَبُّنَا وَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى نَرٰى رَبَّنَا وَ هُوَ يَأْمُرُهُمْ وَ يُثَبِّتُهُمْ قَالُوْا وَ هَلْ نَرَاهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوْا لاَ قَالَ فَاِنَّكُمْ لاَ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ يَتَوَارٰى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُوْنِيْ فَيَقُوْمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَ يُوْضَعُ الصِّرَاطُ فَيَمُرُّوْنَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَ الرِّكَابِ وَ قَوْلُهُمْ سَلِّمْ سَلِّمْ وَ يَبْقٰى اَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيْهَا فَوْجٌ ثُمَّ يُقَالُ هَلِ

امْتَلَاتِ وَ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ ثُمَّ يُطْرَحُ فِيْهَا فَوْجٌ فَيُقَالُ هَلْ امْتَلَاْتِ فَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى اِذَا اُوْعِبُوْ فِيْهَا وَضَعَ الرَّحْمٰنُ قَدَمَهُ فِيْهَا فَيَنْزَوِىْ بَعْضُهُ اِلٰى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ قَطُّ قَالَتْ قَطُّ قَطُّ فَاِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَ اَهْلُ النَّارِ النَّارَ اُتِىَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّبًا فَيُوْقَفُ عَلَى السُّوْرِ الَّذِىْ بَيْنَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ اَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُوْنَ خَائِفِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُوْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ يَرْجُوْنَ الشَّفَاعَةَ فَيُقَالُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ وَ اَهْلِ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَقُوْلُ هٰؤُلَاءِ وَ هٰؤُلَاءِ قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِىْ وُكِّلَ بِنَا فَيُضْجَعُ وَ يُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّوْرِ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ وَ يَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لَامَوْتَ - اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ فَقَالَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)

হাদীস নং-২০০। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে একই ময়দানে জমা করবেন। তৎপর বিশ্বজগতের প্রতিপালক তাদের নিকট আবির্ভূত হবেন এবং বলবেন, "তোমরা শোন, প্রত্যেক সম্প্রদায়, দুনিয়াতে যার পূজা করত, তার অনুসরণ করুক।" অতঃপর ক্রুশের পূজারীদের জন্য ক্রুশের অনুরূপ মূর্তি, মূর্তি পূজারীদের জন্য তাদের প্রতিচ্ছবি, অগ্নি উপাসকের জন্য অগ্নির প্রতীক তৈরি করে দেয়া হবে। অতঃপর তারা দুনিয়াতে যাদের পূজা করত তার অনুসরণ করবে, আর মুসলমানগণ (ময়দানে) বাকী থেকে যাবে। বিশ্বের প্রতিপালক তাদের সকাশে উদিত হবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, "তোমরা তোমাদের লোকদের অনুসরণ করবে না?" জবাবে তারা বলবে, "আমরা তোমা হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক, আর ইহাই আমাদের স্থান, যে পর্যন্ত না আমরা

আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব।" তিনি তখন তাদেরকে আজ্ঞাদানে স্থির রাখবেন। লোকগণ জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কি তাকে দেখিব? তিনি বলবেন, তোমরা কি পূর্ণিমার চাঁদ দেখার ব্যাপারে কোন অসুবিধা বোধ কর? তারা বলল, "না" । তিনি বলবেন, "নিশ্চয়ই তোমরা সেই মুহূর্তে তাঁকে দেখতেও কোন অসুবিধা বোধ করবে না।" তৎপর তিনি লুকাইয়া যাবেন (সামান্য বিরতির পর) পুনারায় উদিত হবেন এবং তাদের নিকট নিজের পরিচয় দান করবেন এবং বলবেন, "আমি তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর ।" তখন মুসলমানগণ দাড়াবেন এবং পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। তারা তার উপর দিয়ে দ্রুতগামী ঘোড়া ও আরোহীরূপী জন্তুর ন্যায় পার হতে থাকবে, আর তাদের উপর উক্তি হতে থাকবে "সাল্লিম, সাল্লিম"। কিন্তু নরকের অধিবাসিগণ উহার উপর অবশিষ্ট থাকবে এবং তাদের মধ্যে হতে একদল লোককে নিম্নে নিক্ষেপ করা হবে। দোযখকে বলা হবে "তুমি কি পূর্ণ হয়েছ?" দোযখ বলবে, "আরও অধিক চাই।" তারপর উহাতে আর এক দলকে নিক্ষেপ করা হবে এবং বলা হবে, "পূর্ণ হয়েছ কি?" দোযখ বলবে, "আরও বেশি আছে কি?" এমনকি যখন তাদের সকলকে উহাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন করুণাময় উহাতে তাঁর পা রাখিবেন। সঙ্গে সঙ্গে তার এক অংশ অন্য অংশকে জড়িয়ে ধরবে। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, "না আর নয় না আর নয়"। অতঃপর যখন জান্নাতের অধিবাসিগণ জান্নাতে এবং দোযখের অধিবাসিগণ দোযখে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে গলায় ধরিয়া আনা হবে এবং জান্নাতবাসী ও দোযখবাসীর মধ্যকার সীমান্ত নির্দেশক প্রাচীরের উপরে দাঁড় করান হবে এবং বলা হবে, হে জান্নাতবাসিগণ!তখন তারা ভীত হয়ে সেদিকে দৃষ্টিপাত করবে। তারপর পুনরায় বলা হবে, হে দোযখবাসিগণ, তখন তারা আনন্দিত হয়ে সেদিকে দৃষ্টিপাত করবে যেন তারা শাফ'আত আশা করছে। তখন জান্নাতকবাসী ও দোযখবাসীকে বলা হবে, "তোমরা কি তাকে চেন?" তারা সকলে বলবে, "আমরা তাকে চিনি, ইহা মৃত্যু যাকে আমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।" তখন সেটাকে শায়িত করা হবে এবং সেই প্রাচীরের উপরই সম্পূর্ণরূপে যবেহ করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসিগণ, তোমরা চিরজীবী, তোমাদের মৃত্যু নেই: আর হে দোযখবাসিগণ তোমরা চিরজীবী, তোমাদেরও মৃত্যু নেই।" তিরমিযী ইহা আবূ হুরায়রা (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

বেহেশত ও দোযখের বর্ণনা

(٢٠١) قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَ لاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ – اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الشَّيْخَانِ وَ التِّرْمِذِىُّ وَ ابْنُ مَاجَةُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) وَ ابْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَ عَنْ قَتَادَةَ (رضى) مُرْسَلاً –

হাদীস নং-২০১। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেন, "আমি আমার বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শুনেনি, আর কোন মানুষের অন্তর কল্পনাও করতে পারে না।" আহমদ, শায়খাইন তিরমিযী ও ইবনে মাজা ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন। ইবনে জরীরও অনুরূপ হাদীস হাসানের-সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٠٢) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ رَحْمَتِى اَرْحَمُ بِهَا مَنْ اَشَاءُ يَعْنِىْ الْجَنَّةَ – اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ

হাদীস নং-২০২। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "ইহা আমার রহমত, ইহা দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করি, আর ইহা হলো জান্নাত।" শায়খাইন ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(٢٠٣) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَ مَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَ قَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلاَ اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ وَ اَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا – اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الشَّيْخَانِ وَ التِّرمِذِىُّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى)

হাদীস নং-২০৩। মহান আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদিগকে বলবেন, "হে জান্নাতের অধিবাসিগণ" তখন তারা বলবে, "আমরা উপস্থিত আছি হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার খিদমতে উপস্থিত আছি।" তখন তিনি (আল্লাহ্) জিজ্ঞেস করবেন, "তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?" তারা বলবে," আমাদের এমন কি হয়েছে যে, আমরা সন্তুষ্ট হব না।" অথচ আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন "তা সৃষ্টির অন্য কাউকে দেন নেই।" তখন তিনি বলবেন, আমি কি তোমাদিগকে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন কিছু দেব না?" তিনি বলবেন, "আমি তোমাদের জন্য আমার সন্তুষ্টি চিরন্তন করে দেব। তারপর আর কখনো আমি তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইব না।" তিরমিযী, আহমদ ও শায়খাইন ইহা আবূ সাঈদ (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন

(٢٠٤) بَيْنَا اَهْلِ الْجَنَّةِ فِىْ نَعِيْمِهِمْ اِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ فَرَفَعُوْا رُؤُسَهُمْ فَاِذَا الرَّبُّ قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ وَ ذَالِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَبٍّ رَحِيْمٍ فَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَلا يَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى شَئْىٍ مِّنَ النَّعِيْمِ مَا دَامُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَ يَبْقٰى نُوْرُهُ وَ بَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِىْ دِيَارِهِمْ - اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ الْبَزَّارُ وَ ابْنُ اَبِى الدُّنْيَا وَ ابْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ وَ ابْنُ مَرْدُوْيَةَ وَ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِىُّ عَنْ جَابِرٍ (رضى)

হাদীস নং-২০৪। যখন জান্নাতের অধিবাসিগণ জান্নাতের নিয়ামতসমূহ উপভোগরত থাকবে, তখন তাদের জন্য একটি আলো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের মস্তক উত্তোলন করবে এবং অনুভব করবে যে, তাদের প্রভু উপর হতে তাদের উপর স্বীয় উপস্থিতির আলোকপাত করেছেন। অতঃপর তিনি বলবেন, "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক হে জান্নাতবাসিগণ।" ইহা আল্লাহ্ তা'আলার সেই বাণী (যা কুরআনে উল্লেখ আছে) سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَبٍّ رَّحِيْمٍ "শান্তি উক্তিটি দয়াময় প্রভুর পক্ষ হতে "

(সূরা ইয়াসীনঃ ৫৮) তিনি জান্নাতবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। তারাও তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। অতঃপর যতক্ষণ তারা তাঁকে দেখতে থাকবে ততক্ষণ তারা জান্নাতের কোন নিয়ামতের দিকেই লক্ষ্য করবে না । অতঃপর তিনি তাদের নিকট হতে আত্মগোপন করবেন। শুধু তাঁর আলো ও তাঁর বরকত তাদের উপর এবং তাদের বাসভবনসমূহের উপর অবশিষ্ট থাকবে। ইবনে মাজা ইহা জাবির (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٠٥) اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اُرِيْدُكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا لَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَ تُنْجِيْنَا مِنَ النَّارِ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا اُعْطُوْا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِّنَ النَّظْرِ اِلٰى رَبِّهِمْ - اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ عَنْ صُهَيْبٍ (رضى)

হাদীস নং-২০৫। যখন জান্নাতবাসিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, "তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদেরকে আরও বেশি কিছু দান করি?" তারা বলবে, "আপনি কি আমাদের চেহারাগুলোকে উজ্জ্বল করে দেননি?" আপনি কি আমাদিহকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি দেন নেই?" তখন আল্লাহ্ তাঁর হিজাব (আলোর পর্দা) খুলে দিবেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করার চেয়ে অধিকতর কোন প্রিয় বস্তু দেয়া হবে না। তিরমিযী ও মুসলিম ইহা সুহাইব (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٠٦) يَجْمَعُ اللّٰهُ الْاَطْفَالَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ فِيْ حَيَاضٍ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيَطَّلِعُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اِطِّلَاعَةً فَيَقُوْلُ مَا لِيْ اَرَاكُمْ رَافِعِيْ رُؤُوْسِكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَلْاٰبَاءُ وَ الْاُمَّهَاتُ فِيْ عَطَشٍ وَ نَحْنُ فِيْ هٰذِهِ الْحِيَاضِ فَيُوْحِيْ اِلَيْهِمْ اَنْ اَغْرِقُوْا فِيْ هٰذِهِ الْاٰنِيَةَ مِنْ هٰذَا الْمَاءِ ثُمَّ خَلِّلُوْا الصُّفُوْفَ فَاسْقُوْا الْاٰبَاءَ وَ الْاُمَّهَاتِ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

হাদীস নং-২০৬। আল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতদের সন্তানদেরকে আরশের নিচে হাউযসমূহের প্রান্তে একত্র করবেন। তারপর তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন ও বলবেন, "এমন কি হয়েছে যে, আমি তোমাদেরকে মস্তকোত্তোলিত অবস্থায় দেখছি" অর্থাৎ উপরের দিকে চেয়ে থাকতে দেখছি? তারা বলবে, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের পিতা-মাতাগণ পিপাসায় কাতর আর আমরা এই হাউযগুলোর প্রান্তে উপস্থিত আছি। তখন তিনি তাদের প্রতি ওহী পাঠিয়ে বলবেন, "এই আধারগুলো পানিতে ভরে নাও, তারপর এই সারি হতে বের হয়ে আস এবং তোমাদের পিতা-মাতাগণকে পান করাও।" দায়লামী উহা ইবনে উমর (রদি.)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٠٧) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا مُوْسٰى لَنْ تَرَانِىْ اِنَّهُ لَنْ يَّرَانِىْ حَتّٰى اِلاَّ مَاتَ وَ لاَ يَابِسٌ اِلاَّ تُدْهِدُهُ وَ لاَ رَطْبٌ اِلاَّ تُفَرِّقُ اِنَّمَا يَرَانِىْ اَهْلُ الْجَنَّةِ الَّذِيْنَ لاَ تَمُوْتُ اَعْيُنُهُمْ وَ لاَ تَبْلٰى اَجْسَادُهُمْ - اَخْرَجَهُ الْحَكِيْمُ وَ التِّرْمِذِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)

হাদীস নং-২০৭। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে মূসা! তুমি কখনো আমাকে দেখবে না। কোন জীবিত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করা ব্যতীত আমাকে দেখবে না। স্থলভাগের কোন অধিবাসী (আমাকে) দেখবে না, যতক্ষণ উহাকে নীচে নিক্ষেপ করা না হয়। (অর্থাৎ তার মৃত্যু হয়)। জলভাগের কোন অধিবাসীও দেখবে না, যে পর্যন্ত না তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয় (অর্থাৎ মৃত্যু হয়)। নিশ্চয়ই আমাকে দেখবে জান্নাতবাসিগণ- যাদের চক্ষু দৃষ্টিহীন করা হবে না এবং যাদের শরীর জরাগ্রস্ত হবে না। হাকীম ও তিরমিযী ইহা ইবনে আব্বাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

মৃত্যু ও কবরের জীবন

(٢٠٨) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلنَّفْسِ اُخْرُجِىْ قَالَتْ لاَاَخْرُجُ اِلاَّ وَ اَنَا كَارِهَةٌ قَالَ اُخْرُجِىْ وَاِنْ كَرِهْتِ- اَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)

হাদীস নং-২০৮। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ রূহকে বলেন, "বের হও।" সে বলে, "না আমি স্বেচ্ছায় বের হব না।" আল্লাহ্ বলেন, "অনিচ্ছায় হলেও, বের হও।" বাযযার ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

আল্লাহ্ ও মানব সমাজের পক্ষ হতে পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি সম্বোধন ও তাঁদের উত্তর

(٢٠٩) قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْمَا يُخَاطِبُ رَبَّهُ يَارَبِّ اَىُّ عِبَادِكَ اَحَبُّ اِلَيْكَ اُحِبُّهُ بِحُبِّكَ قَالَ يَا دَاوُدُ اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلَىَّ تَقِىُّ الْقَلْبِ تَقِىُّ الْكَفَّيْنِ لَايَاتِىْ اِلَى اَحَدٍ سُوْءًا وَلَايَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ تَزُوْلُ الْجِبَالُ وَلَايَزُوْلُ اَحَبَّنِىْ وَاَحَبَّ مَنْ يُّحِبُّنِىْ وَحَبِّبْنِىْ اِلَى عِبَادِىْ قَالَ يَارَبِّ اِنَّكَ اَتَعْلَمُ اَنِّىْ اُحِبُّكَ وَاُحِبُّ مَنْ يُّحِبُّكَ فَكَيْفَ اُحَبِّبُكَ اِلَى عِبَادِكَ قَالَ ذَكِّرْهُمْ بِالَائِىْ وَبَلَائِىْ وَنَعْمَائِىْ يَا دَاوُدُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَعِيْنُ مَظْلُوْمًا اَوْيَمْشِىْ مَعَهُ فِىْ مَظْلَمَتِهِ اِلَّا اُثْبِتُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُوْلُ الْاَقْدَامُ - اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ وَابْنُ عَسَاكِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) -

হাদীস নং-২০৯। হযরত দাউদ (আ) তাঁর রবকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আমার প্রভু! তোমার নিকট তোমার বান্দাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি প্রিয়, যাকে তোমার ভালবাসার খাতিরে আমিও ভালবাসিতে পারি?" তিনি বললেন, "হে দাউদ! আমার বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সেই সংযমশীল আত্মা ও সেই পবিত্র হাতবিশিষ্ট বান্দা, যে কারো কোন অনিষ্ট করে না এবং কারো পশ্চাতে তার মন্দ বলে বেড়ায় না । সে এরূপ অবিচল চিত্ত যে, পাহাড়ও স্ব-স্থান হতে বিচলিত হয়ে যায়, কিন্তু সে বিচলিত হয় না। আর সে আমাকে ভালবাসে, আর সেই সঙ্গে যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে তাকেও সে ভালবাসে। আর সে আমাকে আমার বান্দাদের নিকট প্রিয় করতে প্রয়াস পায়।" তিনি (দাউদ) বললেন, "হে প্রভু! তুমি নিশ্চয়ই

জান যে, আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আমি কিরূপে তোমাকে তোমার বান্দাদের নিকট প্রিয় করব?" তিনি বললেন, "তুমি তাদেরকে আমার নিয়ামত, আমার সম্পদ ও কৃপার কথা স্মরণ করিয়ে দাও । হে দাউদ! আমার বান্দাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উৎপীড়িতের সাহায্য করে, অথবা উৎপীড়নের সময় তার সঙ্গে থাকে, আমি সেই দিন তার পদদ্বয় ঠিক রাখব যেদিন সমুদয় পা পিছলে যাবে।" বায়হাকী ইহা ইবনে আব্বাস (রদি.) হতে সংগ্রহ করেছেন।

(٢١٠) اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالُوْا يَامُوْسٰى هَلْ يَنَامُ رَبُّكَ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَامُوْسٰى سَأَلُوْكَ هَلْ يَنَامُ رَبُّكَ فَخُذْ زُجَاجَتَيْنِ فِىْ يَدَيْكَ فَقُمِ اللَّيْلَ فَفَعَلَ مُوْسٰى فَلَمَّا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ الثُّلُثُ نَعَسَ فَوَقَعَ لِرُكْبَتَيْهِ ثُمَّ انْتَعَشَ فَضَبَطَهُمَاحَتّٰى اِذَا كَانَ اٰخِرُ اللَّيْلِ نَعَسَ فَسَقَطَتِ الزُّجَاجَتَانِ فَانْكَسَرَتَا فَقَالَ يَامُوْسٰى لَوْكُنْتُ اَنَامُ لَسَقَطَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ فَهَلَكْنَ كَمَا هَلَكَتِ الزُّجَاجَتَانِ فِىْ يَدَيْكَ وَاَنْزَلَ عَلٰى نَبِيِّهِ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ- اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ وَاَبُوْالشَّيْخُ وَابْنُ مَرْدَوِيَّةَ وَالضِّيَاء عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ (رضى)- وَكَذَا فِى الدُّرِّ الْمَنْثُوْرِ

হাদীস নং-২১০। বনী ইসরাঈলগণ বলল, "হে মূসা! তোমার প্রভু কি ঘুমান?" তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। "এই সময় তার প্রভু তাকে ডেকে বললেন, "হে মূসা ! তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে তোমার প্রভু কি ঘুমান? শোন, তুমি তোমার এই হাতে দুইটি কাঁচের পাত্র লও এবং রাতে দাঁড়িয়ে থাক।" অতঃপর মূসা ইহা করলেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলো, তখন মূসার তন্দ্রা আসল এবং তিনি তাঁর হাঁটুর উপর ঝুঁকে পড়লেন। আবার তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং পাত্র দুইটিকে মজবুত করে ধরলেন, অবশেষে রাত আসলে, তিনি পুনরায় নিন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে কাঁচপাত্র দুইটি হাত হতে পড়ে ভেঙ্গে গেল। তখন তিনি (আল্লাহ্) বললেন, "হে মূসা! যদি আমি ঘুমাতাম তবে আকাশসমূহ ও যমীন

আমার নিয়ন্ত্রণচ্যুত হয়ে পড়ে যেত, যেভাবে কাঁচ পাত্র দুইটি তোমার হাত হতে পড়ে গেল । আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর উপর 'আয়াতুল কুরসী' নাযিল করলেন । ইবনে আবূ হাতিম প্রমুখ ইহা ইবনে আব্বাস (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণ

(٢١١) اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى اٰدَمَ فَقَالَ يَا اٰدَمُ جِجَّ هٰذَا الْبَيْتَ قَبْلَ اَنْ يَّحْدُثَ عَلَيْكَ حَدَثٌ قَالَ وَ مَا يَحْدُثُ عَلَيَّ يَا رَبِّ قَالَ مَا لَا تَدْرِيْ وَ هُوَ الْمَوْتُ قَالَ وَ مَا الْمَوْتُ قَالَ سَوْفَ تَذُوْقُهُ – اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-২১১। আল্লাহ্ আদমের প্রতি ওহী পাঠালেন ও বললেন, "তোমার উপর কোন নতুন বিপদ ঘটিবার পূর্বে তুমি এই ঘরের হজ্জ সমাধা করে লও।" তিনি বললেন, "আমার উপর কি বিপদ ঘটবে হে আমার প্রভু!" তিনি বললেন, "যা তুমি জান না অর্থাৎ মৃত্যু।" আদম (আ) বললেন, "মৃত্যু কি জিনিস?" আল্লাহ্ বললেন, "অচিরেই তুমি ইহার স্বাদ গ্রহণ করবে।" আনাস (রদি.) এর সূত্রে দায়লামী ইহা সংকলন করেছেন।

(٢١٢) اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى مُوْسٰى اِنَّ قَوْمَكَ بَنَوْا مَسَاجِدَهُمْ وَ خَرَبُوْا قُلُوْبَهُمْ وَ تَسْمَنُوْا كَمَا سَمَنَ الْخَنَازِيْرُ يَوْمَ ذَبْحِهَا وَ اِنِّيْ نَظَرْتُ اِلَيْهِمْ فَلَعَنْتُهُمْ فَلَا اَسْتَجِيْبُ لَهُمْ وَ لَا اُعْطِيْهِمْ مَسْئَلَتَهُمْ اَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَةَ وَ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عَمٍّ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ

হাদীস নং-২১২। মহান আল্লাহ্ মূসা (আ) এর নিকট ওহী পাঠালেন, "নিশ্চয়ই তোমার সম্প্রদায় তোমাদের মসজিদসমূহ নির্মাণ করেছে। অথচ তাদের অন্তর সমূহ কুলষিত করে নিয়েছে। আর তারা এমনভাবে মোটাসোটা হয়েছে, যেমনভাবে শুকরগুলো উহাদের হত্যা করার সময় হয়ে থাকে। আর নিশ্চয়ই আমি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেছি, তারপর তাদের প্রতি

অভিশাপ প্রদান করেছি। অতএব আমি তাদের প্রার্থনা কবূল করব না এবং তাদেরকে তাদের কাম্য বস্তু দান করব না।" ইবনে মানদা ও দায়লামী ইহা ওহী লেখক হানযালা (রদি.) এর চাচাত ভাইয়ের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(٢١٣) اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ يَا خَلِيْلُ حَسِّنْ خُلُقَكَ وَ لَوْ مَعَ الْكُفَّارِ تَدْخُلُ مَدَاخِلَ الْاَبْرَارِ فَاِنَّ كَلِمَتِيْ سَبَقَتْ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ اَنْ اُظِلَّهُ فِيْ عَرْشِيْ وَ اَنْ اُسْكِنَهُ فِيْ حَظِيْرَةِ قُدْسِيْ وَ اَنْ اُدْنِيَهُ مِنْ جِوَارِيْ - اَخْرَجَهُ الْحَكِيْمُ وَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِى)

হাদীস নং-২১৩। আল্লাহ্ তা'আলা ইব্রাহীম (আ) এর প্রতি ওহী পাঠালেন, "হে বন্ধু! তুমি তোমার আচরণ সুন্দর কর, যদি তা কাফিরদের সঙ্গেও হয়। তা হলে তুমি পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ আমার উক্তি পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়েছে, যে ব্যক্তির আচরণ সুন্দর হবে তাকে আমার আরশের নীচে ছায়াদান করব, আমার পবিত্র জান্নাতের প্রকোষ্ঠ রাখব এবং আমার সান্নিধ্য আনয়ন করব।" হকীম ও তিরমিযী ইহা আবূ হুরায়রা (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢١٤) اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى اَخِي الْعُزَيْرُ يَا عُزَيْرُ اِنْ اَصَابَتْكَ مُصِيْبَةٌ فَلَا تَشْكُنِيْ اِلٰى خَلْقِيْ فَقَدْ اَصَابَتْنِيْ مِنْكَ مَصَائِبُ كَثِيْرَةٌ وَ لَمْ اَشْكُكَ اِلٰى مَلَائِكَتِيْ يَا عُزَيْرُ اَعْصِنِيْ بِقَدْرِ طَاقَتِكَ عَلٰى عَذَابِيْ وَ سَلْنِيْ خَوَيْجَكَ عَلٰى مِقْدَارِ عَمَلِكَ لِيْ وَ لَا تَأْمَنَ مَكْرِيْ حَتّٰى تَدْخُلَ جَنَّتِيْ فَاهْتَزَّ عُزَيْرٌ يَبْكِيْ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ لَاَتَبْكِ يَا عُزَيْرُ فَاِنْ عَصَيْتَنِيْ بِجَهْلِكَ غَفَرْتُ لَكَ بِحِلْمِيْ لِاَنِّيْ كَرِيْمٌ لَا اُعَجِّلُ بِالْعُقُوْبَةِ عَلٰى عِبَادِيْ وَ اَنَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى)

হাদীস নং-২১৪। আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভাই উযায়র (আ) এর নিকট ওহী পাঠিয়েছিলেনঃ "হে উযায়র! তোমার উপর যদি কোন বিপদ পতিত হয়, তবে আমার বিরুদ্ধে আমার সৃষ্টজীবের নিকট কোন অভিযোগ করো না। তোমার দিক হতে আমি বহু কষ্টই পেয়েছি কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমি আমার ফেরেশতাদের নিকট কোন নালিশ করিনি। হে উযায়র! আমার হুকুম সেই অনুপাতে অমান্য কর, যে অনুপাতে আমার শাস্তি সইবার ক্ষমতা তোমার আছে। আমার নিকট হতে তোমার প্রয়োজনসমূহ সেই পরিমাণে প্রার্থনা কর, যে পরিমাণে আমার আদেশ পালন করার ক্ষমতা তোমার আছে। আর আমার কৌশল হতে নির্ভয় হইও না, যে পর্যন্ত তুমি আমার বেহেশতে প্রবেশ করতে না পার।" অতঃপর উযায়র কম্পিত হলেন ও কাঁদতে লাগলেন। তখন আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন, "হে উযায়র! কান্নাকাটি করো না তুমি যদি অজ্ঞতাবশত আমার অবাধ্য হয়ে থাক, তবে নিশ্চয়ই আমার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য দ্বারা তোমাকে ক্ষমা করব। কারণ আমি কৃপাশীল। আমি সকল দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু ও অনুগ্রহকারী।" দায়লামী ইহা আবূ হুরায়রা (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢١٥) اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى عِيْسٰى بْنِ مَرْيَمَ فِى الاِنْجِيْلِ اَنْ قُلْ لِلْمَلَاءِ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنَّ مَنْ صَامَ لِمَرْضَاتِىْ اَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَ اَعْظَمْتُ لَهُ اَجْرَهُ - اَخْرَجَهُ اَبُو الشَّيْخِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى)

হাদীস নং-২১৫। আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা ইবনে মারয়াম (আ) এর প্রতি ওহী পাঠালেন, "হে ঈসা! বনী ইসরাঈলের সর্দারগণকে বলে দাওঃ যে ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখবে, আমি তার শরীর সুস্থ করে দেব এবং তার প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেব।" আবুশ শায়খ ইহা আবু দারদা (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢١٦) اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى دَاوُدَ اَنَّ الْعَبْدَ لَيَاْتِىْ بِالْحَسَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَحْكُمُهُ بِهَا فِى الْجَنَّةِ قَالَ دَاوُدُ يَا رَبِّ وَ مَنْ هٰذَا الْعَبْدُ قَالَ مُؤْمِنٌ يَسْعٰى لِاَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ فِىْ حَاجَتِهِ يُحِبُّ قَضَاءَهَا قُضِيَتْ عَلٰى يَدَيْهِ اَوْ لَمْ تُقْضَ - اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ عَنْ عَلِيٍّ (رضى) -

হাদীস নং-২১৬। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ) এর প্রতি ওহী পাঠালেনঃ "কিয়ামতের দিন কোন বান্দা একটি মাত্র নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে। আমি তাকে উহার বদলে জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেব।" দাউদ (আ) আরয করলেন, "হে প্রভু! কে সেই বান্দা? তিনি বললেনঃ "যেই মু'মিন বান্দা তার মু'মিন ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য দৌড়ে যায়। তার অভিপ্রায় এই থাকে যে, লোকের প্রয়োজন পূর্ণ হউক, সেটি তার হাতে হউক বা অন্য কারো হাতে।" খাতীব ইহা আলী (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢١٧) اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى مُوْسٰى بْنِ عِمْرَانَ لَوْلاَ مَنْ يَّشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَسَلَّطْتُ جَهَنَّمَ عَلٰى اَهْلِ الدُّنْيَا يَا مُوْسٰى لَوْلاَمَنْ يَّعْبُدُنِىْ مَا اَمْهَلْتُ لِمَنْ يَّعْصِيْنِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ يَا مُوْسٰى اِنَّهُ مَنْ اَمَنَ بِىْ فَهُوَ اَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَىَّ يَا مُوْسٰى اِنَّ كَلِمَةً مِّنَ الْعَاقِ تَرُدُّ هَا جَمِيْعُ رِمَالٍ قَالَ مُوْسٰى مَنِ الْعَاقُ قَالَ اِذَا قَالَ لِوَالِدَيْهِ لاَ لَبَّيْكَ

اَخْرَجَهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-২১৭। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা ইবনে ইমরান (আ) এর প্রতি ওহী পাঠালেন, "যদি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্য দেয়ার মত কোন লোক না থাকত, তবে নিশ্চয়ই আমি জাহান্নামকে দুনিয়ার অধিবাসীদের উপর চাপিয়ে দিতাম।"হে মূসা! যদি আমার ইবাদত করার মত লোক না থাকত, তবে যে আমার অবাধ্য হয়, তাকে চোখের এক পলক পরিমাণ অবকাশ দিতাম না । হে মূসা! যে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনে, সে আমার নিকট সৃষ্টির মধ্যে সেরা মর্যাদার অধিকারী। হে মূসা! মা-বাপের অবাধ্যজনের শব্দ এরূপ যে, পৃথিবীর সমুদয় বালুকণা উহার প্রতিবাদ করে।" মূসা (আ) জিজ্ঞেস করলেন, "মাতাপিতার অবাধ্য কে?" তিনি বললেনঃ "যে ব্যক্তি মাতাপিতার আদেশের উত্তরে বলে, "আমি এই কাজ করব না" সে-ই অবাধ্য।" আবূ নূয়াইম হযরত আনাস (রদি.) এর সূত্রে ইহা সংগ্রহ করেছেন।

গীবত (পরনিন্দা)

(٢١٨) اِنَّ الْعَبْدَ لَيُعْطٰى كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْشُوْرًا فَيَرٰى فِيْهِ حَسَنَاتٍ لَّمْ يَعْمَلْهَا فَيَقُوْلُ رَبِّ لَمْ اَعْمَلْ هٰذِهِ الْحَسَنَاتِ فَيَقُوْلُ اَنَا كَتَبْتُهَا بِاغْتِيَابِ النَّاسِ اِيَّاكَ وَ اَنَّ الْعَبْدَ لَيُعْطٰى كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْشُوْرًا فَيَقُوْلُ رَبِّ اَلَمْ اَعْمَلْ حَسَنَةً يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا فَيُقَالُ لَهُ مُحِيَتْ عَنْكَ بِاغْتِيَابِكَ النَّاسُ - اَخْرَجَهُ الْخَرَائِطِيْ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ (رضى)

হাদীস নং-২১৮। নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দাকে তার আমলনামা খোলা অবস্থায় দেয়া হবে। সে উহাতে এরূপ কতগুলো নেকী দেখবে, যা সে আমল করেনি। সে বলবে, "হে প্রভু! আমি এই নেকীগুলো অর্জন করিনি।" তিনি বলবেনঃ লোকগণ তোমার নিন্দা করেছিলে, তারই বদলে আমি এইগুলো লিপিবদ্ধ করেছি।" আর অপর এক বান্দার সামনে কিয়ামতের দিন তার আমলনামা খুলে দেয়া হবে। সে বলবে, "হে প্রভু! আমি কি অমুক দিন অমুক পূণ্যকর্ম করিনি? তখন তাকে বলা হবে, "তুমি লোকদের নিন্দা করতে। ফলে সেসব পূণ্য তোমার আমলনামা হতে মুছিয়া ফেলো হয়েছে।" খারায়েতী ইহা আবূ উমামা (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

তাকওয়া বা সংযম

(٢١٩) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَمْ يَتَقَرَّبِ الْمُتَقَرِّبُوْنَ اِلَيَّ بِمِثْلِ الْوَرَعِ

اَخْرَجَهُ اَبُو الشَّيْخِ -

হাদীস নং-২১৯। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ আমার নৈকট্য অন্বেষণকারীদের মধ্যে সংযমী ব্যক্তির সমান নৈকট্য লাভ আর কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি। আবুশ্ শায়খ ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(٢٢٠) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ

اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ

হাদীস নং-২২০। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ "আমার মু'মিন বান্দা যাবতীয় কল্যাণের উচ্চস্থল।" আহমদ ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(٢٢١) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ وَ لَا لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ فَضْلٌ وَلَا لِاَسْوَدَ عَلٰى اَبْيَضَ فَضْلٌ وَ لَا لِاَبْيَضَ عَلٰى اَسْوَدَ فَضْلٌ اِلَّا بِالتَّقْوٰى يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَا تَجِيْئُوْا بِالدُّنْيَا تَحْمِلُوْا عَلٰى اَعْنَاقِكُمْ وَ يَجِيْئُ النَّاسِ بِالْاٰخِرَةِ فَاِنِّيْ لَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا - اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنِ الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدٍ

হাদীস নং-২২১। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মানবকুল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে একজন নর ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদিগকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যেন তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সংযমী ব্যক্তিগণই আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে মর্যাদাশীল। অতএব কোন আরববাসী কোন অনারবের চেয়ে মর্যাদার অধিক নহে। কোন অনারবও কোন আরবীর উপর অধিক মর্যাদাশীল নহে; কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোন শ্বেতকায়ের উপরও কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র তাকওয়া ও সংযমের জন্য।" হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা দুনিয়াকে তোমাদের কাঁধের উপর বহন করে আনিও না। যেমনভাবে অন্যান্য সম্প্রদায় আখিরাতে আনয়ন করবে। কারণ আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র নিকট হতে রক্ষা করার ব্যাপারে কোন কাজে আসিব না। তিবরানী ইহা আদা ইবনে খালিদের সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব

(٢٢٢) اِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالُوْا رَبَّنَا خَلَقْتَنَا وَخَلَقْتَ بَنِىْ اٰدَمَ فَجَعَلْتَهُمْ يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ يَشْرَبُوْنَ الشَّرَابَ وَ يَلْبَسُوْنَ الثِّيَابَ وَ يَاْتُوْنَ النِّسَاءَ وَ يَرْكَبُوْنَ الدَّوَابَّ وَ يَنَامُوْنَ وَ يَسْتَرِيْحُوْنَ وَ لَمْ تَجْعَلْ لَنَا ذَالِكَ شَيْئًا فَاجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَ لَنَا الاٰخِرَةَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا اَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتُهُ بِيَدِىْ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ كَمَا قُلْتُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

اَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-২২২। নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ বলেছেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি বনী আদমকেও সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আপনি তাদেরকে এরূপ স্বভাব দান করেছেন যে, তারা খাদ্য খায়, পানীয় পান করে, কাপড় পরিধান করে, স্ত্রী সহবাস করে, চতুষ্পদ পশুর পিঠে আরোহণ করে, নিদ্রা যায় এবং বিশ্রাম করে। কিন্তু আপনি আমাদের জন্য ইহার কিছুই করেননি। অতএব আপনি তাদের জন্য দুনিয়া নির্ধারিত করে দিন, আর আমাদের জন্য আখিরাত।" তখন মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ বললেন, "আমি যাকে স্বহস্তে তৈয়ার করেছি এবং যাতে আমি আমার সৃষ্ট রূহ ফুঁকে দিয়েছি, তাকে ইহার মত করব না। যাহোক আমি বলেছি, হয়ে যাও, তখনই উহা হয়ে গেছে।" ইবনে আসাকির ইহা আনাস (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন। অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক হাদীস সামান্য পরিবর্তন সহকারে দায়লামী ও জাবির (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

গরীব মুসলমানদের মর্যাদা

(٢٢٣) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُدْنُوْا مِنِّىْ اَحِبَّائِىْ فَيَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ وَ مَنْ اَحِبَّاؤُكَ فَيَقُوْلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَدْنُوْنَ مِنْهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَمَا اَنِّىْ لَمْ اَزْوِ الدُّنْيَا عَنْكُمْ لِهَوَانٍ كَانَ بِكُمْ عَلَىَّ وَ لٰكِنْ اَرَدْتُ بِذَالِكَ اَنْ اُضْعِفَ لَكُمْ كَرَامَةَ الْيَوْمِ فَتَمَنَّوْا مَا شِئْتُمُ الْيَوْمَ فَيُؤْمَرُ بِهِمْ اِلَى الْجَنَّةِ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِاَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا – اَخْرَجَهُ اَبُوْ الشَّيْخِ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-২২৩। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, "আমার বন্ধুগণকে আমার নিকটবর্তী করে দাও।" ফেরেশতাগণ আরয করবে, "কারা আপনার বন্ধু?" তিনি বলবেন, "গরীব মুসলমানগণ।" অতএব তারা তাঁর নিকটবর্তী হবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, "আমি দুনিয়াকে আমার নিকট তোমাদের হীনতার জন্য তোমাদের হতে সরিয়ে রাখিনি, বরং ইহা দ্বারা অদ্যকার দিনে তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা করেছি। অতএব আজ তোমরা যা ইচ্ছা চাও।" তাদেরকে ধনীগণ হতে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি দেয়া হবে। আবুশ্ শায়খ ইহা আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٢٤) يَجْتَمِعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اَيْنَ فُقَرَاءُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَ مَسَاكِيْنُهَا فَيَقُوْلُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا عَمِلْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا وَ وَلَّيْتَ الْاُمُوْرَ وَ السُّلْطَانَ غَيْرَنَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ صَدَقْتُمْ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِزَمَانٍ وَ يَبْقٰى شِدَّةُ الْعَذَابِ عَلٰى ذَوِى الْاُمُوْرِ وَ السُّلْطَانِ قَالُوْا فَاَيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَئِذٍ قَالَ لَهُمْ كَرَاسِىُّ مِنْ نُوْرٍ يُظَلِّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ يَكُوْنُ ذَالِكَ الْيَوْمَ اَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ سَاعَةٍ مِّنْ نَّهَارٍ – اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى)

হাদীস নং-২২৪। কিয়ামতের দিন লোকগণ সমবেত হবে, তখন জিজ্ঞেস করা হবে, "এই উম্মতের গরীব ও নিঃস্ব লোকেরা কোথায়?" তারা এসে দন্ডায়মান হবে। তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা কি আমল করেছ?" তারা বলবে, "হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে পরীক্ষা করেছিলে এবং আমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলাম। তুমি পার্থিব বিষয়াদি ও রাজত্ব আমাদের ছাড়া অন্য লোকগণকে দিয়েছিলে।" আল্লাহ্ বলবেন, "তোমরা সত্য কথা বলেছ।" অতএব তারা অন্য লোকদের অপেক্ষা এক দীর্ঘকাল পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর শাসন পরিচালক রাজত্বের অধিকারীদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করতে থাকবে। লোকগণ জিজ্ঞেস করল, সেদিন মু'মিনদের জন্য যেন একটি ঘন্টা বা এক মুহূর্ত মনে হবে" তিবরানী ইহা ইবনে উমর (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٢٥) يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ لِلْحِسَابِ فَيَجِيْئُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَزِفُّوْنَ كَمَا تَزِفُّ الْحَمَامُ فَيُقَالُ لَهُمْ قِفُوْا لِلْحِسَابِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا عِنْدَنَا حِسَابٌ وَ اَتَيْتُمُوْنَا شَيْئًا نُحَاسَبُ بِهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ صَدَقَ عِبَادِيْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بَابُ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُوْنَهَا قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِيْنَ عَامًا - اَخْرَجَهُ اَبُوْ يَعْلٰى وَ الطَّبْرَانِيُّ وَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حُزَيْمٍ

হাদীস নং-২২৫। আল্লাহ্ তা'আলা লোকদেরকে হিসাবের জন্য একত্র করবেন। অতঃপর দরিদ্র মু'মিনগণ কবুতর যেরূপ তাড়াতাড়ি উড়ে, সেরূপ তাড়াতাড়ি আসবে। তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা হিসাবের জন্য দন্ডায়মান হও ।" তারা বলবে, "আমাদের নিকট কোন হিসাব নেই। আর আপনি কি আমাদেরকে এরূপ কিছু দিয়েছিলেন, যার জন্য আমাদের হিসাব নেয়া যাবে?" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "আমার বান্দাগণ সত্য বলেছে।" অতএব তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে। তারা অন্য লোকদের সত্তর বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবূ ইয়ালা, তিবরানী ও ইবনে আসাকির ইহা সাদ ইবনে আমের ইবনে হুজাইমের সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

(٢٢٦) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَمَا رَأَيْتَ مَيِّتًا عَلٰى اَعْوَادِهٖ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ

হাদীস নং-২২৬। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তুমি কি খাটের উপর কোন মৃতদেহ দেখনি? দায়লামী ইহা সংগ্রহ করেছেন। (এই সংক্ষিপ্ত হাদীসটি মানুষের স্মৃতিপটে মৃত্যুর কথা জাগিয়ে দেয়। অর্থাৎ তার শেষাবস্থার পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য তাকে সতর্ক করে।)

(٢٢٧) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلدُّنْيَا مُرِّيْ عَلٰى اَوْلِيَائِيْ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ

হাদীস নং-২২৭। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে সম্বোধন করে বলেন, "তুমি আমার বন্ধুদের জন্য তিক্ত হয়ে যাও।" অর্থাৎ তাদেরকে তোমার কুহকে ফেল না। দায়লামী ইহা সংগ্রহ করেছেন।

(٢٢٨) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَامَةُ مَعْوْنَتِيْ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِيْ حُسْنُ مَوْقَعِ قَدْرِيْ اَنْ لاَّ اَشْتَكِيْ وَ اَنْ لاَّ اسْتَبْطَاءَ وَ اَنْ لاَّ اَسْتَخْفٰى

اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى)

হাদীস নং-২২৮। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার বান্দাদের অন্তরে আমাকে চেনার নিদর্শন হলো, তার নিকট আমার মর্যাদার উত্তম অবস্থান, তার পক্ষে আমার নিন্দা না করা, আমার আদেশ পালনে তার শৈথিল্য না করা এবং আমার আজ্ঞা পালনে কাউকেও লজ্জা না করা।" দায়লামী ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٢٩) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ ابْنَ اٰدَمَ اِنْ تَقْبِلْ قَبِلِيْ اَمْلَاءَ قَلْبَكَ غِنًى وَ اُرِيْحُ الْفَقْرَ مِنْ بَيْنَ عَيْنَيْكَ وَ اُكْفِ عَلَيْكَ صَنِيْعَتَكَ فَلاَ تُصْبِحُ اِلاَّ غَنِيًّا وَ لاَتُمْسِيْ اِلاَ غَنِيًّا وَ اِنْ اَدْبَرْتَ اَوْ وَلَّيْتَ عَنِّيْ نَزَعْتُ الْغِنٰى مِنْ قَلْبِكَ وَ جَعَلْتُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ وَ اَفْشَيْتُ عَلَيْكَ صَنِيْعَتَكَ فَلاَ تُصْبِحُ اِلاَّ فَقِيْرًا وَ لاَ تُمْسِيْ اِلاَّ فَقِيْرًا - اَخْرَجَهُ اَبُوْ الشَّيْخِ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-২২৯। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেন, "ইবনে আদম! যদি তুমি আমার দিকে অগ্রসর হও (মন দাও) তবে আমি তোমার অন্তর প্রাচুর্যে ভরে দেব, তোমার সম্মুখ হতে অভাব দূর করে দেব এবং তোমার আমলকে তোমার জন্য যথেষ্ট করে দেব। অতঃপর তুমি ধনী অবস্থা ব্যতীত প্রভাত করবে না এবং ধনী অবস্থা ব্যতীত তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে না। আর যদি তুমি পশ্চাৎপদ হও অথবা আমার দিক হতেমুখ ফিরাইয়া রাখ, তবে আমি তোমার সামনে অভাব-অনটন স্থাপন করব এবং তোমার কাজগুলোকে তোমার জন্য প্রসারিত করে দেব। অর্থাৎ হাজারো কাজ করার পরও তুমি বরং অভাবগ্রস্ত অবস্থায় প্রভাত করবে এবং সন্ধ্যায়ও অভাবগ্রস্ত থাকবে।" আবুশ-শায়খ ইহা আনাস (রদিঃ) হতে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٣٠) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ اَعْظَمُ مِنِّيْ جُوْدًا اَكْلاَءُ هُمْ فِيْ مَفَاجِعِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُوْنِيْ وَ مِنْ كَرَامِيْ اِنِّيْ اَقْبَلُ تَوْبَةَ التَّائِبِ حَتّٰى كَاَنَّهُ لَمْ يَزَلْ تَائِبًا مَنْ ذَا الَّذِيْ قَرَعَ بَابِيْ فَلَمْ اَفْتَحْ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِيْ سَاَلَنِيْ فَلَمْ اُعْطِهِ اَ بَخِيْلٌ اَنَا فَيُبَخِّلُنِيْ عَبْدِيْ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-২৩০। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেন, 'উদারতায় আমা অপেক্ষা বড় আর কে হতে পারে? আমি বান্দাদেরকে তাদের বিছানায় রক্ষণাবেক্ষণ করি, যেন তারা আমার অবাধ্য হয়নি আর ইহা আমার বদান্যতা যে, আমি তওবাকারীর তওবা গ্রহণ করি, যেন সে সর্বদা তওবাকারী ছিল। এমন কে আছে, যে আমার দরজায় ধাক্কা দিয়েছে, অথচ আমি তার জন্য দরজা খুলিনি? এমন কে আছে, যে আমার নিকট চেয়েছে অথচ আমি তাকে দেই নেই? আমি কি কৃপণ যে, আমার বান্দা আমাকে কার্পণ্যের জন্য দোষারোপ করবে" দায়লামী ইহা আবূ হুরায়রা (রদিঃ)-এর সূত্রে এবং সংগ্রহ করেছেন এবং তিনি আনাস (রদিঃ)-এর নিকট হতে।

(٢٣١) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِخْتَرِ الْجَنَّةَ عَلَى النَّارِ وَ لاَ تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ فَتُقْذَفُوْا فِى النَّارِ مُنَكَّسِيْنَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا اَخْرَجَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ (رضى)

হাদীস নং-২৩১। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে ইবনে আদম! দোযখের পরিবর্তে জান্নাতকে পছন্দ কর। আর তোমরা তোমাদের আমলগুলো নষ্ট করো না; তা হলে মুখের উপর উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। উহাতে অনন্তকাল পড়ে থাকবে।" রাফেয়ী ইহা আলী (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٣١) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّ الشَّيْبَ نُوْرٌ مِّنْ نُوْرِىْ وَ اِنِّىْ اَسْتَحِىْ اَنْ اُعَذِّبَ نُوْرِىْ بِنَارِىْ فَاسْتَحِىْ مِنْهُ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ الشَّيْخُ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-২৩২। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেন, "হে ইবনে আদম! নিশ্চয়ই বার্ধক্য আমার নূরসমূহের একটি নূর। আমি আমার নূরকে আমার আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে লজ্জা অনুভব করি।" আবুশ শায়খ ইহা আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٣٢) يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ بَرَّ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِىْ ضَعِيْفًا فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُكَافِيْهِ عَلَيْهِ كَافَيْتُهُ اَنَا عَلَيْهِ - اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ عَنْ دِيْنَارٍ عَنْ اَنَسٍ (رضى)

হাদীস নং-২৩৩। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির মধ্য হতে এরূপ দুর্বলের সহায়তা করে, যার সহায় কেউ নেই, আমি এই বান্দার রক্ষণাবেক্ষণের যিম্মাদার হলাম।" খাতীব ইহা দীনার হতে, তিনি আনাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٣٤) كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَ عَيْنٌ فُقِئَتْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ عَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ و عَيْنٌ بَاتَتْ سَاهِرَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى يُبَاهِى اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُوْلُ انْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ رُوْحُهُ عِنْدِىْ وَ جَسَدُهُ فِىْ طَاعَتِىْ وَقَدْ تَجَافٰى بَدَنُهُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنِىْ خَوْفًا وَ طَمْعًا فِىْ رَحْمَتِىْ اِشْهَدُوْا اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ - اَخْرَجَهُ الرَّافِعِىُّ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضى)

হাদীস নং-২৩৪। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক চক্ষু ক্রন্দনকারী হবে, শুধু সেই চক্ষু ব্যতীত, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে দুনিয়াতে কেঁদেছিল, আর সেই চক্ষু ব্যতীত, যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদে) উৎপাটিত হয়েছিল আর সেই চক্ষু ব্যতীত, যা হারাম বস্তুসমূহ দর্শন করা হতে অবনত ছিল এবং সেই চক্ষু ব্যতীত, যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জাগ্রত থেকে রাত্রি যাপন করত। আল্লাহ্ তা'আলা এই বান্দাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করবেন। তিনি বলবেন, "আমার এই বান্দার প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, তার প্রাণ আমার নিকট এবং তার শরীর আমার আদেশ পালনে নিয়োজিত। তার শরীর বিছানা ছেড়ে দিয়ে আমার ভয়ে ও আমার রহমতের আশায় আমাকে ডাকছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।" রাফেয়ী ইহা উসামা ইবনে যায়দ (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٣٥) يُقَالُ لِلْعَاقِ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنَ الطَّاعَةِ فَاِنِّيْ لَا اَغْفِرُ لَكَ وَ يُقَالُ لِلْبَارِّ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَاِنِّيْ اَغْفِرُ لَكَ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا

হাদীস নং-২৩৫। মা-বাপের অবাধ্য সন্তানকে বলা হবে, "তুমি যে কোন আদেশ পালন কর না-কেন, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করব না।" আর মা বাবার বাধ্য সন্তানকে বলা হবে, "তুমি যা খুশী কর, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করব।" আবূ নুআইম ইহা আয়েশা (রদি.) এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٣٦) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَاَمَّا الَّذِيْنَ سَبَقُوْا فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ اقْتَصَدُوْا فَاُولٰئِكَ يُحَاسَبُوْنَ حِسَابًا يَّسِيْرًا وَ اَمَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُحْبَسُوْنَ فِيْ طُوْلِ الْمَحْشَرِ وَهُمُ الَّذِيْنَ تَلَافَاهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهٖ فَهُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ الَّذِيْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَا يَمَسُّنَا نَصَبٌ وَّ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ (رضى)

হাদীস নং-২৩৬। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "অতঃপর আমি আমার যেসব বান্দাকে নির্বাচিত করেছি তাদেরকে আমি কিতাবের ওয়ারিশ করেছি। আর তাদের কেহ স্বীয় আত্মার প্রতি অত্যাচারী, তাদের কেহ সুবিচারী (মিতব্যয়ী বা সংযমী) এবং কেহ আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে সৎকর্ম সমাপনে অগ্রগামী। অতএব, যারা সৎকর্মে অগ্রগামী হয়েছে তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা সুবিচারী, মধ্যমপন্থী, তাদের সহজ হিসাব নেয়া হবে। আর যারা নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করেছে তারা সেসব লোক, যাদেরকে হাশরের ময়দানে দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখা হবে। তারা ঐসব লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ স্বীয় রহমত দ্বারা সংশোধন করেছেন। অতঃপর তারাই ঐ সব লোক যারা বলতে থাকবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন, নিশ্চয়ই আমাদের রব মার্জনাকারী ও কৃতজ্ঞ-যিনি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের আশ্রয়ে অবতরণ করিয়েছেন। উহাতে আমাদেরকে কোন ক্লেশ বা ক্লান্তি স্পর্শ করবে না।" আহমদ ইহা আবুদ্ দারদা (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٣٧) قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ لَا تُنْزِلُوْا عِبَادِىَ الْعَارِفِيْنَ الْمُحَدِّثِيْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا النَّارَ حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّبُّ الَّذِىْ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ عَلِيٍّ (رضى)

হাদীস নং-২৩৭। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা আমার আরীফ ও মুহাদ্দাস বান্দাদের জান্নাতে অথবা দোযখে অবতরণ করাইও না যে পর্যন্ত তোমাদের প্রভু তাদের মধ্যে কোন মীমাংসা করে না দেন।" দায়লামী ইহা আলী (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٣٨) قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ تَلْحَفُ الْعِبَادُ بِلِحَافٍ اَبْلَغَ عِنْدِىْ مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ - اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)

হাদীস নং-২৩৮। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেছেন, "বান্দাগণ কোন চাদর দ্বারা তাদের শরীর জড়ায় না, যা আমার নিকট অল্প আহারের তুলনায় বেশি উদ্দেশ্য সিদ্ধিকারী। দায়লামী ইহা ইবনে আব্বাস (রদিঃ)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٣٩) اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَيْنَ الَّذِيْنَ يُنَزِّهُوْنَ اَسْمَاعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ مِنْ مَزَامِيْرِ الشَّيْطَانِ مَيِّزُوْا فَيُمَيَّزُوْنَ فِىْ كُثُبِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلَائِكَةِ اَسْمِعُوْهُمْ تَسْبِيْحِىْ وَ تَمْجِيْدِىْ فَيُسْمِعُوْنَ بِاَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ السَّامِعُوْنَ بِمِثْلِهَا - اَخْرَجَهُ الدَّارُ قُطْنِىْ

হাদীস নং-২৩৯। যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, তখন মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলবেন, "কোথায় তারা, যারা স্বীয় চক্ষু ও কর্ণ শয়তানের বাদ্য হতে পবিত্র রেখেছিল? তাদেরকে পৃথক কর?" তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে মিশক ও আম্বরের স্তুপের উপর পৃথক করবেন। অতঃপর তিনি ফেরেশতাগণকে বলবেন, "তাদেরকে আমার পবিত্র ও মর্যাদার কীর্তন শুনাও।" তাঁরা তাদেরকে এরূপ আওয়াজ শুনাবেন যার সমতুল্য সুর কোন শ্রোতা কখনও শুনেনি। দরুকুতনী ইহা জাবির (রদি.)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٤٠) عَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَدَمَ اَلْفَ حِرْفَةٍ مِّنَ الْحِرَفِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لِوَلَدِكَ وَ ذُرِّيَّتِكَ اِنْ لَّمْ تَصْبِرُوْا فَاطْلُبُوا الدُّنْيَا بِهٰذِهِ الْحِرَفِ وَلَا تَطْلُبُوْهَا بِالدِّيْنِ فَاِنَّ الدِّيْنَ لِيْ وَحْدِيْ خَالِصًا وَيْلٌ لِّمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ – اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ عَطِيَّةَ بْنُ بَشِيْرِ الْمَازَنِيُّ

হাদীস নং-২৪০। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে হাজার প্রকার শিল্প-বাণিজ্য শিখালেন এবং তাকে বললেন, 'তুমি তোমার ছেলেকে ও সন্তান-সন্ততিকে বল, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে না পার, তবে এ সকল শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারা দুনিয়া অনুসন্ধান কর। আর দীনের বদলে (দুনিয়াকে) উহা তলব করোনা, কারণ দীনও শুধু আমার জন্য নির্ধারিত। যে ব্যক্তি দীনের বদলে দুনিয়া অনুসন্ধান করে সে ধ্বংস হোক।" হাকেম উহা আতিয়া ইবনে বাশীর মাযানী (রদি.)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

(٢٤١) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يَخْلُقْ بِيَدِهٖ اِلَّا ثَلَاثَةَ اَشْيَاءَ وَ قَالَ لِسَائِرِ الْاَشْيَاءِ كُنْ فَكَانَ خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ وَ اٰدَمَ وَ الْفِرْدَوْسَ بِيَدِهٖ وَ قَالَ لَهَا وَ عِزَّتِيْ وَ جَلَالِيْ لَا يُجَاوِرُنِيْ فِيْكَ بَخِيْلٌ وَ لَا يَشُمُّ رِيْحَكَ دَيُّوْثٌ – اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ (رضى)

হাদীস নং-২৪১। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি বস্তু ব্যততি অন্য কিছু সরাসরি স্বীয় হস্তে সৃষ্টি করেননি। তিনি যাবতীয় বস্তুকে বলেছেন, 'হও' । তখন উহা হয়ে গেছে। আল্লাহ্ যখন আদম ফিরদাউসকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন এবং উহাকে (ফিরদাউসকে) বলেছেন; আমার ইয্যত ও মর্যাদার শপথ! তোমার মধ্যে কোন কৃপণ আমার সান্নিধ্যে বাস করতে পারবে না। আর কোন নির্লজ্জ ব্যক্তি তোমার সুগন্ধ পাবেনা।" দায়লামীা ইহা আলী (রদি.)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

https://t.me/islaMic_fdf



নির্বাচিত হাদিসে কুদসী

প্রকাশনায়

মাহমুদ পাবলিকেশন্স
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ০১৭১৫ ৪৪১৫৫৭, ০১৭১১ ২২৭৬৭৩
E-mail : mahmudpub_bd@yahoo.com